মনসার ভাসান

গণেশ বন্দনা।

প্রণমামি করপুটে প্রথম গণেশ ঘটে
উরহ নায়ক বাসরে।
গায়ক বন্দিয়া গায় উর প্রভু গণরায়
গহন গম্ভীর গুণবরে॥
বাম অঙ্গে যোগপাটা কপালে ভাস্কর ফোঁটা
মূষিক বাহনে যোগধারী।
ত্বংহি সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিধান দীপিচর্ম্ম
তব তত্ত্ব বলিতে না পারি॥
স্বর্গ রসাতল ভূমি নিস্তার কারণ তুমি
গণপতি দেবের প্রধান।
একদন্ত গজানন ব্রহ্মরূপ সনাতন
অকিঞ্চন জনে দয়াময়॥
জপিয়া পরম নিধি না পায় ধ্যানেতে বিধি
তব তত্ত্ব আদি দেবরাজে।
মহিমাতে মত্ত হয়ে অতুল চরণ পেয়ে
সকল দেবতা আগে পূজে॥
আমি অতি মূঢ়মতি না জানি ভকতি স্তুতি
গণপতি বিঘ্ন কর দূর।

তুমি সংসারের সার   তোমা বিনা কেবা আর
নিস্তারিতে আছয়ে ঠাকুর ॥
আগম পুরাণ চেয়ে   তব তত্ত্ব নাহি পেয়ে
অচলান্তে করিনু সন্ধান।
গণের চরণ আশে   রচিল কেতকা দাসে
নায়কের করিবে কল্যাণ ॥

সরস্বতী বন্দনা।

করিয়া প্রণতি স্তুতি   বন্দ মাতা সরস্বতী
বিধাতার মুখে বেদবাণী।
দেব নারায়ণ সঙ্গে   তোমায় বন্দিনু রঙ্গে,
শ্বেতপদ্মাসনা ঠাকুরাণী ॥
পরিধান শ্বেতবস্ত্র   খুঙ্গী পুঁথি মসিপাত্র
শ্বেতবীণা হস্তে সুধারিণী।
পৃষ্ঠদেশে থোপ ঝোলে   শ্রবণে কুণ্ডল দোলে
অজ্ঞান-তিমির বিনাশিনী ॥
বীণা বাদ্য সপ্তস্বরা   নারায়ণ মনোহরা
মৃদঙ্গ বাদিনী বাগ্‌দেবী।
ব্যাস বাল্মীকি মুনি   নারায়ণ তত্ত্ব জানি
তোমাকে সেবিয়া হৈল কবি ॥
দেবাসুর নাগ নর   মৃগপক্ষী চরাচর
সর্ব্বঘটে বৈস সরস্বতী।
তোমা বিনা বাক্যব্যয়   কাহার শকতি নয়
বোলবলা তোমার প্রকৃতি ॥

শাস্ত্রের সঙ্গীতাধার গলে গজমতি হার
আভরণ মণিময় কত।
রবি শশী পুরুহুত সে হয় তোমার দূত
আর চরাচরগণ যত॥
দেব নারায়ণ যথা আছ গো ভারতি মাতা
ত্যজি দেবি বৈকুণ্ঠনগর।
অবোল বালকে ডাকে দেহ পদছায়া তাকে
বৈস মোর কণ্ঠের উপর॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা ধ্বনি মিশাইয়া বাক্‌বাণী
কণ্ঠে বসি বল সুবচন।
রাগ সপ্ত তাল মান কিছু মোর নাহি জ্ঞান
তব পদে লইনু শরণ॥
ষড় ঋতু ষষ্ঠ ভাগ বন্দিলাম ছয় রাগ
প্রিয় যার ছত্রিশ রাগিণী।
নাম মম মূঢ়মতি ডর দেবি সরস্বতী
আমি মূঢ় কি বলিতে জানি॥
তুমি যারে কর দয়া সে জানে বিষ্ণুর মায়া
সেই বৈসে পণ্ডিত সমাজে।
কে জানে তোমার মায়া অভিরামে কর দয়া
ক্ষেমানন্দ তুয়া পদ ভজে॥

লক্ষ্মীর বন্দনা।

অযোনিসম্ভবা লক্ষ্মী ব্রহ্মার জননী।
তোমার চরণ বন্দি যোড় করি পাণি॥
যখন প্রলয়ে হরি অনন্ত শয়নে।
তাঁহার উদরে লক্ষ্মী ছিল ত্রিভুবনে॥
অনল গরল আদি কুম্ভীর মকর।
কত রত্ন আছিল সে সমুদ্র ভিতর॥
তুমি গো পরমরত্ন সকল সংসারে।
তুমি কন্যা হৈতে রত্নাকর বলি তারে॥
ধন জন জীবন যৌবন নিকেতন।
পদাতি রাবণ বীজ রত্নসিংহাসন॥
তোমারে চঞ্চলা লক্ষ্মী বলে যেই জনে।
তোমার মহিমা সেই কিছু নাহি জানে॥
ছাড় গো তখনি মাতা তার দোষ দেখি।
নির্দ্দোষ পুরুষে রাখ চিরকাল সুখী॥
যে জন পণ্ডিত মাগো সেই গুণধাম।
যাহার আশ্রমে মাগো তোমার বিশ্রাম॥
লক্ষ্মীহীন পুরুষ কুটুম্ব গৃহে যায়।
দূরে থাকুক জল পীড়া সম্ভাষ না পায়॥
লক্ষ্মীছাড়া পুরুষ যদি কহে ভাল কথা।
বলে কোথা হৈতে এ আপদ আইল হেথা॥
লক্ষ্মীবন্ত পুরুষ কুটুম্ব বাটী যায়।
আদর গৌরব করি ডাকয়ে সবায়॥

লক্ষ্মী থাকিলে সে মান্য সকল ভুবনে।
লক্ষ্মী বাম হৈলে অপমান সর্ব্ব স্থানে॥
লক্ষ্মীর মঙ্গল কবি কেতকাতে গায়।
ভক্তজনগণের মাতা হবে বরদায়॥

মনসার বন্দনা।

উর গো মনসা মাতা ত্রিজগৎ ধাত্রী মাতা
যোগজপ্যা হরের নন্দিনী।
উৎপত্তি পাতাল পুরী বিশ্বমাতা বিশ্বহরি
চারুকান্তি নির্ম্মল ধারিণী॥
সর্ব্বঘটে আছ তুমি খ্যাত ক্ষেত্র দারু ভূমি
অচল অস্থির তরুলতা।
মনসা মনের মাঝে সকল দেবতা পূজে
মনসা মনের জানেন কথা॥
বিধি আগোচর গুণ অতিশয় প্রকাশন
সদয় হৃদয় সবাকার।
জগাতী যোগেন্দ্রসুতা তুমি গো জগৎমাতা
এতিন ভুবন হরিহর॥
কেয়ূর কঙ্কণ হার আভরণ যত আর
বিনা কঙ্কণ বিরাজিত অহি।
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে আগম পুরাণে বলে
জগাতী জগতে কৃপাময়ী॥
যে তোমায় নাহি জানে যোগ জপ করে মনে
যখন যেমন দেহ মতি।

প্রকাশ না জানে কেহ যারে পদছায়া দেহ
দূর কর দাসের দুর্গতি ॥
ভুজঙ্গ আসনে বসি মুখে মন্দ মন্দ হাসি
আনন্দে আমোদ অবিরত।
এক মনে এক ভাবে যে তোমার পদসেবে
ফল দেহ তার মনোমত ॥
শরীরে সকল ভার তোমা বিনা কেবা আর
অবধি অশেষ মায়া জানে।
সৃজন পালন হরি ছলিবারে ত্রিপুরারি
জনমিল পাতাল ভুবনে ॥
তুমি সংসারের সার তোমা বিনা কেবা আর
মন রূপে যত বোল ঘটে।
তোমার সম্ভ্রম ভ্রমে শশী রবি রাত্রি দিনে
গায়ক কহিছে করপুটে॥
বিশেষ না জানি তত্ত্ব আমি মূঢ় হীন তত্ত্ব
তুমি মম মন্ত্র দিলা কাণে।
সেই মহামন্ত্র বলে পূর্ব্ব আরাধনফলে
কবিতা নিঃসরে তেকারণে ॥
ত্যজিয়া আপদ স্থান কর মোরে পরিত্রাণ
গায়ক করিলে মোরে তুমি।
মনেতে মনসা ভাবি কহে ক্ষেমানন্দ কবি
অল্প বুদ্ধি কিবা জানি আমি ॥

/ ·

সর্ব্বদেবের বন্দনা।

প্রথমে বন্দিলাম প্রভু ধর্ম্ম নিরঞ্জন।
জলজাসনেতে বন্দি লক্ষ্মীনারায়ণ॥
হংসে ব্রহ্মা বন্দি বিষ্ণু গরুড় বাহনে।
বৃষভবাহনে বন্দি দেব ত্রিলোচনে॥
গিরি হিমাচল বন্দি উত্তরে বসতি।
আরূঢ়ের বৈদ্যনাথ পশ্চিমের গতি॥
পুরন্দর বন্দিলাম যোড় করি হাত।
দক্ষিণে বন্দিলাম প্রভু দেব জগন্নাথ॥
সাগরসঙ্গম আদি তীর্থ বারাণসী।
স্বর্গের কপিলা বন্দি আদ্যের তুলসী॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ বন্দি অযোধ্যার মাঝে।
ভরত শত্রুঘ্ন বন্দি দশরথ রাজে॥
কৌশল্যা সুমিত্রা বন্দি সীতার চরণ।
কনক লঙ্কাপুরে বন্দি রাজা দশানন॥
অষ্টকুলাচল বন্দি প্রভাতের ভানু।
বৃন্দাবন মাঝে বন্দি শ্রীরাধা শ্রীকানু॥
ষোড়শ গোপিনী বন্দি প্রভু শ্যামরায়।
কদম্ব হেলান দিয়া মুরলী বাজায়॥
চন্দ্র সূর্য্য বন্দিলাম আর তারাগণ।
ডাকিনী যোগিনী যায় লইনু শরণ॥
শ্মশানে বন্দিলাম শ্যামা করালবদনী
অনন্তর বন্দিলাম চৌষট্টি যোগিনী॥

ঢেঁকিতে নারদ বন্দি আর হুতাশন।
ঐরাবতে ইন্দ্র বন্দি হরিণে পবন॥
কুবের বরুণ বন্দি দশদিকপাল।
স্বর্গে মন্দাকিনী বন্দি নদী মহাকাল॥
ব্যাস বাল্মীকি বন্দি আর মহাবিদ্যা।
চারিবেদ বন্দিলাম চৌষট্টি শাস্ত্র বিদ্যা॥
যক্ষের ঈশ্বর বন্দি ধন অধিকারী।
শুকদেব বশিষ্ঠ বন্দি বড় কৃপাকারী॥
একমনে বন্দিলাম কবিকল্পতরু।
হরিনাম দিয়া হৈল জগতের গুরু॥
গোরাচাঁদের মহিমা যেজন করে মনে।
গোরার মহিমা কহি শুন সাবধানে॥
কৃষ্ণগুণ গায় গোরা বলে হরি হরি।
অন্তকালে মুক্ত হয়ে যান বিষ্ণুপুরী॥
বৈষ্ণব হইয়া যদি অনাচারবান।
অভুক্ত সন্ন্যাসী নহে তাহার সমান॥
বিক্রমপুরা বন্দিলাম দেবীর নিজ স্থান।
মৈনাক বন্দিলাম যথা তোমার বিশ্রাম॥
বন্দনা করিতে ভাই না করিব হেলা!
বালিভাঙ্গায় বন্দিলাম সর্ব্বমঙ্গলা॥
দশঘরার বিশালাক্ষী দশ অবতার।
তোমার চরণে মাতা মোর পরিহার॥
বারাসতে বিনোদিনীর বন্দিনু চরণ।
সুরেশ্বরী সিতেশ্বরীর লইনু শরণ॥

কালীঘাটে কালী বন্দি বড়াতে বেতাই।
পুরাটে ঠাকুর বন্দি আমতার মেলাই॥
একে একে বন্দিলাম সকলি রঙ্গিণী।
সেহাখালায় বন্দিলাম উত্তরবাহিনী॥
বৈদ্যপুরে বাস্থকি বন্দিলাম সর্ব্বজয়া।
জগৎজননী গো আমারে কর দয়া॥
সেহালীপাড়ায় বন্দি নেতোর বসতি।
সিংহাসন বন্দি যথা আছেন জগাতী॥
জয় জয় দিয়া বন্দি জয় বিষহরি।
পাতালপুরেতে বন্দি পাতাল কুমারী॥
পদ্মপত্রে জলপান পদ্মের কুমারী!
বিষ বাটিয়া নাম যার জয় বিষহরি॥
শয়লাপাড়ায় বন্দি কমলাসুন্দরী।
তোমার চরণে আমি কি বলিতে পারি॥
জগতের গুরু বন্দিলাম সে যতনে।
অশেষ প্রণাম করি বৈষ্ণবচরণে॥
জনক জননী বন্দি জগতের সার।
মাতা পিতা সেহ বিনা ধর্ম্ম নাহি আর॥
বন্দিব বন্দিতে যেবা এড়াইয়ে যায়।
অশেষ প্রণাম করি সেই দেব পায়॥
রচিল কেতকাদাস যোড়হস্ত করি।
বন্দনা সমাপ্ত হৈল বল হরি হরি॥

চাঁদসওদাগরের উপাখ্যান।

চম্পকনগরে ঘর চাঁদ সওদাঘর।
মনসা সহিত বাদ করে নিরন্তর॥
দেবীর কোপেতে তার ছয় পুত্র মরে।
তথাচ দেবতা বলি না মানে তাঁহারে॥
মনস্তাপ পায় তবু না নোঙায় মাথা।
বলে চেঙ্গমুড়ী বেটী কিসের দেবতা॥
হেতাল লইয়া হস্তে দিবানিশি ফেরে।
মনসার অন্বেষণ করে ঘরে ঘরে॥
বলে একবার যদি দেখা পাই তার।
মারিব মাথায় বাড়ি না বাঁচিবে আর॥
আপদ ঘুচিবে মম পাব অব্যাহতি।
পরম কৌতুকে হবে রাজ্যেতে বসতি॥
এইরূপে কিছুদিন করিয়া যাপন।
বাণিজ্যে চলিল শেষে দক্ষিণ পাটন॥
শিব শিব বলি যাত্রা করে সদাগর।
মনের কৌতুকে চাপে ডিঙ্গার উপর॥
বাহ বাহ বলি ডাক দিল কর্ণধারে।
সাবধানে লয়ে যাও জলের উপরে॥
চাঁদের আদেশ পাইয়া কণ্ডারী চলিল।
সাত ডিঙ্গা লয়ে কালীদহে উত্তরিল॥
চাঁদ বেণের বিসম্বাদ মনসার সনে।
সাধু কালীদহে দেবী জানিল ধেয়ানে॥

নেত লইয়া যুক্তি করে জয় বিষহরি।
মম সনে বাদ করে চাঁদ অধিকারী ॥
নিরন্তর বলে মোরে কাণী চেঙ্গমুড়ী।
বিপাকে উহাকে আজি ভরা ডুবি করি ॥
তবে যদি মোর পূজা করে সদাগর।
অবিলম্বে ডাকিল যতেক জলধর ॥
হনুমান বলবান পরাৎপর বীর।
কালীদহে কর গিয়া প্রবল সমীর ॥
পুষ্প পান দিয়া দেবী তার প্রতি বলে।
চাঁদ বেণের সাত ডিঙ্গা ডুবাইবে জলে ॥
দেবীর আদেশ পেয়ে কাদম্বিনী ধায়।
বিপাকে মজিল চাঁদ কেতকাতে গায় ॥

দেবীর আজ্ঞায় হনুমান ধায়
শীঘ্র লয়ে মেঘগণ।
পুষ্কর দুষ্কর আইল সত্বর
করিল ঝড় বর্ষণ ॥
আসি কালীদয়ে করিল উদয়ে
ডুবাইতে সাধুর তরী।
বীর হনুমান অতিবেগে যান
করিবারে ঝড় বারি ॥
অবনী আকাশে প্রখর বাতাসে
হৈল মহা অন্ধকার।
গাঠিয়া গাবর নায়ের নফর
নাহিক দেখে নিস্তার ॥

গজ শুণ্ডাকার পড়ে জলধার
ঘন ঘোর তর্জ্জে গর্জ্জে।
মনে পেয়ে ডর বলে সদাগর
যাইতে নারিনু রাজ্যে ॥
হুড় হুড় হুড় পড়িছে চিকুর
যেন বেগে ধায় গুলি।
বলে কর্ণধার নাহিক নিস্তার
ভাঙ্গিল মাথার খুলি ॥
দেখিতে অদ্ভূত হতেছে বিদ্যুৎ
ছাইল গগনের ভানু।
বিপদ গণিয়া বলিছে কাঁদিয়া
কেনবা বাণিজ্যে আইনু ॥
তরী সাতখান চাপি হনুমান
চক্রাবর্ত্তে দেয় পাক।
ঘন ঘন ঝড়ে ছৈ সব যে উড়ে
প্রলয় পবন ডাক ॥
হাঙ্গর কুম্ভীর আইল বিস্তর
তরীর আশে পাশে ভাসে।
জল ডিঙ্গা লয়ে রাখে পাক দিয়ে
অহি ধায় গিলিবার আশে ॥
বিপদ বিকলে কালিন্দ উথলে
তরঙ্গে তরণী বুড়ে।
হইয়া বিকল কাঁদিয়া সকল
জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে ॥

ঘনের গর্জ্জনে আর বরিষণে
কাণ্ডারী জড় হৈল শীতে।
হস্ত পদ নাহি নাড়ে মূর্চ্ছাগত হয়ে পড়ে
সবে মেলি রহে একভিতে॥
ডিঙ্গার নফর গ্রাসিল হাঙ্গর
কাছি গিলিল মাছে।
চাপিয়া তরণী হনুমান আপনি
হেলায়ে দোলায়ে নাচে॥
ঘন পড়ে ঝঞ্ঝনা ভাসিল বাতনা
ভেসে গেল কালীদহ জলে।
ডিঙ্গা হৈল ডুবু ডুবু মনসার নাম তবু
সদাগর মুখে নাহি বলে॥
যা করেন শিবশূল এবার পাইলে কূল
মনসায় বধিব পরাণে।
যত বলে বেণিয়া সেই সব শুনিয়া
কোপে জ্বলে বীর হনুমান॥
করি হুড় মুড় পবনে করিল ঝড়
হনুমান বাড়িল যে বলে।
মতি গতি মনসা মারিয়া পাদের ঘা
সাত ডিঙ্গা ডুবাইল জলে॥
কান্দয়ে বাঙ্গাল হইনু কাঙ্গাল
ভাসে গেল পোস্তের হোলা।
বিপদে সদাগর জলের উপর
ভাসিল নিদেন বেলা॥

ডুবাইয়া নায় চান্দ জল খায়
জাগতীর খল খল হাস॥
জয় জয় মনসা তুমি মা ভরসা
রচিলেন কেতকা দাস।
লম্ফ দিয়া বাহিরে চলিল হনুমান।
চক্রাবর্ত্তে ফেরে ডিঙ্গা সাধু কম্পবান॥
শিরে হস্ত দিয়া কাঁদে সকল বাঙ্গাল।
সকল ডুবিল জলে হইনু কাঙ্গাল॥
পোস্তের হোলা ভাসে গেল ছেঁকে লও কাণি।
আর বাঙ্গাল বলে গেল ছেড়া কাঁথা খানি॥
ধূলায় লোটায়ে কান্দি আর বাঙ্গাল বলে।
সাত গেটে টেনা মোর ভেসে গেল জলে॥
আর বাঙ্গাল বলে বাই ঐ বাসে মরি।
এমন নাহিক বড় উড় ছুরে পরি॥
বিপাকে হারানু প্রাণ চাঁদু বেণের পাকে।
ডাকা চুরি নহে ভাই কব গিয়া কাকে॥
শতেক বাঙ্গাল তারা দিকে দিকে ধায়।
মনসার হঠে চাঁদবেণে জলখায়॥
চক্ষু রাঙ্গা ভার পেট খাইয়া চুবানি।
তবু বলে দুঃখ দিল চেঙ্গমুড়ী কাণী॥
শুনিয়া হাসেন রথে জয় বিষহরি।
ঢোঁকে ঢাঁকে জলখায় চাঁদ অধিকারী॥
সাধুর দুর্গতি দেখে মনসা ভাবিয়া।
বসিবারে শতদল দিল্ল ফেলাইয়া॥

জল খাইয়া রক্ত চক্ষু নাহি দেখে কূল।
হেনকালে সম্মুখে দেখিল পদ্মফুল॥
চাঁদ বলে ঐ পদ্মে মনসার জন্ম।
হেন পদ্ম পরশিলে আমার অধর্ম্ম॥
এত ভাবি চাঁদবেণে নাহি ছুঁইল ফুল।
জল খাইয়া মরে প্রাণে নাহি দেখে কূল॥
সাধুর দুর্গতি দেখি জগাতী মনসা।
রামকলা কাটিয়া চাঁদেরে দিল ভেলা॥
ভেলায় চাপিয়া সাধু পাইল গিয়া তট।
শিব শিব বলি সাতবার করে গড়॥
লজ্জা ভয় পায়ে রয় জলেতে বসিয়া।
নেতধোপানী তবে বলিল হাসিয়া॥
নেত বলে চাঁদ বেণিয়া তোমা নাহি জানে।
এবার সঙ্কটে উহায় রাখ গো মা প্রাণে॥
বস্ত্রবিবর্জ্জিত সাধু কাতর হৃদয়।
মনসার পাদপদ্মে কেতকাতে কয়॥
বিবসনা চাঁদবেণিয়া ভাসিতেছে জলে।
পরাতে মড়ার কাণি বিষহরি চলে॥
পরম সুন্দরী রূপে দিতে নারি সীমা।
সাত পাঁচ কুলবধূ সঙ্গে লয়ে রামা॥
জরৎকারুজায়া দেবী জয় বিষহরি।
জল আনিবারে চলে কক্ষে কুম্ভ করি॥
যে স্থানেতে চাঁদবেণে বিবসনে বসে।
সেই খানে উত্তরিলা চক্ষের নিমিষে॥

কুলবধূগণ দেখি সাধু লাজ পায়।
বিবসন লাজে সাধু জলেতে লুকায়॥
সকল রমণী বলে ক্ষেপা দিগম্বর।
বিবস্ত্রে রয়েছ কেন শব কাণি পর॥
শ্মশানের কাণি তবে সাধু গিয়া পরে।
ভিক্ষা মাগি খাইতে গেল নগরে নগরে॥
বাম হস্তে লোহা তার ছেঁড়া কাঁথা গায়।
মনসার হাটে সাধু ভিক্ষা মাগি খায়॥
কেতকায় বলে যত মনসার মায়া।
কর গো করুণাময়ি গায়কেরে দয়া॥

হাতে হোলা করি চাঁদ অধিকারী
ভিক্ষা মাগে ঘরে ঘরে।
দেখে ক্ষেপা যেন যত শিশুগণ
ইটাল ফেলিয়া মারে॥
বলে সদাগর কেন মোরে মার
নাম আমার চাঁদবেণে।
নাহি পরিচয় যাহে ইহা কয়
সর্ব্ব লোক হাসে শুনে॥
হৃষ্ট পুষ্ট অঙ্গ প্রাচীন সুসঙ্গ
ছেঁড়া কাঁথা পরিধান।
ভাঙ্গা হোলা হাতে কিছু দিল তাতে
যার ছিল ধর্ম্মজ্ঞান॥
মাগে বাড়ি বাড়ি পায় চাউল কড়ি
ধান্য পাইল আড়ি দুই।

পেয়ে ভাঙ্গা ঘর চাঁদ সদাগর
তার কোণে চাল থুই ॥
মনসা মনেতে জানিল ত্বরিতে
গেলা গণেশের ঠাঁই।
দুই দণ্ড তরে মূষা দেহ মোরে
এই ভিক্ষা মাগি ভাই ॥
কহে গণপতি শুন গো জগাতি
সর্ব্বদা দিলাম মূষা।
নিশ্চয় স্বরূপে কহিবে আমাকে
কাহার করিলে হিংসা ॥
কহেন জগাতী শুন গণপতি
কহিলে না দেহ জানি।
চাঁদ সদাগর মোরে নিরন্তর
বলে চেঙ্গমুড়ী কাণী ॥
কি আর বলিব তাহারে ছলিব
মূষা দেহ লম্বোদর।
এতেক শুনিয়া গণেশ হাসিয়া
দেখায়ে দিল সত্বর ॥
দেবী হৃষ্ট মনে মূষাগণ সনে
আইল চাঁদের ঘর।
মূষিক লইয়া দিল দেখাইয়া
ঐ ধান্য চুরি কর ॥
দেবীর আদেশে ভূমিতে প্রবেশে
দণ্ডে বিদারিয়া মাটি।

গণার ইন্দুর বড়ই চতুর
সত্বরে সুড়ঙ্গ কাটি ॥
মূষা মন্ত্র জানে ধান্য রাখি স্থানে
পরে গেলা গণেশের আগে।
মনসা চরণ পরম কারণ
কেতকা দাস বর মাগে ॥
প্রভাতে উঠিয়া দেখে চাঁদ সদাগর।
গৃহে ধান্য কিছু নাই হইল কাতর ॥
চাঁদবেণে বলেন আমি ভিক্ষা মেগে আনি
হেন ধান্য নিল মোর চেঙ্গমুড়ী কাণী ॥
পরে মনসাকে গালি দিয়া বনে যায়।
মনসার হাটে সাধু আর দুঃখ পায় ॥
শ্বেত মাছি রূপ ধরি বিষহরি চলে।
উঠিয়া বসিল গিয়া আক্ষটির ডালে ॥
এ বার বৎসর যেই না পায় শীকার।
সেই দিন মৃগয়াতে কৈল আগুসার ॥
আধাকাটি সাত নালা লইয়া জালদড়ি।
শীকার করিতে তারা বনগিয়া বেড়ি ॥
কানন বেষ্টন করি যত ব্যাধগণে।
আহার ফেলিয়া পক্ষী নাবায় যতনে ॥
আহার পাইয়া পক্ষী চলে মন সুখে।
চাঁদবেণে হায় হায় করে মনোদুঃখে ॥
সাধুর পাইয়া শব্দ যত পক্ষী উড়ে।
যতেক আক্ষুটি তারা চাঁদ বেণে বেড়ে ॥

চৌদিকে ঘেরিল আসি যত পক্ষীমারা।
চাঁদবেণের টিকি ধরি সবে মারে তারা॥
না মার না মার বলে চাঁদ অধিকারী।
কোন্ দোষে মার ভাই নাহি করি চুরি॥
তারা বলে কেন তুই পক্ষী দিলি তেড়ে।
কোথা হইতে কাল আইলি ভেড়ের ভেড়ে॥
তথা হইতে চাঁদ বেণে কান্দিতে কান্দিতে।
উপস্থিত হৈল গিয়া মিতার বাটীতে॥
ধর্ম্মশীল পিতা তার চন্দ্রকেতু নাম।
যুড়াবার আশে সাধু গেল তার ধাম॥
পিতা মাতা বলিয়া করিল সম্ভাষণ।
মনসামঙ্গল গীত কেতকা রচন॥
চাঁদ বেণে বলে মাতা কহিব দুঃখের কথা
বিধি বাম লিখিত কপালে।
কাণা চেঙ্গমুড়ী বেটী পুত্র মোর খেলে ছটি
সাত ডিঙ্গা ডুবাইল জলে॥
ভাগ্যেতে বাঁচিল প্রাণ রক্ষা কৈল ত্রিনয়ন
দুই মিতায় তেঁই হইল দেখা।
সদাগর বলে মিত কিছু মোরে কর হিত
বিপদের কালে হও সখা॥
যে যাহার হয় মিত সেই তারে করে হিত
ইতিহাসে কর অবধান।
জানকী লক্ষ্মণ লৈয়া ভরতেরে রাজ্য দিয়া
যখন কাননে গেলা রাম॥

জনকনন্দিনী সীতা রাবণ হরিল তথা
থুইল কনক লঙ্কা মাঝ।
বিপদে রামের মিত করিতে রামের হিত
হইল সুগ্রীব কপিরাজ ॥
বালি রাজা করে বধ মৈলে দিল রাজ্যপদ
একবাণে ভেদি সপ্ত তাল।
সুগ্রীব রামের মিত করিতে রামের হিত
সিন্ধুজলে বান্ধিল জাঙ্গাল ॥
দোঁহে দোঁহাকার মিত করিতে দোঁহার হিত
করিল অনেক প্রাণপণে।
রাম সুগ্রীবের আশে শিলা বৃক্ষ জলে ভাসে
যার কীর্ত্তি ঘোষে জগজনে ॥
পঞ্চ ভাই যুধিষ্ঠির বলে ছিল মহাবীর
পাশা হারি গেল বনবাসে।
বিরাট রাজার ঠাঁই গুপ্তবেশে পঞ্চভাই
স্থিতি করে ছিল সেই দেশে ॥
আছিল শ্রীবৎস রাজা করিল হরের পূজা
এক ভাবে রজনী দিবসে।
শনিগ্রহ কৈল পীড়া গেল রাজ্যখণ্ড ছাড়া
দ্বাদশ বৎসর বনবাসে ॥
তেঁই মোর হেন দশা তোমার বাটীতে বাসা
করিতে আইনু হৈয়া ভীত।
নাহি জানে অধিকারী মনসার দুই-বারি
নিত্য পূজা তার নিয়মিত ॥

ভাল ভাল বলি মিত মম বাটী উপনীত
এসেছ অনেক দিন পরে।
আগে জলপীড়ি দিয়া চাঁদে বসাইল নিয়া
মনসার বারি যেই ঘরে॥
সিংহাসনে দুই ধারা মাথায় পুষ্পের ঝারা
সুরঙ্গ সিন্দূর কেয়াপাতা।
চাঁদবলে চেঙ্গমুড়ী করে মোর নৌকাবুড়ী
লুকাইয়া আছ আসি হেথা॥
আমার মিতার ঘরে রহিয়াছ মম ডরে
এততত্ত্ব আমি নাহি জানি।
মোর মিতা তোর তরে কোন্ গুণে পূজা করে
বর্ব্বর ভাড়াইয়া খাও কাণি॥
ভাঙ্গি মনসার বারি কোপে চাঁদ অধিকারী
লইয়া যায় হেতালের বাড়ি।
বুদ্ধি তার বিপরীত দেখিয়া তাহার মিত
মিতারে ধরিল দৌড়াদৌড়ি॥
আরে মিতা হতবুদ্ধি আর তোর নাহি সিদ্ধি
দেবতা সহিতে বিসম্বাদ।
ভাগ্যে হেতালের বাড়ি লইলাম দড়বড়ি
নিমিষেতে করিতে প্রমাদ॥
পাগল দেখিয়া তারে কেহ ঢেকা ঢুকি মারে
কেহ মারে মাথায় ঠোকর।
ভাঙ্গিতে মনসা বারি আসিয়াছ মোর বাড়ী
ঢেকা মারি বাটী বাহির কর॥

তথা পাইয়া অপমান বিষাদ ভাবিয়া যান
বনে বনে চাঁদ অধিকারী।
মনসা মঙ্গল গাত কেতকার বিরচিত
ক্ষমা কর দোষ বিষহরি॥
মিতার বাটীতে সাধু পাইল অপমান।
বিষাদ ভাবিয়া সাধু বনে বনে যান॥
বিপত্তের কালে কেহ নাহি মোর সখা।
কাঠুরিয়া সহ তার পথে হইল দেখা।
চাঁদ সদাগর বলে শুন ভাই সব।
কোন কার্য্যে চলিয়াছ করি কলরব॥
এতেক শুনিয়া তারা বলিছে বচন।
কাষ্ঠ কাটিবারে মোরা করেছি গমন॥
নগরে বেচিলে পাব পণ সাত আট।
জাতির স্বভাব মোরা নিত্য ভাঙ্গি কাট॥
চাঁদ বলে তোমা হৈতে আমি বলে তেজা!
একবারে লব আমি তুই জনের বোঝা॥
কাঠুরিয়া বলে তবে দুঃখ কেন পাও।
এসহ আমার সনে কাষ্ঠ বেচে খাও॥
এই যুক্তি অনুমানি কাঠুরিয়া গণে।
কাষ্ঠ কাটিবারে গেল গহন কাননে॥
নানা কাষ্ঠ কাটি কাঠুরিয়া বান্ধে বোঝা।
চন্দনের কাষ্ঠ ভাল চিনে চাঁদরাজা॥
বড় বোঝা বান্ধে সাধু চন্দনের কাঠে।
ঘাড়ে তুলি দিল তার জন সাত আটে॥

কাষ্ঠ বোঝা লয়ে সাধু আগে আগে যায়।
রথে হৈতে বিষহরি দেখিবারে পায়॥
বুদ্ধি বল নেত গো উপায় বল মোরে।
কাষ্ঠ বেচি খাইতে গেল চাঁদসদাগরে॥
কাষ্ঠ বেচি খাইয়া যদি সাধু যায় দেশে।
আমাকে দিবেক গালি মনে যত আসে॥
নেত বলি বিষহরি যুক্তি কেন ভাল।
পবনের পুত্র হনু ভারতের বল॥
হনুমান চাপুক উহার বোঝার উপরে।
এই বোঝা সাধু যেন লইতে না পারে॥
শুনিয়া সখীর বোল মনসা কুমারী।
পবন পুত্রেরে ডাক দিলা ত্বরা করি॥
মনসার আজ্ঞায় আইল হনুমান।
দেবীর চরণে আসি করিল প্রণাম॥
দেবী বলে হনুমান পবনকুমার।
বাপের সম্বন্ধে তুমি অনুজ আমার॥
সীতার উদ্ধার কালে পবননন্দন।
রাম হিতে রাক্ষসের সনে কৈলে রণ॥
কাষ্ঠ বোঝা লয়ে দেখ চাঁদবেণে যায়।
তুমি গিয়া চাপ উহার কাষ্ঠের বোঝায়॥
অধিক না দিও ভর সাধু পাছে মরে।
তবেতো আমার পূজা না হবে সংসারে॥
দেবীর আজ্ঞায় তবে হনুমান যায়।
আসিয়া চাপিল চাঁদের কাষ্ঠের বোঝায়॥

কাষ্ঠ বোঝা ফেলে সাধু পড়ে ঘন পাকে।
ঘাড়ে হস্ত দিয়া সাধু বাপ বাপ ডাকে॥
বিষাদ ভাবিয়া কান্দে চক্ষে পড়ে পাণী।
তবু বলে দুঃখ দিল চেঙ্গমুড়ী কাণী॥
যত দুঃখ পায় সাধু গালি পাড়ে তত।
হংসরথে দেবী বলে ঐ শুন নেত॥
মনসারে গালি দিয়া বনে বনে যায়।
না পারে চলিতে আর দারুণ ক্ষুধায়॥
হেনকালে দৈববলে এক দ্বিজবর।
পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া গিয়াছে নিজ ঘর॥
কদলীর চোপা ইক্ষু গিয়াছে ফেলিয়া।
তা দেখিয়া উঠে সাধু মালসাট দিয়া॥
হরিষে করিল স্নান সেই সরোবরে।
গালবাদ্য দিয়া সাধু পূজিল শঙ্করে॥
কলার চোপা খেয়ে সাধু গায়ে কৈল বল।
অঞ্জলি করিয়া সাধু পান কৈল জল॥
ক্ষীরখণ্ড মর্ত্তমান যারে নাহি সয়।
বিপদের কালে সাধু কলা চোপা খায়॥
তথা হইতে চাঁদবেণে কান্দিতে কান্দিতে।
উপনীত হৈল গিয়া বিপ্রের বাটীতে॥
রহিব তোমার বাটী কহিব সকল।
উদর পূরিয়া মোরে দিবে অন্ন জল॥
যখন যে কর্ম্ম বল করিবারে পারি।
চম্পক নগরে আমি চাঁদ অধিকারী॥

লক্ষপতি ছিলাম এবে দশা হৈল হীন।
তোমার বাটী রহিয়া গোঙাব কিছু দিন॥
এতেক শুনিয়া তারে বলিছে ব্রাহ্মণ।
সংপ্রতি আমার ধান্য নিড়াবে এখন॥
এতেক বলিয়া দ্বিজ তারে নিল সাথে।
ধান্য নিড়াবার হেতু বসাইল ক্ষেতে॥
তথা গিয়া বিড়ম্বিল জয় বিষহরি।
ধান্য খড় নাহি চিনে চাঁদ অধিকারী॥
মারিয়া ধান্যের গাছ রেখে যায় খড়।
কুপিয়া ব্রাহ্মণ তার গালে মারে চড়॥
চড় খেয়ে সদাগর করয়ে রোদন।
এবার বিপদে রাখ দের ত্রিলোচন॥
কাতর দেখিয়া তারে না মারে ব্রাহ্মণ।
তথা হৈতে চাঁদবেণে করিল গমন॥
ব্রাহ্মণেরে গালি দিয়া বনে বনে যায়।
দস্যু বিটল বড় নাহি খুন ভয়॥
দিশা পায় নাই সাধু করে কোন্‌কর্ম্ম।
কেতকা বলেন শুন নখিন্দরের জন্ম॥

নখীন্দরের কথা।

দেশ দেশান্তরে চাঁদ সদাগরে
অশেষ যন্ত্রণা পায়।
পুনর্ব্বার ঘরে সনকা উদরে
নখাই জন্মিল তায়॥

এক দুই তিন গণি দিন দিন
পঞ্চমাস গর্ভকালে।
কাতর বেণেনী চক্ষে পড়ে পাণী
আপন সখারে বলে ॥
শুন গো বেণেনী আমি অভাগিনী
দূর দেশে প্রাণনাথ।
নাহি সুখ লেশ না জানি বিশেষ
উদরে না রুচে ভাত ॥
আমি অভাগিনী অতি যে দুঃখিনী
কান্দি ছটি পুত্রশোকে।
মনে মনে পুড়ি ছয় ছয় রাঁড়ি
তুষের সীজাল বুকে ॥
ঐ শোকে মোর নয়নের নীর
রজনী দিবস ঝরে।
এ বৃদ্ধ বয়সে প্রভু পরবাসে
বিধি কি না কৈল তারে ॥
পঞ্চমাস গর্ভ লোকে বলে সর্ব্ব
শুন ঝেউ বলি তোরে।
কতেক দিবস মনের মানস
সাধ খাওয়াইবে মোরে ॥
পায়স পিষ্টক খাইতে মিষ্টক
ঘৃতে সম্বরিরা শাক।
পাতখোলা কচি পাইয়া হেন বুঝি
প্রাণ তারে দেই ডাক ॥

পান্ত যে ওদন   তাহে পোড়া মীন
   পাইলে ভোজন করি।
পাইলে মিঠা তক্র   তাহে পাই স্বর্গ
   গ্রাস করি দুই চারি॥
সরল সফরী   পাইলে গো চারি
   বোদালী হিমিচা সনে।
গর্ব্ভবতী লোক   পেটে হয় ভোক
   তোলা পাড়া মনে মনে॥
ঝেউরা চেড়ী তারে   হরিষ অন্তরে
   সাধ খাওয়াইল সুখে।
সদাই অলস   মনে অসন্তোষ
   ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু মুখে॥
অষ্ট মাসে রামা   মনেতে অক্ষমা
   ঘন মুখে উঠে হাই।
নয় দশ মাসে   মনের মানসে
   দাসী ডেকে আনে দাই॥
ক্ষণে উঠে বৈসে   মনে ভয় বাসে
   আকুল প্রসব ব্যথা।
নিদ্রা ভয় হেন   হইল বদন
   মুখেতে না সরে কথা॥
কাতরা বেণেনী   চক্ষে পড়ে পাণী
   দশ মাস দশ দিনে।
মনসার বরে   পুত্র নখীন্দরে
   প্রসবিল শুভক্ষণে॥

ভূমিতলে পড়ি যায় গড়াগড়ি
যেন পূর্ণিমার শশী।
সনকা কৌতুক দেখি পুত্রমুখ
লয় কোলে হাসি হাসি ॥
সাধুর নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
সবে পাইল সমাচার।
এ পাড়া পড়সী শুনিয়া উল্লাসী
পুত্র হৈল সনকার ॥
সবে হরষিতে আইল দেখিতে
শুনিয়া প্রসববার্ত্তা।
সনকা হরিষে পঞ্চম দিবসে
লোকাচারে কৈল নর্ত্তা ॥
প্রতি ঘরে ঘরে নগরে নগরে
ডাকি আনি ঝেউয়া চেড়ী।
শুনিয়া নাপিত পরম পীরিত
আইল সাধুর বাড়ী ॥
আসি সুতনন্দ পরম আনন্দ
খেউর কৈল সবাকারে।
তৈল মাথাঘষা অঙ্গে করি ভূষা
সরে গেল নিজ ঘরে ॥
ছয় দিনে সাটিনী করিল বেণেনী
সায় হৈল ষষ্ঠিপূজা করে।
নানাদ্রব্য আনি সনকা বেণেনী
কিঙ্কর ডাকি বিপ্রেরে ॥

সনকা সুন্দরী ষষ্ঠী পূজা করি
যাহার যে রীত আছে।
হাতে অস্ত্র লৈয়া রহিল বসিয়া
মসিপত্র লইয়া আছে॥
অৰ্দ্ধ রাত্রি গেলে বিধি হেনকালে
লিখিতে আইল ভালে।
মনসা চরণ পরম কারণ
শ্রীকেতকা দাসে বলে।
ললাট ফলকে তার বিধি লিখে দুরাচার
বাসরে মরিবে সর্পাঘাতে।
তোমার বেহুলা নারী মৃতদেহ কোলে করি
যাবে ছ মাসের পথে॥
জগাতী জগৎ মাতা ঈশান কুমারী তথা
তিনি তব করিবে কল্যাণ।
কপালে লিখনফলে মনসার পদতলে
পুনর্ব্বার পাবে প্রাণদান॥
বিধাতা ছাড়িল ঘর চমকিত নখিন্দর
জাগিয়া পোহায় শেষ রাতি।
সনকা সন্তোষ হয়ে হৃদয় মাঝারে থুয়ে
বদন চুম্বিল শীঘ্রগতি॥
কহিতে বলিতে আর কতদিন গেল তার
একুশ দিনের নখীন্দর।
রমণী দ্বিগুণ দৃষ্টি সনকা পূজিয়া ষষ্ঠী
পরম কৌতুকে আইল ঘর॥

পুত্র প্রাণ সম দেখে অতি বড় কোলে রাখে
ভূমিতে ছাড়িতে নাহি মন।
দুই তিন চারি মাসে নিজমন পরিতোষে
ছয় মাসে দিল অন্নাশন॥
হাতে দেন তাড়বালা করে হামাগুড়ি খেলা
হাসি হাসি স্বদন্ত দেখায়।
অনুষ্ঠান আনঠাম নখিন্দর তার নাম
সুকবি কেতকা দাসে গায়॥

বেহুলার কথা।

চাঁদবেণের পুত্র যদি হৈল নখিন্দর।
বেহুলার জন্ম শুন কত দিনান্তর॥
নিছনি নগরে বেণে সায় অধিকারী।
তাহার বনিতা নাম অমলা সুন্দরী॥
শাপভ্রষ্টা হইয়া অমলার গর্ভবাসে।
বেহুলার জন্ম হইল উত্তম দিবসে॥
চন্দ্রমুখী খঞ্জন নয়নী কলাবতী।
অধর অরুণ জিনি বিদ্যুতের দ্যুতি॥
শ্রবণে কুণ্ডল তার খোঁপায় বকুল।
বেহুলার রূপেতে মোহিত অলিকুল॥
দশন নিন্দিয়া কুন্দ কোরক সমান।
কোদণ্ড জিনিয়া যেন ভ্রূযুগ সন্ধান॥
গলে মুকুতার হার অতি বিরাজিত।
নাসাতে মুকুতা দোলে মাণিক সহিত॥

চিকণ চরণ দন্ত ইচ্ছুকপালিনী।
মনসার ব্রতদাসী জন্মিল আপনি॥
শিশুকাল হইতে রামা শিখে নৃত্যগীত।
সাধুসুতে জিয়াইবে দৈবের লিখিত॥
মা বাপের বাটীতে বেহুলা নাচে গায়।
বেহুলার গানেতে অমলা মোহ যায়॥
বেহুলা লখাই তারা বাড়ে দুইজন।
চাঁদবেণের কথা কিছু শুন বিবরণ॥

চাঁদবেণের স্বদেশ গমন।

দেবীর মায়ায় দুঃখ পাইয়া বিস্তর।
সাত ডিঙ্গা ডুবাইয়া সাধু আইল ঘর॥
দিবসে না আইল সাধু লজ্জার কারণে।
লুকাইয়া চাঁদবেণে রহে কলাবনে॥
হেনকালে বিষহরি জানিল মনেতে।
দৈবজ্ঞ হইয়া নিল পাঁজি পুঁথি হাতে॥
কপালে কাটিয়া ফোটা কক্ষতলে পুঁথি।
সাধুর বাটীতে তখন চলিল জগাতী॥
দৈবজ্ঞ দেখিয়া দিল বসিতে আসন।
ভূমে খড়ি পাতি করে গণন পঠন॥
গণক বলেন শুন সনকা সুন্দরী।
সম্প্রতি তোমার বাটী আজি হবে চুরি॥
মাথায় নাহিক চুল পরিধান টেনা।
সাবধানে থাকিবে আসিবে একজনা॥

ধরিয়া তাহার তরে মারিও মারণ।
গণক এতেক বলি করিল গমন ॥
নিজ বেশে নিজালয় গেলেন কমলা।
চাঁদবেণে বনে বনে আইসে হেন বেলা ॥
লজ্জায় না গেল সাধু দিবসের পাকে।
কলাবনে চাঁদবেণে লুকাইয়া থাকে ॥
কলাবন হৈতে বেণে উকি দিয়া চায়।
বাহির উঠানে দেখে নথাই খেলায় ॥
হেনকালে ঝেউয়া চেড়ী গেল কলাবনে।
চোরের আকৃতি তথা দেখে এক জনে ॥
ধাইয়া গিয়া ঝেউয়া চেড়ী সনকারে কয়।
কলাবনে কেটা নড়ে দেখে লাগে ভয় ॥
শুনিয়া ধাইল তথা সনকা বেণেনী।
কলাবনে কেটা নড়ে কর্ণ পাতি শুনি ॥
কলাবনে চাঁদবেণে খুসুর খুসুর নড়ে।
লম্ফ দিয়া নেড়া গিয়া তার ঘাড়ে পড়ে ॥
চোর চোর বলিয়া মারিল বড় লাথি।
পরিচয় নাহি তাহে, অন্ধকার রাতি ॥
মার খাইয়া সাধুবেণে হইল কাতর।
আর না মারিও নেড়া আমি সদাগর ॥
এতেক শুনিয়া তারা রাখিল মারণ
প্রদীপ আনিয়া মুখ করে নিরীক্ষণ ॥
পরিচয় পাইয়া হৈল মনেতে লজ্জিত।
কেতকায় বিরচিল মনসার গীত ॥

চাঁদ সদাগর আইল নিজ ঘর
ডুবাইয়া তরি জলে।
কাতরে বেণেণী চক্ষে পড়ে পানী
আপন প্রভুরে বলে॥
শুন সদাগার কোথা মধুকর
কহ তব পায় পড়ি।
সাধু হেনকালে সনকারে বলে
কালীদহে হৈল বুড়ি॥
আমি নাহি জানি চেঙ্গমুড়ি কানী
দুঃখ দিল নানা পাকে।
হৈল ভরাবুড়ী ঝাঁপ দিয়া পড়ি
জল খাই নাকে মুখে॥
প্রভুর চরণে কহে সকরুণে
কহ কীর্ত্তি কিবা সাধ।
ছয়পুত্র মৈল ভরাবুড়ী হৈল
দেবী মনসার বাদ॥
বিশ্ব বিনোদিনী অনন্ত রূপিণী
তারে তুমি দিলে গালি।
তব বুদ্ধি হ্রাস কৈলে সর্ব্বনাশ
আমি হৈনু মন্দভাগী॥
সনকার বোলে চাঁদ কোপে জ্বলে
প্রসঙ্গ না কর তার।
ছয়পুত্র মৈল ভরাডুবী হৈল
তবে কি করিল আর॥

পড়ি তার পায় সনকা বুঝায়
ওহে প্রভু গুণাধার।
মোর গর্ভ বাসে থুইয়া গেলে বিদেশে
পুত্র হৈল নখিন্দর ॥
তুমি করবাদ পড়িবে প্রমাদ
না জানি কি আর ঘটে।
ছয়পুত্র মৈল ভরাবুড়ী হৈল
মনসা দেবীর হাটে ॥
দেখি পুত্রমুখ সাধুর কৌতুক
সর্ব্ব শোক পাসরিল।
পুত্র কোলে করি চাঁদ অধিকারী
তার মুখে চুম্বনিল ॥
চন্দ্রের সোসর বাড়ে নখিন্দর
সাধুর সন্তোষ মনে।
কত দিন গেলে সাধু হেনকালে
কর্ণ বিন্ধে শুভক্ষণে ॥
করে নানা খেলা গায়ে মাখে ধূলা
হাতে হেম তাড়বালা।
ছড়ি হাতে করি করে মারামারি
শিশু লইয়া করে খেলা ॥
যার পুত্রে মারে কহে সনকারে
তোমার নখাই নহে ভাল।
না জানি কি বাদে কোন অপরাধে
মোর পুত্রে মেরে গেল ॥

সনকা সুন্দরী তারে মানা করি
আরে বাছা নখিন্দর।
পরের ছাওয়ালে মার নিজ বলে
নাহি কর মনে ডর॥
মায়ের বচনে হাসে মনে মনে
ত্রাসে না আইসে কাছে।
কেতকার বাণী রক্ষ ঠাকুরাণী
কায়স্থ যতেক আছে॥

বেহুলা নখীন্দরের বিবাহ।

দিবসে দিবসে বাড়ে পুত্র নখীন্দর।
সনকা সন্তোষ আর চাঁদ সদাগর॥
দিনে দিনে বুদ্ধি বাড়ে শাপের কারণ।
পড়িয়া শুনিয়া কালে হৈল বিচক্ষণ॥
সনকা সহিত যুক্তি করে সদাগর।
বিবাহের যোগ্য হৈল পুত্র নখীন্দর॥
কোথায় বিবাহ দিব সনকা বেণেনী।
কিঙ্কর পাঠায়ে সাধু পুরোহিত আনি॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া সাধু করে নমস্কার।
বসিতে আসন আগে দিলেক সত্বর॥
আসনে বসিয়া দ্বিজ প্রক্ষালে চরণ।
স্বয়ম্বর প্রস্তাবে বসিল দুই জন॥
চাঁদ সদাগর বলে জনার্দ্দন দ্বিজ।
তুমি মোর পুরোহিত চিরকাল নিজ॥

ভাল মন্দ যত কর্ম্ম সব তোমার ভার।
এক নিবেদন করি অগ্রেতে তোমার॥
বিশেষ বৃত্তান্ত শুন নিবেদনে কহি।
যেই বণিকের কন্যা আছে অবিবাহী॥
কূলে শীলে ধনে হয় আমার সোসর।
ঘটক হইয়া তুমি যাহ তার ঘর॥
তার ঘরে থাকে যদি অদত্তা দুহিতা।
আমার দুর্ল্লভ নখার বিভা দিব তথা॥
এতেক শুনিয়া তবে দ্বিজ জনার্দ্দন।
ঘটক হইয়া দ্বিজ করিল গমন॥
সাধু ধনপতি বাস উজানী নগরে।
আগে গিয়া উপস্থিত হৈল তার ঘরে॥
তথায় অদত্তা কন্যা দ্বিজ নাহি পায়।
ধনপতি দত্ত তারে উপদেশ দেয়॥
আমার বচনে যাহ নিছনি নগরে।
অবিবাহী কন্যা আছে সায় বেণের ঘরে॥
এতেক শুনিয়া দ্বিজ করিল গমন।
নিছনি নগরে গিয়া দিল দরশন॥
ঘটক হইয়া দ্বিজ গেল তার বাড়ী।
বসিতে আসন দিল জল আর পীঁড়ি॥
বেহুলা লইল গিয়া চরণের ধূলী।
ঘটক দেখিল তারে আউদর চুলী॥
ঘটক বলিল বেণে কহি তব ঠাঁই।
এত বড় যোগ্য কন্যা কেন অবিবাই॥

দেখিয়া উত্তম কুল কন্যা কর দান।
বচন না শুন পাবে পরে অপমান॥
সবার প্রধান তুমি বণিকের নাথ।
এ কন্যারে দেখিয়া কেমনে খাও ভাত॥
এতেক শুনিয়া বলে সায় সদাগর।
করিব উত্তম কুলে আমার সোসর॥
কুলে শীলে অর্থে হবে আমার সমান।
সে পুত্রেরে আমি কন্যা করিব প্রদান॥
ঘটক বলেন বেণে কর অবধান।
চাঁদ সদাগর বটে তোমার সমান॥
অবিবাহী পুত্র তার নাম নখীন্দর।
তারে কন্যা দান দেহ সায় সদাগর॥
সায় বেণে বলে তুমি তারে যদি জান।
গণৎকার আনি তবে দুই রাশি গণ॥
গণনে পঠনে যদি দুজনে মিলয়।
তবেত তাহারে আমি কহিব নিশ্চয়॥
এতেক শুনিয়া দ্বিজ বড় তুষ্ট হৈল।
তখনি গণক আনি খড়ি পাতাইল॥
দৈব বলে দুই রাশি হইল মিলন।
পরম কৌতুক হৈল দ্বিজ জনার্দ্দন॥
ঘটক বলিল বেণে কহি তব ঠাঁই।
বিধাতার লিখন বটে বেহুলা নখাই॥
নিশ্চয় জানিহ ইথে কিছু নাহি আন।
নখীন্দরে দিব যে বেহুলা কন্যা দান॥

চম্পক নগরে বেণে চাঁদ অধিকারী।
তোমার ঝিয়ারী হৈল তার বহুয়ারী ॥
এতেক শুনিয়া বলে সায় সদাগর।
কেতকায় বিরচিল মনসার বর ॥

যুড়িয়া যুগল কর কহে সাধু সদাগর
শুন হে ঘটক জনার্দ্দন।
চম্পক নগরে ঘর জানি চাঁদ সদাগর
তাহার অনেক আছে ধন ॥
ইথে কিছু নাহি আন তার পুত্রে কন্যাদান
দিব আমি কৈনু অঙ্গীকার।
উল্লাসিত হাস্যমুখে নির্ণয় করিয়া সুখে
ঘটক করিল আগুসার ॥
চম্পাক নগরে গিয়া দ্বিজ উপনীত হৈয়া
কহিতে লাগিল বিবরণ।
শুন চাঁদ অধিকারী আমি নিবেদন করি
ইহাতে ক্ষণেক দিবে মন ॥
তোমার আদেশ পায়ে কন্যার চেষ্টায় গিয়ে
উত্তরিনু উজানী নগরে।
সাধু নরপতি তথা অদত্তা কন্যার কথা
কহিল সে সকল আমারে ॥
নগর নিছনী ঘর সায় নামে সদাগর
তার কন্যা আছে অবিবাহে।
বেহুলা নামেতে কন্যা রূপে গুণে মহাধন্যা
ধনপতি উপদেশ কহে ॥

এতেক আদেশ পাইয়া নিছনী নগরে গিয়া
উত্তরিনু বণিকের বাড়ি।
সায় সদাগর মোরে অনেক মিনতি করে
বেহুলা আনিল জল পীড়ি॥
কথায় কথায় কহি যোগ্য কন্যা অবিবাহী
সম্বন্ধ না কর কোন স্থানে।
সবার প্রধান বেণে এত বড় যোগ্য কেনে
কহ দেখি কিসের কারণে॥
সায় সদাগর বলে মোর তুল্য কুলে শীলে
অর্থে হবে আমার সমান।
যাহার অনেক ধন পাইলে এমন জন
তার পুত্রে কন্যা করি দান॥
আমি বলি হেনকালে আছে তব সমতুলে
চম্পক নগরে চাঁদবেণে।
চম্পক নগরে ঘর নাম চাঁদ সদাগর
বড়ই সন্তোষ হইল শুনে॥
গণক পাতিল খড়ি গণনা করিল বড়ি
বেহুলা নখাই দুই নামে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ ছিল উত্তম মিলন হৈল
নির্ণয় করিনু সেইক্ষণে॥
পণাপণ নাহি লয় দানে কন্যা দিতে চায়
তোমার ছাওয়াল নখিন্দরে।
ঘটক বলিল যত শুনি চাঁদ হরষিত
মনকার কৌতুক অন্তরে॥

সনকা বলেন শুন ওহে দ্বিজ জনার্দ্দন
কেমনে দেখিলে সৌদামিনী।
কত বয়ক্রম তার কেমন লক্ষণ আর
স্বরূপ করিয়া কহ শুনি॥
যদি কন্যা হয় ভাল আমার সাক্ষাতে বল
শুনহ ঠাকুর জনার্দ্দন।
সকল তোমার ভার কেমন লক্ষণ তার
উত্তম করেছ নিরীক্ষণ॥
ঘটক বলেন সাধু তোমার পুত্রের বধূ
রূপে যেন স্বর্গ বিদ্যাধরী।
দেখিনু অনেক ঠাঁই তাহার তুলনা নাই
যেন লক্ষ্মী উর্ব্বশী অপ্সরী॥
বরণ শরদ শশী তাহে মৃদু মন্দ হাসি
জলদ নিন্দিয়া কেশভার।
কন্যা পতিব্রতা বটে লোটন লম্বিত পৃষ্ঠে
তুলনা দিবার নাহি আর।
গজেন্দ্র গামিনী রামা রূপে জিনি তিলোত্তমা
বেহুলা নাচনী তার নাম।
বার মাসে বার ব্রত পুণ্য তিথি করে কত
দেব কার্য্য করে অবিশ্রাম॥
তব পুত্র নখীন্দর বেহুলার যোগ্য বর
ইথে কিছু নাহিক অন্যথা।
দেবী মনসার গীত কেতকায় বিরচিত
নায়কেরে হবে বরদাতা॥

ঘটক বলেন বেণে ব্যাজ নাহি আর।
নিছনী নগরে তুমি কর আগুসার॥
কন্যা দেখিবারে সাজ লহ যে উচিত।
কথাবার্ত্তা কহ গিয়া বেহাই সহিত॥
এতেক শুনিয়া সাধু আনন্দ অশেষ।
হাঁড়ি ভরি নিল কত মিঠাই সন্দেস॥
বিচিত্র বসন নিল বহু মূল্য যার।
আগে পাছে চালাইল শত শত ভার॥
পূর্ণ সাজে যায় সাধু কন্যা দেখিবারে।
অবিলম্বে উত্তরিল নিছনী নগরে॥
সায় সদাগর আইল পাইয়া সমাচার।
আগু বাড়াইয়া নিল মেলানীর ভার॥
সম্ভাষ করিয়া দিল বসিতে আসন।
একত্রে বসিয়া কথা কহে দুই জন॥
চাঁদ সদাগর বলে শুনহ বেহাই।
ঘটকের মুখে শুনি আইলাম তাই॥
নূতন কুটুম্ব তুমি প্রধান বণিক।
কুলে শীলে অর্থে নাই তোমার অধিক॥
আমার সহিত তুমি কর কুটুম্বিতা।
সায় সদাগর বলে আমার ঐ কথা॥
তুমি যে আমারে জান আমি তোমা জানি
নখান্দরে বিভা দিবে বেহুলা নাচনী॥
চতুর ঘটক কথা শুনিয়া তখনি।
তুলসী আনিয়া দিল হস্তেতে আপনি॥

তুলসী বদল কৈল বিবাহ নির্ণয়।
নখাইরে বেহুলা দিলাম বলে সায়॥
হেন কালে চাঁদ বেণে কহে আর কথা।
যদি সে তোমার কন্যা হয় পতিব্রতা॥
লোহার কলাই দিবে করিয়া রন্ধন।
সেই সতী করে বিভা আমার নন্দন॥
এই ক্রম আছে আমার পুরুষে পুরুষে।
চাঁদবেণে কথা শুনি সায় দিল শেষে॥
সায় বেণে বলে তুমি পাগল এমন।
লোহার কলাই কভু হয় হে রন্ধন॥
অমলা বলেন বেণে মানুষ বলাই।
কেমনে রান্ধিবে বল লোহার কলাই॥
সাধুর ললাটে থাকি কহেন মনসা।
আপন কন্যারে তুমি করহ জিজ্ঞাসা॥
বেহুলারে এ কথা কহিল সায় বেণে।
পুরের যতেক লোক সবে কান্দে শুনে।
কোথা হৈতে আইল দ্বিজ জনার্দ্দন বুড়া
সম্বন্ধ গছায়ে দিল সেই আঁটকুড়া॥
অমলা বেণেনী কান্দে হইয়া কাতর।
তোমার কপালে নাই ভাল ঘর বর॥
বেহুলা বলেন মাতা না কর ক্রন্দন।
লোহার কলাই আমি করিব রন্ধন॥
এতেক শুনিয়া তার ত্রাস হৈল মনে।
লোহার কলাই তুমি রান্ধিবে কেমনে॥

মায়েরে প্রবোধ কহে বেহুলা সুন্দরী।
বার মাস বার ব্রত অমাবস্যা করি॥
আমা হাঁড়ি আমা সরা ঐ ছালে বেণা।
আনিয়া আমার তরে দেহ এক জনা॥
স্নান করিবারে যায় বেহুলা সুন্দরী।
ধেয়ানে জানিল তথা জয় বিষহরি॥
ছলিতে আপন দাসী জগাতী কমলা।
প্রাচীনা ব্রাহ্মণী বেশে ঘাটেতে বসিলা॥
ছদ্ম বেশে দেবী তখন রহিল এক ধারে।
বেহুলা নাচনী তথা আইল ধীরে ধীরে॥
ঝাঁপ দিয়া জলে পড়ে বেহুলা নাচনী।
মনসার গায় পড়ে গোড়ালির পানী॥
বুড়ী বলে আলো তুই গেলি ছারখারে।
চক্ষে নাহি দেখ তুমি কোন্ অহঙ্কারে॥
বেহুলা বলেন আমি সায় বেণের ঝি।
বাপের পুকুরে নাই তোর লাগে কি॥
বুড়ী বলে আমারে দেখিয়া হীন বল।
তেকারণে দিলি গায়ে গোড়ালীর জল॥
বেহুলা বলেন বুড়ী তুমি নহ ভাল।
না দেখ আপন দোষ পরে মন্দ বল॥
তুমি যে বসেছ ঘাটে আমি নাহি জানি।
কেমনে লাগিল গায়ে গোড়ালির পানী॥
বুড়ী বলে সে আমার হইল কর্ম্মদোষে।
দুই জনে করি স্নান মনের হরিষে॥

কার হাতে কিবা উঠে দেখিব এখন।
প্রতিজ্ঞা করিয়া ডুব দিল দুই জন॥
মনসার হস্তে উঠে শঙ্খ চন্দ্রানন।
বেহুলার হস্তে উঠে সুবর্ণ কঙ্কণ॥
কঙ্কণ দেখিয়া দেবী তারে দিল শাপ।
বাসরে খাইবে পতি পাবে মনস্তাপ॥
লোহার কলাই সিদ্ধ হবে অনায়াসে।
এত বলি মনসা গেলেন নিজ বাসে॥
তখনি জানিল মনে বেহুলা নাচনি।
আমারে ছলিয়া গেল ভুজঙ্গজননী॥
মনে অনুমান করি করিল ক্রন্দন।
লোহার কলাই গেল করিতে রন্ধন॥
বেহুলার তরে মাতা হইল প্রত্যক্ষ।
কাঁচা মাটি আনিয়া গড়িল তিন ঝিক॥
আড়াই হালা কাঁচা বেনা আমা হাঁড়ি সরা।
ছয় বুড়ি লোহার কলাই দিল তারা॥
মনে মনে জপ করে মনসা ধেয়ান।
জপিয়া মনসা নাম জ্বালিল উনান॥
আড়াই নুড়ায় জ্বালে আড়াই নিমিষে।
লোহার কলাই রান্ধে মনের হরিষে॥
মনেতে মনসা তারে করিল কল্যাণ।
লোহার কলাই হইল অন্নের সমান॥
লোহার কলাই যদি হইল রন্ধন।
চাঁদেরে আনিয়া দিল সায়ের নন্দন॥

লোহার কলাই দেখি সাধু পরিতোষ।
পতিব্রতা কন্যা বটে নাহি কোন দোষ॥
দিনক্ষণ নির্ণয় করিয়া সেইক্ষণ।
ঘটক সহিত পুরোহিত জনার্দ্দন॥
পুত্রের সম্বন্ধ করি চাঁদ সদাগর।
অবিলম্বে আইল সাধু আপনার ঘর॥
আসিয়া সকল কথা সনকারে কয়।
নখার সম্বন্ধ আজি করিলাম নিশ্চয়॥
সনকা কান্দিয়া বলে শুন সদাগর।
দেবতা সহিত বাদ কর নিরন্তর॥
ছয় পুত্র মৈল মোর মনসার হাটে।
পরিণামে নাহি জানি আর কিবা ঘটে॥
সনকারে বোলে রোষে চাঁদ সদাগর।
হেঁতালের বাড়ীতে কাণীর ভাঙ্গিব পাঁজর॥
সনকা বলেন তুমি গেলে ছারখারে।
দেবতা সহিত বাদ কোন্ জন করে॥
সেই দেবতার হাতে সব হৈল নাশ।
মন দিয়া শুনহ পুরাণ ইতিহাস॥
রাবণ ধরিয়া ছিল জানকীর কেশে।
সীতার শাপেতে রাবণ মজিল সবংশে॥
বিশালক্ষ্মী নাম মহামায়া হিমাচলে।
শুম্ভ নিশুম্ভ তারে ধরিতে যায় বলে॥
সেই হইতে ক্ষয় হৈল অসুরের বংশ।
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু মধু কংস॥

ইচ্ছা অনিচ্ছায় যেবা অগ্নি করে হাতে।
বিদ্যমান দেখ হস্ত পোড়া যায় তাতে॥
কালসর্প ধরে যেবা মন্ত্র হৈয়া হীন।
তখনি বিনাশ হয় এই তিন চিন॥
এতেক বুঝায় রামা সনকা বেণেণী।
সাধু বলে কি করিবে চেঙ্গমুড়ী কাণী॥
যেই দিন বিবাহ করিবে নখীন্দর।
তার তরে গড়াইব লোহার বাসর॥
কিঙ্কর পাঠাইয়া সাধু বিশ্বকর্ম্মে ডাকে।
কেতকায় বলে দেবি কৃপা কর মোকে॥
সনকার ভয় জানি বিশ্বকর্ম্মে ডাকি আনি
আরতি করেন সদাগর।
কহে সাধু যোড় হাতে যাও সাতালি পর্ব্বতে
নির্ম্মাণ করহ বাসর ঘর॥
উত্তম গঠন ভালে নিঃসন্ধি করহ চালে
পিপীলিকা যাইতে না পারে।
কর্ম্মারে বিশেষ কয় ইহাতে অধিক ভয়
পুত্রবধু শোয়াব বাসরে॥
লক্ষ মণ লোহা আনে কামিলার বিদ্যমানে
কামিলা শিখরে গিয়া চড়ে।
নানা অস্ত্র সঙ্গে আছে লৌহ কাটে লৌহ চাঁচে
লোহার বাসর ঘর গড়ে॥
লোহার বান্ধিল পীঁড়ি বন্ধন করিল সিঁড়ি
লোহার দেওয়াল চারি ভিতে।

লোহার ছাইল চাল মেজে কৈল চার চাল
শোভে ঘর সাতালি পর্ব্বতে ॥
উচ্চ হৈল অতিশয় লোহার গঠনময়
বিশ্বকর্ম্মা তাহে ভাল রঙ্গী।
লোহার দেয়ালময় বিষম অস্ত্রের ঘায়
চারি ভিতে কাটিল কুলঙ্গী।
দ্বার রাখিল যে ভাল লোহার কপাট খিল
বিষম কুলুপ তায় সাজে।
করিয়া লোহার পাটা দিল চারি চৌকাটা
বজ্র সম গঠন বিরাজে ॥
কামিলা বাসর গড়ি আইল সাধুর বাড়ি
বসন ভূষণ পুরস্কার।
নানা রতন পাইয়া কামিলা বিদায় হৈয়া
নিজ পুরে চলে আপনার ॥
বাসর নির্ম্মাণ হৈল ধ্যানেতে মনসা পাইল
কামিলার আগুলিল পথ।
ভাল হৈল মনের সাধ ঘুচিল চাঁদের বাদ
আজি হট তোমার সহিত ॥
দেবীর বচনে ডরে কামিলা যুগল করে
দণ্ডাইল মনসার আগে।
কেন মাতা বিষহরি আমারে আক্রোশ করি
কে আঁটে তোমার অনুরাগে ॥
হেনকালে বিশ্বমাতা বিশ্বকর্ম্মে কহে কথা
চাঁদ মোর রিপুর সমান।

তাহার আদেশ পাইয়া সাতালি পর্ব্বতে গিয়া
তুমি কৈলে বাসর নির্ম্মাণ ॥
লোহার বাসরে সাধু শোয়াইবে পুত্রবধূ
আমি তাহে দিব মনস্তাপ।
পুনরপি ফিরে যাবে এমন সুড়ঙ্গ থোবে
যেন তাহে যাইতে পারে সাপ ॥
দেবীর চরণে ভয় কামিলা কয় সভয়
আজি মোর নাহিক নিস্তার।
বসন ভূষণ পাইয়া আইনু বিদায় হৈয়া
কেমনে যাইব আরবার ॥
দেবী বলে মোর ঠাঁই না গেলে এড়ান নাই
নহিলে জানিবে পরিণামে ॥
যদি বলে সদাগর কেন আইলে পুনর্ব্বার
করিতে আইনু কিছু কর্ম্মে।
বিষম দেবীর মায়া বিশ্বকর্ম্মা তথা গিয়া
বাসরে করিল অস্ত্রাঘাত ॥
লোহার দেওয়াল ফুড়ি দিল অঙ্গারের গুঁড়ি
সূত্র সঞ্চারে রহে পথ।
কামিলা ছাড়িল ঘর হেথা চাঁদ সদাগর
কুটুম্বে জানায় দেশে দেশে।
হস্তেতে গুবাক লৈয়া সাধুর কিঙ্কর গিয়া
জানাইল পরম হরিষে ॥
উত্তম মধ্যম যত গন্ধবেণে শত শত
সাধুর বাটীতে উপনীত।

মনসাচরণ বিনে কেতকা নাহিক জানে
স্বপ্নে শিখাইলে যারে গীত ॥
কামিলা বিদায় হৈয়া গেল নিজ ঘর।
কাজলা কামিনী ডাকি আনে সদাগর ॥
কাজলা মালিনীরে তবে সাধু দিল পান।
কাজলা কামিনী করে টোপর নির্ম্মাণ ॥
নানা চিত্র করে তাহে কাটে ফুল কত।
সোনা রূপা হীরা মণি মুক্তা সুশোভিত ॥
একে একে লিখে তাহে সকল দেবতা।
হংস বাহনেতে লিখে চতুর্ম্মুখ ধাতা ॥
বৃষে চন্দ্রচূড় লিখে গরুড়ে গোবিন্দ।
হরিণে পবন লিখে ঐরাবতে ইন্দ্র ॥
কুবের বরুণ যম দশ দিকপাল।
গগনে পবন ঘোর নন্দী মহাকাল ॥
নানা চিত্র করে তাহে কাজলা মালিনী।
সবে মাত্র নাহি লিখে মনসার ফণি ॥
নাগরাশি নখীন্দর জানে সর্ব্বলোকে।
বুড়াকালে চাঁদ পাছে মরে পুত্রশোকে ॥
তেকারণে নাহি লিখে মনসার সাপ।
মনসার মনেতে বাড়িল মনস্তাপ ॥
আপনি মনসা গেলেন কাজলার বাড়ী।
ছটী পুত্র খেয়ে তোরে করিব আঁটকুড়ী ॥
ত্রিভুবনের চিত্রকর ময়ূরে লিখন।
তার মধ্যে মোর সর্প নাহি কি কারণ ॥

কুমারী দেবতা দেখি কর উপহাস।
খরতরী বিষহরি না কর তরাস॥
কাজলা বলেন মাতা হও গো বিদায়।
লুকাইয়া কাল সর্প লিখিব উহায়॥
হংসরথে বিষহরি যান নিজপুরে।
লুকাইয়া কালসর্প লিখিল টোপরে॥
ময়ূর আনিয়া দিল সাধু বিদ্যমান।
বহু ধনে সাধু তারে করিল সম্মান॥
স্বরূপে কুটুম্ব সবে পাইয়া নিমন্ত্রণ।
সাধুর বাটীতে তখন করিল গমন॥
বর্দ্ধমান উজানি নগর সপ্তগ্রাম।
যতেক বণিক আইল কত লব নাম॥
বর্দ্ধমান হইতে আইল সাধু দত্ত বেণে।
সমাজ সহিত আইল নিমন্ত্রণ শুনে॥
ধনপতি আইল লক্ষপতির জামাতা।
বহুত বণিক সঙ্গে আইল মহাতা॥
রাম রাম হরে কৃষ্ণ চড়ি চতুর্দ্দোলে।
সনাতন শ্রীহরি কুমারী কুতূহলে॥
জনার্দ্দন জগন্নাথ জগদাস আর।
কালীদাস দুর্গাদাস ভগবান সার॥
নীলাম্বর আইলা লক্ষপতির তনয়।
গোপাল গোবিন্দ আইল রূঢ় কথা কয়
যাদব মাধব তারা আইল দুই ভাই।
অনন্ত দুর্দ্দান্ত চলে নিমন্ত্রণ পাই॥

বংশী ভৃগু শিবসেন শঙ্কর বর্ণিক।
কুলে শীলে অর্থে নাহি যাহার অধিক॥
শঙ্খদত্ত আইল চাঁদবেণের শ্বশুর।
ষোড়শ বেণের মধ্যে কুলের ঠাকুর॥
চৌদ্দ শত বেণে আইল তাহার সহিত।
চম্পকনগরে আসি হইল উপনীত॥
অনেক বণিক আইল চম্পাক নগরে।
বরসজ্জা করাইয়া দিল নখীন্দরে॥
হরিদ্রা মাখিয়া গায় কাঞ্চনের দ্যুতি।
পরিধান করিল পবিত্র পীতধুতি॥
মকর কুণ্ডল কাণে ঘন ঘন দোলে।
গজ মুকুতার হার শোভে তার গলে॥
নানা অলঙ্কারে সাজে শিশু নখীন্দর।
হাতে হেম তাড়বালা মুখ শশধর॥
চড়িয়া পাটের দোলা নখীন্দর চলে।
কেতকায় বলে আজ না জানি কি ফলে॥

চাঁদ সদাগর হরিষ অন্তর
চলে পুত্র বিভা দিতে
কুলে ধিক ধিক অনেক বণিক
চলিল সাধুর সাথে॥
দেশ দেশান্তর নিছনী নগর
তাহে বৈসে সায় বেণে।
নগরে নগরে হরিষ অন্তরে
সর্ব্বলোক ধায় শুনে॥

হইল সন্ধ্যা বেলা সবে ফেলি মারে ঢেলা
যত নগরিয়া ছেলে।
যত শিশু মেলি রাখিল খাটুলি
আঠায় বাকড়া বলে ॥
পথ আগুলিয়া কর প্রসারিয়া
আঠার বাকড়া পড়ে।
ক্ষেমানন্দের বাণী শুন ঠাকুরাণী
কহি আমি করযোড়ে ॥
যত বরযাত্রিগণ হরিষ অন্তরে।
নিশাকালে পাইল গিয়া নিছনীনগরে ॥
মৃদঙ্গ মাদল বাজে কাড়াপড়া সানি।
মহাকলরব হৈল নগর নিছনী ॥
বরযাত্র কন্যাযাত্র করে তাড়াতাড়ি।
কোন্দল করিয়া পথে নিভায় দেউড়ি ॥
আমলা ফেলিয়া মারে গুড় চাউলি।
জামতা দেখিয়া সায় বেণে কুতূহলী ॥
যত বণিকের বালা বয়সে নবীন।
বেহুলার রূপ বেশ করে সর্ব্বজন ॥
হরিদ্রা বাটিয়া দিল বেহুলার গায় ॥
নারায়ণ তৈল দিল বেহুলার মাথায় ॥
সুবর্ণ চিরুণী দিয়া আঁচড়িল কেশ।
বিবিধ বিধানে তারা করিল সুবেশ ॥
সুবর্ণ কুণ্ডল দিল কর্ণেতে তাহার।
নবীন জলদে যেন শোভে শশধর ॥

লক্ষ্মীরূপা বেহুলার লক্ষণ আছে ভালো।
পূর্ণিমার চন্দ্র জ্যোতি মুখ করে আলো॥
নানা আভরণ দিল যেখানে যে সাজে।
ক্ষমানন্দ বলেন দেবীর চরণপঙ্কজে॥

বেহুলা নখীন্দরে সূত্রবান্ধে করে
সঘনে পড়ে জয়ধ্বনি।
বাজয়ে তবলী দগুা মৃদঙ্গ শঙ্খ ঘণ্টা
হরিষ শুনিয়া ভাতনি॥
বেহুলা সুন্দরী মঙ্গল হাঁড়ি ভরি
নখাই ঢাকে সপ্তবার।
বাজায় বাজনা নাহিক গঞ্জনা
আনন্দ হৈল সবাকার॥
মঙ্গল হরষিতে বরণ করিতে
লইয়া বরণ ডালা।
সুগন্ধ চন্দন অনেক আয়োজন
বরণ করিতে গেলা॥
প্রথমে গিয়া তথা দেখিল জামতা
পরেতে বরে দিল পান।
চরণে দধি ঢালি দিলেন অঞ্জলি
মাণিক অঙ্গুরি করে দান॥
সিন্দূর মনসার সে নয় ব্যবহার
জামতা কপালেতে দিল।
হইয়া আনন্দিত অমলা ত্বরিত
প্রদীপ আচ্ছাদন কৈল॥

অনেক ঔষধ করিয়া পরিচ্ছদ
তখনি দিল তার ভালে।
নখীন্দরে লইয়া বরণ করিয়া
অমলা বেণেনী চলে॥
ঘটক পুরোহিত করে সঙ্গ নীত
বিভা লগ্ন শুভক্ষণ।
আনন্দেতে সায় আপন কন্যায়
বরে করে সমর্পণ॥
হরিষ অন্তরে বেহুলা নখীন্দরে
ফেলি মারে মোহ বাণ।
মনসাচরণ পরম কারণ
ক্ষমানন্দ দাসে গান॥

নখীন্দরের সর্পাঘাত।

নখীন্দরে মনসা মারিল হতবাণ।
চাউনি করিয়া বাণ হারাইল প্রাণ॥
কান্দয়ে বরযাত্রিগণ নেত্রে অশ্রু ঝরে।
নখীন্দর মরিল কি লইয়া যাব ঘরে॥
ধূলায় লোটায়ে কান্দে যত কন্যাযাত্রী।
রক্ষ রক্ষ ক্ষম দোষ জননী জগাতী॥
বেহুলা তোমার দাসী কোন কর্ম্ম কৈলে
লইয়া শতেক আইও জাত পাতাইলে॥
সিংহাসনে বসিয়া কি কর ধাত্রী ঝি।
দেখ পাত্রে করি দধি কলা এনেছি॥

তুমি দেবী বিষহরি হরের দুহিতা।
আপনি ব্রাহ্মণী রূপে ব্রহ্মার বনিতা॥
লক্ষ্মীরূপা হইলে নারায়ণ পরিতোষে।
সরস্বতী হইয়া তাঁর বৈস বামপাশে॥
শচীরূপা হইয়া তুষ্ট কৈলা সুরপতি।
শঙ্করের শিষ্যা তুমি মদনের রতি॥
অযোনিসম্ভবা তুমি কল্যাণদায়িনী।
সকল মঙ্গলযুক্ত পদ প্রদায়িনী॥
বেহুলার বিনয়েতে দেবী পরিতোষ।
সম্বরিয়া মোহবাণ ক্ষমা কৈল দোষ॥
পুনরপি উঠিয়া পাইল প্রাণদান।
দেখিয়া সে চাঁদবেণের উড়িল পরাণ॥
মনসার ব্রতদাসী বেহুলা নখাই।
ক্ষীরখণ্ড ভোজন দোঁহে করিল তথাই॥
তিলেক না রহে সাধু মনসার ডরে।
পুত্রবধূ শোয়াইল লোহার বাসরে॥
চাঁদ সওদাগর বলে শুন হে বেহাই।
আমাকে বিদায় কর নিজ গৃহে যাই॥
সায়বেণে বলে আজি করহ বিশ্রাম।
রজনী বঞ্চিয়া কালি যাহ নিজ স্থান॥
এতেক শুনিয়া বলে চাঁদ অধিকারী।
মোরসনে বাদ করে জয়বিষহরি॥
ছয় পুত্র মরে মোর মনসার হটে।
পরিণামে নাহি জানি আর কিবা ঘটে॥

অবিরত মনে করি মনসার ডর।
সাতালি পর্ব্বতে কৈনু লোহার বাসর ॥
আজি লইয়া পুত্রবধূ শোয়াইব তায়।
আমারে বিদায় কর তবে ভাল হয় ॥
এতেক শুনিয়া তবে বলে সায় বেণে।
তোমার পুত্রেরে কেন দান কৈনু কন্যে ॥
তুমি বিসম্বাদ কর মনসার সনে।
এইক্ষণে শুনে আমার ভয় হৈল মনে ॥
চাঁদবেণে বলে তোমার তাহে নাহি ভয়।
আমারে বিদায় কর তবে ভাল হয় ॥
ক্ষমানন্দ বলে শুন বেহাই আমার।
শীঘ্র বিদায় কর বিলম্ব নাহি আর ॥
আলিঙ্গন কোলাকুলি বেহাই বেহাই।
বেড়িল পাটের দোলা বেহুলা নখাই ॥
বেহুলা লাগিয়া কান্দে অমলা বেণেনী।
ছয় সহোদর কোলে তুলালি ভগিনী ॥
নিকটে তোমার তরে না মিলিল বর।
কেমনে পাঠাই ঝি দেশ দেশান্তর ॥
সঙ্গের খেলাড়ু যত কান্দিছে বেড়িয়া।
কোন্ দেশে যাও আমা সবারে ছাড়িয়া ॥
কোন্ দেশে যাও গো আসিবে কত দিনে।
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে ॥
বেহুলা নাচনি তবে প্রবোধে সবারে।
শুভক্ষণে যায় রামা দোলার উপরে ॥

বর কন্যা যাইতে বাজে মধুর বাজনা।
দেখিতে ধাইল কত নগর অঙ্গনা॥
পুত্রবধূ লইয়া সাধু নিজ দেশে যায়।
হংসরথে বিষহরি দেখিবারে পায়॥
চাঁদবেণে মনসার ভয় মনে জানি।
মায়া পাতি দুঃখ দিল চেঙ্গমুড়ী কাণী॥
পুত্রের বিবাহ দিয়া চাঁদ সদাগর।
সেই রাত্রে গেল সাধু আপনার ঘর॥
মুখেতে কৌতুক বড় হৃদয়েতে দুখ।
প্রভাতে উঠিয়া কল্য কুড়াব যৌতুক॥
পুত্রবধূ সদাগর না লইল ঘরে।
অমনি শোয়ায় লয়ে লোহার বাসরে॥
ক্ষমানন্দ দাস কহে শুন গো জগাতি।
ক্ষম অপরাধ মাতা সদাগর প্রতি॥
বেহুলা নখাই শোয় সুবর্ণের খাটে।
কুলুপ আঁটিয়া দিল লোহার কপাটে॥
উজ্জ্বল প্রদীপ জ্বলে জাগে ধন্বন্তরি।
কঙ্ক কোরাল শিখী নেউল প্রহরী॥
রজতের চাল কৈল সুরতের তাশা।
নখাই খেলেন দান দশ দশ পাশা॥
বেহুলা দেবীর দাসী চারি চারি ডাকে।
নখাই হারুক দান পড়ে এই পাকে॥
ঢুন ঢুন ঘন ঘন বামঞ্চে বামঞ্চে।
জিনিল সকল গো সুন্দরী সতরঞ্চে॥

নিদ্রায় আকুল হৈল যুবক যুবতী।
মনে মনে জানিলেন জননী জগাতী॥
করিল বিশেষ যুক্তি নেত সখী সনে।
সাধহ আপন কার্য্য ক্ষমানন্দ ভণে॥
বিষহরি বিনোদিনী ডাকিল সকল ফণী
খাইতে দুর্ল্লভ নখীন্দরে।
বাসুকি আদেশে চলে যত ফণী রসাতলে
উত্তরিল দেবীর গোচরে॥
মনসা ডাকিল শুনি চলিল সকল ফণী
পরম হরিষে পুণ্ডরীক।
পঞ্চমুখ এক স্কন্ধ দেখিয়া লাগিল ধন্ধ
আর দন্ত বদন অধিক॥
হিঙ্গুল বরণ অঙ্গ চলে সর্প মহীজঙ্গ
মহাকাল রিপুর সমান।
চলিতে পাতাল ফণী কল কল শব্দ শুনি
যোগে যোগী হরয়ে ধেয়ান॥
তক্ষক তক্ষক ব্যাল আর দন্ত বিড়জাল
বিড়ঙ্গিনী চলে বলে ইক্ষু।
সুবুদ্ধ কুবুদ্ধ চলে কালদণ্ড আগুদলে
কর্কট কানড় ফণী ইক্ষু॥
চলে সর্প বঙ্গদাড়া পাতালে পাতাল বোড়া
লগ্নশিরা চলে নরমুখা।
ধাইল পাতাল ফণী বিকট দশন গণি
নয়নে যাহার অর্দ্ধ শিখা॥

কেতকী পত্রের তুল্য সদনে অধিক মুল্য
সমতুল্য করিবার মুখে।
পাতাল ভুজঙ্গ যত তাহা বা বলিব কত
একত্রে চলিল তিন লক্ষে॥
গভীর গর্জ্জন করি গর্জ্জনেতে আগুসরি
প্রকৃতি ভস্মের তুল্য অঙ্গে।
প্রফুল্ল কুমুদ ফণী ধাইল আদেশ শুনি
ত্রিগুণ ত্রিশিরা তার সঙ্গে॥
কালদন্ত হরষিতে পাতাল নগরে সাথে
সুতলক্ষে ছাড়িল সুতল।
মনকুণ্ডী মহীলতা ফণী বঙ্ক আইল তথা
মহীকাল তার আগুদল॥
শঙ্কর পরম রঙ্গে দুই সর্প লয়ে সঙ্গে
দুষ্কর দংশক তার নাম।
চলে রিপু নাম শীলা যাহার গমনলীলা
মরুৎ করিতে চাহে বাম॥
ত্রিগুণ ধবল অঙ্গা চলে সর্পা দাড়াভাঙ্গা
ধাইল দেবীর ডাক শুনি।
মনসা আদেশ কৈল একত্রে সব যুক্ত হৈল
পাতালে যতেক আছে ফণী॥
পাতালে পবিত্র শুনি চলে সর্প বিড়ম্বিনী
তীক্ষ্ণদন্ত তক্ষক নন্দন।
ধাইল সুতল ফণা অঙ্গে যেন কাঁচা সোণা
ধূসর সোসর দুই জন॥

চলে সর্প অবিরত   ফণী অঙ্গ লইয়া কত
স্ফটিক লোচন তালভঙ্গ।
মনসার পদতলে   ক্ষমানন্দ দাসে বলে
দেখিয়া দেবীর মনে রঙ্গ॥
ত্রিভুবনে আছিল দেবীর যত ফণী।
ডাকিল সবার তরে ভুজঙ্গজননী॥
মনসা বলেন ওরে শুন যত সাপ।
কোন্ জন ঘুচাইবে মম মনস্তাপ॥
সাতালি পর্ব্বতে লোহার বাসর ঘর।
তাহে শুয়ে নিদ্রা যায় বেহুলা নখীন্দর॥
বিষম লোহার ঘর লোহার কপাট।
দুরন্ত প্রহরী জাগে যাইতে নাহি বাট॥
নখীন্দরে খাইতে পারিবে যেই জন।
সে জন রেহাই পান মম বিদ্যমান॥
সরোবর সম যার বিস্তারিত তুণ্ড।
বাসরে যাইতে তারা হেঁট করে মুণ্ড॥
সিয়া চাঁদা ছাতানিয়া নাগ চক্ষু কষা।
বাসরে যাইতে তারা না করে ভরসা॥
হেনকালে উঠি বলে সর্প বঙ্করাজ।
আমারে আরতি কর সিদ্ধি করি কাজ॥
পুষ্প পান দিয়া দেবী পাঠাইল তারে।
বঙ্করাজ ফণী গেল প্রথম প্রহরে॥
পাটের আড়ে থাকি উকি দিয়া চায়।
বেহুলার নিদ্রা নাই দেবীর কৃপায়॥

কপাটের আড়ে দেখে নিষ্ঠুর ভুজঙ্গ।
বেহুলা চমকে উঠে নিদ্রা হৈল ভঙ্গ॥
বেহুলা বলেন খুড়া কোথা আছ তুমি।
তোমা সবা না দেখিয়া নিত্য কান্দি আমি॥
অবিরত মনে কত গণিব হুতাশ।
আমায় যে কালি বাপ না কৈল তল্লাস॥
মনে কিছু না করিও সেই অভিমান।
কাঞ্চন বাটীতে কর কাঁচা দুগ্ধ পান॥
এতেক শুনিয়া সর্প পাইল বড় লাজ।
হেঁটমুণ্ড হৈয়া দুগ্ধ খায় বঙ্করাজ॥
বেহুলা বলেন আমি মনসার দাসী।
সর্পের গলায় দিল স্ববর্ণ সাঁড়াসী॥
অমৃতাদি ক্ষীর খাও বলি যে তোমারে।
সুয়ে নিদ্রা যাও হড়পি ভিতরে॥
বঙ্করাজ বন্দী হৈল বিষম বন্ধনে।
দেবী বলে কেন না আইল এতক্ষণে॥
বুদ্ধি বল নেত গো উপায়বল মোরে।
বেহুলা নাচনী মোর নাগ বন্দী করে॥
দ্বিপ্রহরে রাত্রি যবে গগনমণ্ডলে।
কালদন্তে ফণী পাঠাইল হেন কালে॥
কপাটের আড়ে থাকি উকি দিয়া চায়।
বেহুলার নিদ্রা নাহি দেবীর কৃপায়॥
বাধিত করিয়া তারে মধুর বচনে।
কাঞ্চনের বাটী দিল কাঁচা দুগ্ধ পানে॥

বেহুলা বলেন জ্যেঠা কোথা ছিলে তুমি।
তোমা সবা না দেখিয়া নিত্য কান্দি আমি॥
এতেক শুনিয়া সর্প বড় লাজ পেয়ে।
কাঁচা দুগ্ধ পান করে হেঁট মাথা হয়ে॥
বেহুলা কেবল মাত্র মনসার দাসী।
সর্পের গলায় দিল সুবর্ণ সাঁড়াসী॥
দুই নাগ বন্দী হৈল দ্বিপ্রহর রাতি।
তৎপরে উদয়কাল পাঠান জগাতী॥
কপাটের আড়ে থাকি উঁকি দিয়া চায়।
বেহুলা চমকি উঠে দেবীর কৃপায়॥
বেহুলা বলেন কেটা দাদা আইলে গো।
এতদিনে জানিলাম বাপের আছে পো॥
রাত্রি দিনে কেন্দে মরি না দেখিয়া ঘরে।
অভাগিনী বন্দি এই লোহার বাসরে॥
মনে না করিও দাদা সেই অপমান।
কাঞ্চন বাটীতে কর কাঁচা দুগ্ধ পান॥
এতেক শুনিয়া সর্প বড় লজ্জা পেয়ে।
কাঁচা দুগ্ধ পান করে হেঁট মাথা হয়ে॥
বেহুলা বলেন আমি মনসার দাসী।
সর্পের গলায় দিল সুবর্ণ সাঁড়াসি॥
তিন নাগ বন্দি হৈল রাত্রি ত্রিপ্রহরে।
হেনকালে জাগিল দুর্লভ নখীন্দরে॥
বেহুলা বলেন আমি না জানি কি ঘটে।
ভাগ্যে প্রাণ বাঁচে আজি মনসার হটে॥

হের দেখ তিন নাগ উঠেছে পর্ব্বতে।
বাসরে আসিয়াছিল তোমারে খাইতে ॥
সাপেরে দেখিয়া মোর নিদ্রা হৈল ভঙ্গ।
সুবর্ণ সাঁড়াসি দিয়া বান্ধিনু ভুজঙ্গ ॥
এত যদি শুনিলেন বেহুলার ঠাঁই।
ক্ষুধায় আকুল হয়ে বলিছে নখাই ॥
নখীন্দর বলে শুন বেহুলা নাচনী।
ক্ষুধায় আকুল প্রাণ লাগে ভোকচানি ॥
রাত্রির ভিতরে যদি করাও ভোজন।
তবে জানি প্রিয়া মোর রাখিলে জীবন ॥
বেহুলা বলেন শুন মম প্রাণনাথ।
লোহার বাসরে বন্দী কোথা পাব ভাত ॥
মঙ্গল মঙ্গল ছিল মঙ্গলীয়া হাঁড়ি।
তিন নারিকেল দিয়া সাজায়ে তিওড়ি ॥
নারিকেল জল দিয়া দিলেন ভাতানি ॥
বাসরে রন্ধন করে বেহুলা নাচনী ॥
নেতের অঞ্চল চিরি জ্বালিল আগুন।
হেথায় দেবীর ক্রোধ বাড়িল দ্বিগুণ ॥
বুদ্ধি বল নেত গো উপায় বল মোরে।
নখীন্দরে খাইতে আর পাঠাইব কারে ॥
তিন সাপ পাঠাইনু কেহ না আইল।
রহিল আমার পূজা রাত্রি পোহাইল ॥
শেষ ভাগ রাত্রে বলে ভুজঙ্গ জননী।
নখীন্দরে খাইতে যাহ এ কালনাগিনী ॥

বিষম লোহার ঘরে লোহার কপাট।
দুরন্ত প্রহরী জাগে যাইতে নাহি বাট॥
উপদেশ বলি কালী শুন সাবধানে।
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত আছে তদীশান কোণে
বিশ্বকর্ম্মা তাহাতে মারিল শূলাঘাতে।
যদি তুমি প্রবেশিতে পার সেই পথে॥
তবে জানি কালী তুমি সাধ মোর বাদ।
ভাণ্ডারেতে যত ধন করিব প্রসাদ॥
দেবীর আদেশে কালী শেষ ভাগ রাতি।
সাতলি পর্ব্বতে গিয়া উঠে শীঘ্রগতি॥
বেহুলা রন্ধন করি উলাইল ভাত।
গা তোল ভোজন কর ওহে প্রাণনাথ॥
কালনিদ্রা হইল তার দেবীর মায়ায়।
ঢলিতে ঢলিতে রামা প্রভুরে জাগায়॥
বেঁজী শিখী নানা বক্ষ্রু কস্তুরি কোরল।
দেবীর মায়ায় হইল নিদ্রায় বিকল॥
অঙ্গারের গুড়ি খসে কালীর নিশ্বাসে।
সূতার সঞ্চারে কালী বাসরে প্রবেশে॥
বাসরে প্রবেশ কৈল এ কালনাগিনী।
বেহুলা নখীর রূপ দেখিল আপনি॥
বেহুলা নখার কোলে যেন কলানিধি।
যেমন কন্যা তেমনি বর মিলাইল বিধি॥
এ হেন সুন্দর গায় কোনখানে খাইব।
দেবী জিজ্ঞাসিলে তাঁরে কি বোল বলিব॥

বিষম আরতি দেবী কেন দিলা মোরে।
নখীন্দরে খাইতে মোর শক্তি নাই পুরে॥
ছুকুড়ি নাগের মাতা এ কালনাগিনী।
শোক দুঃখে বার্ত্তা আমি ভাল মতে জানি॥
আপনি তিতিল কালী নয়নের জলে।
ঝরিতে বিদরে বুক গেল পদতলে॥
হেনকালে পাশমোড়া দিতে নখীন্দর॥
পদাঘাত বাজে কালী মস্তক উপর।
দুঃখিত হইয়া কালী তখন কহে কথা।
চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী হও সকল দেবতা॥
মোর দোষ নাহি দেবী দিলেন আরতি।
বিনা অপরাধে মোর মুণ্ডে মারে লাথি॥
বিষদন্ত দিয়া কালী খাইল তার পায়।
দুর্ল্লভ নখাই জাগে বিষের জ্বালায়॥
জাগহ ওহে বেহুলা সায়বেণের ঝি।
তোরে পাইল কাল নিদ্রা মোরে খাইল কি॥
বেহুলা নাচনী জাগে শেষ ভাগরাতি।
সাপিনী পলাইতে মারে স্বুবর্ণের যাঁতি॥
পুচ্ছ কাটা গেল কালীর আড়াই অঙ্গুল।
সাপিনী পলাইয়া যায় ব্যাথায় আকুল॥
বান্ধিয়া কালীর পুচ্ছ নেতের অঞ্চলে।
ব্যস্ত হইয়া বেহুলা প্রভুরে কৈল কোলে।
শ্বশুর করিল বাদ তোমার লাগিয়া।
অভাগিনী কি করিল রজনী জাগিয়া॥

প্রাণনাথ কোলে কান্দে লোহার বাসরে।
রচিল কেতকাদাস মনসার বরে॥

কালিনী খাইল পতি। প্রাণনাথ কোলে সতী॥
কি হইল কি হইল মোরে। প্রভু কেন হেন করে॥
কনক চাঁদের দুর্গতি। মলিন হইল অতি॥
বদনে নাহিক বাণী। অভাগিনী কিবা জানি॥
নরলোকে করে বা কি। বেহুলা বেণের ঝি॥
প্রভুর বদন চাইয়া। দুঃখেতে দারুণ হিয়া॥
কপালে কি মোর ছিল। বিভা রাত্রে পতি মৈল॥
মঙ্গল বিভার নিশি। মুখ যার পূর্ণ শশী॥
খাইনু আপন পতি। কে মোরে বলিবে সতী॥
বদনে বদন দিয়া। নেত্রে নেত্র মিশাইয়া॥
যুগল চরণ ধরি। ক্ষণে ক্ষণে কান্দে ঝুরি॥
কখন শ্রবণমূলে। মোরে সঙ্গে লহ বলে॥
তুমি আমার গুণমণি। তোমা বিনা কিবা জানি॥
কাতর হইয়া রামা। কান্দিলেন নাহি ক্ষমা॥
করুণা করিয়া কান্দে। কেশ পাশ নাহি বান্ধে॥
আমি হৈনু পতিদণ্ডী। বাসরে হইনু রাণ্ডী॥
ক্ষেমানন্দ কহে কবি। রাজীবে রাখিবে দেবী॥

প্রাণনাথ মরে লোহার বাসরে
বেহুলা নাচনী কান্দে।
বেশ ছায়খার মুক্ত কেশ তার
দোসর নাহিক সাথে॥

সঙ্গেতে কেবল নেউল অনুবল
কোথা গেল ধন্বন্তরি।
কালনিদ্রা দিয়া কালিনী আসিয়া
মোর প্রভু কৈল চুরি॥
বড় পাই তাপ তাহে দংশে সাপ
মনসা লাগিল বাদে।
দুঃখে ফাটে হিয়া ও মুখ চাহিয়া
এই বলে সদা কান্দে॥
হেম জিনি অঙ্গ সহজে সুরঙ্গ
বিষম বিষে হইল কালি।
খণ্ড কপালিনী আমি অভাগিনী
কেবা দিল শাপ গালি॥
কালী বিষজালে মুখে গোটালাল
চক্ষে কিছু নাহি দেখে।
লোহার বাসরে বলে প্রাণবরে
বেহুলা কর্ণেতে ডাকে॥
তোমার লাগিয়া রজনী জাগিয়া
কালনিদ্রা পাইল শেষে।
মোর প্রাণধন লইল কোন জন
না জানি যাব কোন্ দেশে॥
শিরে হানি হাত উঠ প্রাণনাথ
ধরণে না যায় হিয়া।
আমি অভাগিনী খণ্ড কপালিনী
কোথা গেলে ফাঁকি দিয়া॥

দেবী পদতলে ক্ষমানন্দ বলে
তোমার সকল মায়া।
ভক্ত জনে মাতা হবে বরদাতা
মোরে দিবে পদছায়া।
প্রাণনাথ বলে কান্দে বেহুলা নাচনী।
ঘরে হৈতে শুনে তাহা সনকা বেণেনী॥
শুনিয়া ক্রন্দন তার শুকাইল হিয়া।
পুত্রবধূ দেখিবারে আইল ধাইয়া॥
বেহুলা নাচনী বড় কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
দুর্লভ নখাই মোর লোহার বাসরে॥
শুনিয়া বিদরে প্রাণ চক্ষে পড়ে পানি।
মরা পুত্র কোলে করি কান্দয় বেণেনী॥
পুত্রশোকে দিতে বেহুলা এত দিন ছিলে।
দুর্লভ নখাই মোর না জানি কি কৈলে।
হাপুতির পুত মোর বাছা নখীন্দর।
তোমা লাগি গড়াইলাম লোহার বাসর॥
কার শাপ ফলিল কে মোরে দিল গালি।
বংশে কেহ না রহিল দিতে জলাঞ্জলি॥
সনকা কান্দিয়া দেয় বেহুলাকে গালি।
সিঁতার সিন্দুর তোর না পড়িল কালি॥
পরিধান বস্ত্রে তোর না পড়িল মলি।
পায়ের আলতা তোর না পড়িল ধূলি॥
খণ্ড কপালিনী বেহুলা চিরুণির দাঁতি।
বিভা দিনে খাইলি পতি না পোহাতে রাতি॥

নেড়া গিয়া ধাইয়া বলে শুন সদাগরে।
দুর্লভ নখাই মৈল লোহার বাসরে॥
শুনিয়া যে চাঁদবেণে হরষিত হৈল।
স্কন্ধে হেতালের বাড়ি নাচিতে লাগিল॥
ভাল হৈল পুত্র মৈল কি তার বিষাদ।
চেঙ্গমুড়ী কাণীর সহ ঘুচিল বিবাদ॥
ক্ষমানন্দ বিরচিত মনসার মায়া।
কর গো করুণাময়ী নায়কেরে দয়া॥
নখাই বাসরে মৈল চাঁদবেণে বার্ত্তা পাইল
পুত্রশোকে শুকাইল হিয়া।
ভিক্ষা দিনে চাঁদবেণে পুত্রের মরণ শুনে
নাচয়ে হেতালের বাড়ি নিয়া॥
নির্ভয় হইল মনে চেঙ্গমুড়ী কাণীর সনে
এত দিনে বিবাদ ঘুচিল।
ক্ষমানন্দের এই বাণী রক্ষ দেবী ঠাকুরাণী
দাসে দেহ চরণ কমল॥
পুত্রের মরণ শুনি বজ্রাঘাত সম বাণী
সনকা কান্দয়ে উভরায়।
পুত্র সম নাহি স্নেহ প্রবোধিতে নারে কেহ
তার হিয়া কি দিলে জুড়ায়॥
মনসা হইল বাম সোণার নখাই নাম
পুত্র মৈল লোহার বাসরে।
যত কিছু মনে ছিল বিধি তাতে বিড়ম্বিল
পাপ মুখ দেখাইব কারে॥

তোমার বিষম হট ভাঙ্গিলে দেবীর ঘট
অবিরত ভাবে দেহ গালি।
আগে ছয় পুত্র মৈল তবে সে নখাই হৈল
হেন পুত্র কালে দিলাম ডালি॥
দেবমন্যু মনস্তাপে সাত পুত্র খাইল সাপে
আমি বড় তাপে তাপিনী।
দেবতা সহিত বাদ কত কৈনু অপরাধ
পাপ চক্ষে তারে নাহি চিনি॥
নিদারুণ পুত্রশোকে মুখ দেখাইব কাকে
বড় লাজ হইল আমার।
সাত পুত্র শোকে আমি পাইলে প্রবেশি ভূমি
যদি ক্ষিতি মিলয়ে আমার॥
ধূলায় লোটায়ে রামা কান্দে মনে নাহি ক্ষমা
ছারখার মাথার কুন্তল।
না কান্দ না কান্দ বলি কেহ তারে ধরে তুলি
কেহ তার মুখে দেয় জল॥
বেহুলা কান্দিয়া বলে প্রাণনাথে লয়ে কোলে
জলেতে ভাসিয়া আমি যাই।
দেবী মনসার হটে এতেক প্রমাদ ঘটে
তাহার উদ্দেশ যথা পাই॥
আমার বচন শুন কেহ না করিবা হেন
শুনহ শ্বশুর সদাগর।
নিশ্চয় করিলাম দৃঢ় কলার মান্দাস গড়
জিয়াইব কান্তে নখীন্দর॥

শুনি মনে সবাকার   লাগে যেন চমৎকার
বলে রামা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ।
কেবা জানে মহাজ্ঞান   মরা পায় প্রাণদান
কোথা যাবে জলেতে ভাসিয়া ॥
কান্দিয়া বেহুলা কয়   ব্যগ্র হইয়া অতিশয়
ঝাট কর কলার মান্দাস ।
জিয়াইব মৃতপতি   রাখিব কুলের খ্যাতি
শুনে নাহি কর উপহাস ॥
বেহুলার কথা শুনি   কহে যত কুলধনী
কোথায় না দেখি হেন রীত ।
দারুণ দেবীর গতি   মরিল তোমার পতি
পুনঃ প্রাণ পায় কদাচিত ॥
তুমি শিশু সীমন্তিনী   জলে ভেসে যাবে কেনি
প্রাণহীন পতি লয়ে কোলে ।
কালসর্প যারে খায়   সেবা কোথা প্রাণ পায়
প্রতীত হয়েছ কার বোলে ॥
চিরকালের দুঃখিনী   তুমি বড় অভাগিনী
বিধবা হইলে বাল্যকালে ।
দেখিয়া তোমার মুখ   বিদরিয়া যায় বুক
অবনী তিতিল চক্ষের জলে ॥
নগরের যত লোকে   হাহাকার করে শোকে
দেখিয়া লাগয়ে চমৎকার ।
বিষম সাধুর হটে   আমা সবা কিবা ঘটে
ভালর চরিত্র নাহি আর ॥

যতেক কুলকামিনী বেহুলার কথা শুনি
আপন শ্রবণে দেয় হাত।
উচ্চ কপালিনী চিরণ দাঁতিনী
বাসরে খাইলি প্রাণনাথ॥
প্রভু শোকে তনু দহে সর্ব্বলোক তোরে কহে
তুমি বড় খণ্ড কপালিনী।
তোরে বিড়ম্বিল ধাতা বিপরীত কহ কথা
জলেতে ভাসিয়া যাবে কেনি॥
কাঁন্দিয়া বেহুলা বলে প্রাণনাথ করি কোলে
যাব আমি ছয় মাসের গণ।
পূর্ব্বের সাধন ফলে ঈশ্বরীর অনুবলে
যদি কান্ত পায় প্রাণদান॥
রাখিব কুলের ধর্ম্ম শত অভিলাষ কর্ম্ম
ইথে কেহ না করিহ মানা।
নিবেদিব অবশেষ তবেত আসিব দেশ
পূর্ণ হবে মনের বাসনা॥
ঘটিল দেবীর দায় বিধি কি লিখিল তায়
আমার কপালে কদাচিত।
কলার মান্দাস খানি মোরে গড়ে দেহ আনি
তবেত সে কর আমার হিত॥
নানারূপ বন্দ করি বাঁসের গজাল মারি
সাজাইল কলার মান্দাসে।
বেহুলা ভাসিয়া জলে মনসার পদ তলে
নিবেদয়ে শ্রীকেতকাদাসে॥

কলার মান্দাস ভাসে গাঙ্গুড়ের জলে ।
বেহুলা ভাসিয়া যায় কান্ত লৈয়া কোলে ॥
সনকা কান্দিয়া বলে আলো অভাগিনী ।
এ তিন ভুবন মাঝে কোথাও না শুনি ॥
বালিকা যুবতী বৃদ্ধা যার পতি মরে ।
বিধবা হইয়া সেই থাকে নিজ ঘরে ॥
কিসের কারণে তুমি জলেতে ভাসিবে ।
প্রতীত কাহার বোলে কান্ত জীয়াইবে ॥
বেহুলা বিনয়ে বলে সনকার তরে ।
মরা পুত্র জীয়ন্ত পাইবে নিজ ঘরে ॥
কড়ার তৈলেতে রামা প্রদীপ জ্বালিয়া ।
শাশুড়ীর তরে কহে বিনয় করিয়া ॥
কড়ার তৈলেতে দ্বীপ ছমাস জ্বলিবে ।
তবে সে জানিও তোমার নখীন্দর জীবে ॥
বাসরের অন্ন তুমি পূরি হেম-থালে ।
পুঁতিয়া রাখহ নিয়া দাড়িম্বের তলে ॥
রচিল কেতকাদাস মনসার পায় ।
ভক্ত নায়কেরে মাতা হইও সদয় ॥
বিনয়ে প্রণতি করি সর্ব্বলোক কাছে ।
আশীর্ব্বাদ কর মোরে কান্ত যেন বাঁচে ॥
শুনিয়া সকল লোক বিষাদিত মন ।
চক্ষের জলেতে সবার তিতিল বসন ॥
সনকার পায় পড়ি করেন স্তবন ।
আর না কান্দিহ ঘরে করহ গমন ॥

বেহুলা ভাসিয়া যায় কলার মান্দাসে।
মনসা আইল তথা শ্বেতকাক বেশে॥
শ্বেতকাক ঘন ডাকে বিপরীত বাণী।
তাহারে আরতি করে বেহুলা নাচনী॥
বসিয়া চাঁপার তলে শুন শ্বেতকাক।
লোহার বাসরে হৈল আমার বিপাক॥
মনসা সহিত বাদ করে সদাগর।
কালশাপে খাইল মোর কান্ত নখীন্দর॥
প্রাণনাথ লইয়া কোলে জলে ভেসে যাই।
এক নিবেদন আমি করি তোমার ঠাঁই॥
জলেতে ভাসিয়া যাই তাহে নাহি তাপ।
অতি দেশ দেশান্তরে আমার মা বাপ॥
এমন ব্যথিত হেথা নাহিক আমার।
আমার বাপের বাটী দেও সমাচার॥
শ্বেতকাক বলে আমি যাইতে পারিব।
কলকল করি কথা কেমনে কহিব॥
বেহুলা তাহারে কহে যোড় করপুটে।
মাণিক অঙ্গুরী কাক করি লহ ঠোঁটে॥
সুবর্ণে বান্ধিব ঠোঁট দিয়া রূপা পাত।
আমার পিতার বাড়ী যাহ শ্বেতকাক॥
প্রাণনাথ কোলে লইয়া জলে ভেসে যাই।
কহিও মায়ের তরে আর দেখা নাই॥
বিভা দিনে পতি মরে বড় অমঙ্গল।
ক্ষমানন্দ বিরচিল দেবীর মঙ্গল॥

শুন শুন শ্বেতকাক। আমার বচন রাখ॥
তোমার চরণে পড়ি। যাহ মোর বাপ বাড়ী॥
লোহার বাসর ঘরে। মোর কান্ত নখীন্দরে॥
খেয়ে গেল কালসাপে। কহিও আমার বাপে॥
মাণিক অঙ্গুরী লইয়া। নিছনী নগরে গিয়া॥
অমলা আমার মায়। অঙ্গুরী দিও যে তায়॥
উঠিয়া বসিও চালে। জ্ঞান হইবে সেই কালে॥
তথা মোর ছয় ভাই। কহিও তাঁদের ঠাঁই॥
প্রাণনাথ লইয়া কোলে। আমি ভেসে যাই জলে॥
ভাই বহিনে না হইল দেখা। দেবী মোর মাত্র সখা॥
আন তাহা সবাকারে। মেলানী মাগিতে তারে॥
মোরে বিড়ম্বিল ধাতা মায়ে ঝিয়ে না হৈল কথা॥
আমি বড় অভাগিনী। কলঙ্কে পূরিল ভূমি॥
মনেতে রহিল তাপ। সায় সদাগর বাপ॥
তাহে নাহি দোষ কার। হরি হরি কেবা কার॥
কাকেরে বিদায় দিয়া। প্রাণনাথ কোলে লইয়া॥
বেহুলা ভাসিল জলে। হায় হায় লোকে বলে॥
শ্বেতকাক গেল তথা। যথা বেহুলার মাতা॥
নগর নিছনী গ্রাম। সায় সদাগর নাম॥
প্রধান বণিক্ তাহে। সদানন্দ দাস কহে॥

হেথায় বেহুলা মাতা অমলা সুন্দরী।
তারে লইয়া দিল কাক মাণিক অঙ্গুরী॥
বাহিরে অঙ্গুরী দিয়া উড়ে বৈসে চালে।
কপট বুলি ডাকে কাক অন্ন খাবার ছলে॥

মুখে মুখে ডাকে কাক বিপরীত বাণী।
অঙ্গুরী চিনিয়া কান্দে অমলা বেণেনী॥
বরণ অঙ্গুরী দিলাম জামতার হাতে।
সে অঙ্গুরী কি মতে আনিল আচম্বিতে॥
কোথা হৈতে আইল ব্যথিত শ্বেতকাক।
তুমি কি জান কাক বেহুলার বিপাক॥
শ্বেতকাক বলে শুন অমলা বেণেনী।
বেহুলার সমাচার আমি ভাল জানি॥
লোহার বাসর ঘরে হৈল দৈবাঘাত।
কাল সর্পে খাইল তাহার প্রাণনাথ॥
উপদেশ শ্বেতকাক বলে বাক ছলে।
বেহুলা ভাসিয়া যায় গাঙ্গুড়ের জলে॥
বেহুলারে লহ তুলে কেহ যদি থাকে।
বেহুলা ভাসিয়া যায় দেখ গিয়া তাকে॥
এত শুনি অমলার শুকাইল হিয়া।
আপনার ছয় পুত্র আনে ডাক দিয়া॥
কেন ঘন ডাকে কাক বিপরীত বাণী।
বেহুলার ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥
আকুল হইয়াছে প্রাণ বেহুলা পাঠাইয়া।
লইয়া মেলানি ভার তারে আন গিয়া॥
যে কিছু ব্যবহার নিল নানা উপহার।
ভারীর স্কন্ধেতে দিল আগে পাছে ভার॥
চিপিটক মুড়কী তাহে উত্তম সন্দেশ।
রসাল পানের বিড়া ভোগাদি বিশেষ॥

ডাগর ঝালের লাড়ু চিনি চাঁপাকলা ॥
তিন ভাই গেল তারা আনিতে বেহুলা ॥
অর্দ্ধ পথ হইতে তারা শুনে বিপরীত।
তোর ভগিনী ভেসে যায় মড়ার সহিত ॥
শুনিয়া শুকায় হৃদি ভাই তিন জনে।
কতক্ষণে হইবে দেখা বেহুলার সনে ॥
সুবল সুন্দর হরি গেল ধাওধাই।
যে ঘাটে বেহুলা ভাসে কোলেতে নখাই ॥
সোদর দেখিয়া কান্দে বেহুলা সুন্দরী।
সুবল সুন্দর শুন ভাই প্রাণহরি ॥
লোহার বাসর ঘরে হইল বিপরীত।
কালসর্প খাইল মোর প্রভুরে আচম্বিত ॥
প্রণনাথ লইয়া কোলে জলে ভেসে যাই।
কহিও আমার তরে আর দেখা নাই ॥
বিভা দিনে পতি মরে অতি অকুশল।
মনেতে মনসা মাত্র ভরসা কেবল ॥
সায় সদাগর পিতা কহিও তাঁহারে।
বেহুলার পতি মৈল লোহার বাসরে ॥
জলেতে ভাসিয়া যাই জীয়াবার আশে।
ব্যথী জন শুনে কান্দে রিপুগণ হাসে ॥
সুবল সুন্দর বলে ভগিনী গো শুন।
মড়াটা লইয়া জলে তুমি ভাস কেন ॥
বাহুড়িয়া আইস ঘর ফিরাও মান্দাস।
মাতা পিতা নাহি জীবে গণিয়া হুতাশ ॥

ভায়ের করুণায় তবে রামা বলে শুন।
কূলে দাণ্ডাইয়া ভাই আর কান্দ কেন॥
তিন ভাই বলে ভগ্নী তোর অল্প জ্ঞান।
সর্পাঘাতে মরিলে কি পায় প্রাণদান॥
ছাওয়ালবাহিনী তুমি বুঝ বিপরীত।
তোর পতি প্রাণদান পায় কদাচিত॥
হুকূলের লোক যত অশেষ বুঝায়।
মড়াটা লইয়া কেন জলে ভেসে যায়॥
তুমি শিষ্ট সীমন্তিনী লহরী যৌবনে।
কেমনে ভাসিয়া যাবে ছয় মাসের গণে।
জলজন্তু আছে যত হাঙ্গর কুম্ভীর।
দেখিলে হইবে তুমি প্রাণেতে অস্থির॥
অরণ্য গহন বনে চরে সিংহ ব্যাঘ্র।
প্রলয় মহিষ গণ্ডার আছে লক্ষ লক্ষ॥
অবলা আকৃতি তুমি কুলের কামিনী।
দেখিয়া তোমার রূপ মোহে মহা মুনি॥
যে জন ব্যথিত হয়ে প্রবোধিয়ে কয়।
কেমনে ভাসিয়া যাবে মনে নাহি ভয়॥
বেহুলার মনে তাহে প্রবোধ না মানে।
নিমিষে মিলায় তার বদনে বদনে॥
চাঁদবেণে নাহি কান্দে পেয়ে পুত্রশোক
নখাই লাগিয়া কান্দে নগরের লোক॥
কূলে দাণ্ডাইয়া কান্দে বেহুলার ভাই।
বাহড় বাহড় দিদি চল ঘরে যাই॥

সাত নাহি পাঁচ নাহি একা ভগ্নী তুমি।
তোমার শোকেতে নাহি জীবেক জননী॥
আমা সবাকারে তুমি কেমনে ছাড়িবে।
মড়াটা লইয়া কেন জলে ভেসে যাবে॥
ঘরের প্রধানা তুমি মায়ের জীবন।
মড়ার সহিত কেন মর অকারণ॥
আগে তুমি খাবে পাছু আমরা খাইব।
ঘরের প্রধানা তুমি মোরা কি বলিব॥
শুনিয়া বেহুলা বলে শুন সহোদর।
পুনর্ব্বার প্রাণ যদি পায় প্রাণেশ্বর॥
তোমা সবাকার ঘরে আর নাহি সাজে।
সকল ভাজের সঙ্গে নিত্য দ্বন্দ্ব বাজে॥
দারুণ বিধাতা মোরে কৈল কড়ে রাঁড়ি।
কত বা ফেলিব নিত্য নিরামিষ হাঁড়ী॥
কহিবে মায়েরে মোরে আশীষ করিতে।
পরিশ্রমে পারি যদি কান্তে জীয়াইতে॥
বেহুলা বলেন দাদা না কান্দহ আর।
চাঁপাতলায় পুঁতি রাখ মেলানীর ভার॥
প্রভুরে জীয়াতে পারি তবে সে আসিব।
খাইব মেলানি তবে মায়েরে দেখিব॥
অকারণে কান্দ ভাই কূলে দাণ্ডাইয়া।
কান্ত যদি জীয়ে পুনঃ আসিব ফিরিয়া॥
আর কেন কান্দ ভাই দাঁড়াইয়া কূলে।
পাইবে আমার দেখা প্রাণনাথ জীলে॥

এত বলি বেহুলা জলেতে ভেসে যায়।
দু-কূলের লোক সব কান্দে উভরায়॥
ভগ্নী নিতে এনেছিল নানা উপহার।
চাঁপাতলায় পুঁতিল সে মেলানীর ভার॥
হায় হায় করে যত নগরের লোক।
তিন ভাই গেল তারা পেয়ে বড় শোক॥
বেহুলা দেবীর দাসী জানে নানা সান্ধি।
দ্বিপ্রহরে তিন নাগ করেছিল বন্দী॥
সাপের সাপড়ী হস্তে সুবর্ণের যাঁতি।
বেহুলা ভাসিল জলে কোলে মৃতপতি॥
বান্ধিয়া কালীর পুচ্ছ নেতের অঞ্চলে।
কলার মান্দাস যায় ঢেউয়ের হিল্লোলে॥
দেবীর কৃপায় মনে কিছু নাহি সন্ধ।
মনসার পাদপদ্মে কহে ক্ষমানন্দ॥
মনসা কৃপায় যার মনের নিঃসন্দে।
চাঁপাতলা এড়াইয়া গেল কুণ্ডরবন্দে॥
ত্রিদিন বেহুলা ভাসে ধুবরাজপুর।
নবখণ্ড এড়াইয়া গেল বহুদূর॥
প্রাণ হীন স্বামী তার কোলে নখীন্দর।
ভাসিয়া পাইল পরে বাঁকা দামোদর॥
ওঝাটি গোবিন্দপুর বর্দ্ধমানে ভাসি।
আলো গঙ্গাপুরে বেহুলা উত্তরিল আসি
বিষহরি বিনোদিনী মায়া কৈল তায়।
গঙ্গাপুরে বেহুলার মান্দাস এলায়॥

বাঁশের গজাল যত তাহা গেল ছেড়ে।
খান খান হৈয়া ভাসে যত কলা বেড়ে॥
হাঙ্গর কুম্ভীর আদি জলজন্তু যত।
বেহুলার আশে পাশে ভাসে শত শত॥
ক্ষণে জলে ডুবে ক্ষণে ক্ষণে ভেসে উঠে।
লোহার করাত দেখি ত্রিশিরার পিঠে॥
দেখিয়া বেহুলা কান্দে পায়ে বড়শোক।
ধরিল মড়ার গায় হানা এক জোঁক॥
ছাড়াইতে নাহি ছাড়ে মাংসেতে লুকায়।
হরি হরি বেহুলার কি হবে উপায়॥
কলার মান্দাস গেল হইয়া বাখানি।
বিষাদ ভাবিয়া কান্দে বেহুলা নাচনী॥
মনসার মন্ত্র রাজা জপে নিরবধি।
দাসীরে এমন দুঃখ তুমি দিলে যদি॥
বিষম তোমার মায়া বুঝা নাহি যায়।
মান্দাস লাগুক যোড়া তোমার কৃপায়॥
বেহুলা করেন স্তব মনসার তরে।
মান্দাস লাগিল যোড়া ঈশ্বরের বরে॥
হাঙ্গর কুম্ভীর জোঁক লুকাইল জলে।
মান্দাসে বসিয়া কান্দে কান্ত লৈয়া কোলে॥
আলো গঙ্গাপুর যান করিয়া পশ্চাৎ।
দে-পুরে মান্দাস ভাসে রজনী প্রভাত॥
দে-পুরে দ্বিগুণ তনু হৈল অতিশয়।
নখাই সড়িৎ হৈল দেবীর কৃপায়॥

ফুলিল শরীর তার বিপরীত গন্ধ।
বেহুলা বলেন মোর সুধা মকরন্দ॥
অবিরত নেত্রজল নিবারিতে নারি।
নেয়াদার ঘাটে ভাসে বেহুলা সুন্দরী॥
উলিয়া নর্ম্মদা জলে বেহুলা নাচনী।
স্নান করি জপ করে আস্তিক জননী॥
মৃণ্ময়ী বিষহরি কেয়ুয়ার কমলা।
তিন দিন তার পূজা করিল বেহুলা॥
কেয়ুয়ায় আকাশবাণী হৈল আচম্বিতে।
এখানে বসিয়া রামা লাগিল জপিতে॥
সুরপুরে তোর পতি পাবে প্রাণদান।
কেয়ুয়ায় বসিয়া কত সবে মড়াঘ্রাণ॥
তথায় করিয়া পূজা জগাতী কমলা।
ভাসিল আদমপুরে সুন্দরী বেহুলা॥
গোদা যথা মৎস্য ধরে ঘাটেতে বসিয়া।
তথায় বেহুলা আইল ভাসিয়া ভাসিয়া॥
দুই পদ ফোলা তার চারি নারী ঘরে।
সুদু ভাত খাইতে নারে নিত্য মৎস্য ধরে॥
গলায় শঙ্খের মালা কর্ণে রামকড়ি।
আসে পাশে ফেলিয়াছে বড়শির দড়ি॥
ঘন ঘন মারে খেচ বড় মৎস্য উঠে।
কলার মান্দাস ভেসে আইল সেই ঘাটে॥
বেহুলার রূপে গোদা হইল মূর্চ্ছিত।
কাকুতি মিনতি করে কথা বিপরীত॥

নিধসহ কোন গ্রামে কাহার রমণী।
কলার মান্দাসে জলে ভাস কেন ধনী ॥
এ নব যৌবনে তোর নাহি যোগ্য জন।
জলেতে ভাসিয়া যাহ কিসের কারণ ॥
আমার মন্দিরে আইস শুন সিমন্তিনী।
তোমারে করিব আমি প্রধানা গৃহিণী ॥
প্রবোধ শুনিয়া হাসে বেহুলা যুবতী।
ক্ষমানন্দ বিরচিল মধুর ভারতী ॥

গোদা তোমার জীবন।
দারুণ গোদের ভরে লড়িতে চড়িতে নারে
অবলা আশ্বাস কি কারণ ॥
সারাদিন বঁড়শি বও ছবুড়ি নবুড়ি পাও
বড়শী বহিলে তোর ভাত।
বামন বংক্ষুর হৈয়া উচ্চদ্বীপে দাণ্ডাইয়া
চাঁদেরে বাড়াতে চাহ হাত ॥
পরিধান ছেঁড়াটেনা ঘরে নাই সম্ভাবনা
গোদে তোর ঘন উড়ে মাছি।
দারুণ গোদের ঘ্রাণে স্থির নহে তার প্রাণে
যে ধনী তোমার ঘরে আছি ॥
আপনি নাগর বুড়া কাণে তোমার রামকড়া
সুন্দর দেখিব ইহা লাগি।
কিবা গুণ তোর আছে বলহ আমার কাছে
তবে সে তোমার কাছে থাকি ॥

গোদা বলে সীমন্তিনী শুন লো আমার বাণী
অবজ্ঞা করোনা দেখে গোদ।
আমার চরিত্র যত তোমায় বুঝাব কত
অবলা তোমার অল্প বোধ॥
চারি-নারী মোর ঘরে অনেক বিলাস করে
খাসা গুয়া খায় সাচী পান।
সিঁতায় সিন্দুর ভরা সুখে ঘর করে তারা
জঞ্জাল গোদের মাত্র ঘ্রাণ॥
তুমি হৈলে পাঁচ নারী সুখে লইয়া ঘর করি
উপদেশ মিলাইয়া আনি।
এই নিবেদন রাখ আমার মন্দিরে থাক
জলে ভেসে কেন যাবে ধনি॥
মধুর বচন তোর স্থির নহে প্রাণে মোর
চঞ্চল চরিত্র হৈল বড়।
মান্দাস রাখিয়া জলে আইসহ আমারবোলে
তোমার চরণে করি গড়॥
বেহুলা নাচনী কয় ক্রোধী হইয়া অতিশয়
অবলা অসতী দেখ মোরে।
যদি কর বিড়ম্বনা দেখ মোর সতীপনা
শাপে ভস্ম করিব তোমারে॥
গোদা বলে ভাল তবে কত দূর ভেসে যাবে
সাঁতারিয়া ধরিব এখন।
কূলটা কামিনী ধনী তুমি বড় সিমন্তিনী
গোদা বলে তোমার বর্জ্জন॥

গৌরব রাখিয়া মনে ভেলা থুয়ে ঐ খানে
আমার বচনে উঠ তটে।
পরিণামে হবে ভাল আমার মন্দিরে চল
কি কার্য্য বিরোধ করি হটে॥
বেহুলা ভাসিয়া যায় গোদা চারিদিকে চায়
ব্যগ্র হইয়া জলে দিল ঝাঁপ।
দারুণ গোদের ভরে নড়িতে চড়িতে নারে
বেহুলা তাহারে দেয় শাপ॥
বেহুলা শাপিল তাকে গোদা পরিত্রাহি ডাকে
গোদ লইয়া নড়িতে না পারি।
নাকে মুখে জল যায় গোদা ডাকে পরিত্রায়
ত্রাণ কর হে সতী সুন্দরি॥
গোদার বিনয় ভাষে বেহুলা নাচনী হাসে
কাতর দেখিয়া দিল বর।
মনসার ব্রত দাসী অবিরত জলেভাসি
কোলে লয়ে কান্ত নখীন্দর॥
অন্ন জল বিনা ক্ষীণ এই রূপে কত দিন
জলে ভাসে বেহুলা নাচনী।
মনসা মঙ্গল গীত ক্ষমানন্দ বিরচিত
কৃপাকর ভুজঙ্গজননী॥
গোদাঘাটা পশ্চাৎ করিয়া সীমন্তিনী।
জলেতে ভাসিয়া যায় দিবস রজনী॥
পথের পথিক যত পথ বৈয়া যায়।
বেহুলার রূপ দেখি ঘন ঘন চায়॥

ত্রিজগৎ মোহিনী কেন মড়া লইয়া কোলে।
কলার মান্দাসে ভাসে ঢেউর হিল্লোলে॥
গহন কাননে কোন সমাগম নাই।
নিস্থল গভীর জল কোলেতে নখাই॥
বেহুলা ভাসেন তাহে জপিয়া মনসা।
তোমার চরণ মাত্র কেবল ভরসা॥
মড়া মাংস জলে গলে বিপরীত ঘ্রাণ।
চকিত চঞ্চল নহে বেহুলার প্রাণ॥
ঘ্রাণেতে দ্বিগুণ প্রেম বেহুলার বাড়ে।
মড়া সঙ্গে বৈসে মাছি ঘন ঘন তাড়ে॥
দিবসে দিবসে তাহে কীট কৃমি বাছে।
ঘন ঘন বৈসে ঘন মড়া অঙ্গ কাছে॥
বেহুলা তাড়ান যত নহে নিবারণ।
পুলকে প্রবেশে তাহে মশকনন্দন॥
অস্থি চর্ম্ম পচে তার কি কহিব কথা।
মাছেশ্বর মড়া অঙ্গে পাড়িল মাছেতা॥
বেহুলা ভাঙ্গেন যত পুনরপি হয়।
ঠাঁই ঠাঁই মাছেতা সকল অঙ্গময়॥
প্রভুর অঙ্গেতে মাছি করে ডিম বাসা।
বেহুলা কান্দেন মনে জপিয়া মনসা॥
গলিয়া পচিয়া গেল সে তনু সুন্দর।
আর কি পাইবে প্রাণ প্রভু নখীন্দর॥
অবিরত মনে কত গণিল হুতাস।
কুক্কুরঘাটায় ভাসে কলার মান্দাস॥

কালিকা কুক্কুর সেটা লোটা দুই কাণ।
শ্রম বেগে আইসে করিতে জলপান ॥
রসনা বাড়ায়ে জল খায় সেই ঘাটে।
কলার মান্দাস আইল তাহার নিকটে ॥
সহজে কুক্কুরজাতি পায় মড়াগন্ধ।
তার মনে হইল সে সুধা মকরন্দ ॥
পুলকিত হইল অঙ্গ চারিদিকে চায়।
ছো ছো করিয়া ভূমি শুকিয়া বেড়ায় ॥
দেখিয়া চঞ্চল হৈল কুক্কুরের প্রাণ।
জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে পাইয়া মড়াঘ্রাণ ॥
ছি ছি বলি বেহুলা ভাসিয়া যায় দূর।
কুম্ভীরে খাউক তোরে দারুণ-কুক্কুর ॥
বেহুলার শাপ তার ব্যর্থ নাহি যায়।
কুক্কুর অস্থির হইল ঘুরিয়া বেড়ায় ॥
সাঁতার জানয়ে তবু নাহি পায় তীর।
হেনকালে তার পায় ধরিল কুম্ভীর ॥
হাসিয়া কুক্কুরঘাটা ভাসিল নাচনী।
ক্ষমানন্দ বিরচিল সেবিয়া ব্রাহ্মণী ॥
ভাসিয়া কুক্কুরঘাটা বেহুলা যুবতী।
যেই ঘাটে দান সাধে ঘাটের জগাতী ॥
সে ঘাটে ভাসিয়া আইল কলার মান্দাস।
জগাতী যুবতী দেখি করে উপহাস ॥
রাখ গো মান্দাসখানি শুন গো যুবতি।
এক নিবেদন শুন হৈয়া স্থিরমতি ॥

বিধুমুখী শুনিয়া না শুন সীমন্তিনী।
তোমারে করিব মম গৃহের গৃহিণী॥
কুলটা চরিত্র মোর বুঝি অনুমানে।
জগাতীঘাটায় আজি কি হইবে দানে॥
জগাতী জিজ্ঞাসে তোর কোলে কেটা বটে
স্বরূপ বচন কহ আমার নিকটে॥
বেহুলা বলেন তুমি শুনহ জগাতী।
আমারে না কর ঠাট্টা রাখহ মিনতি॥
অবলা আকৃতি আমি বড় অভাজন।
মোর পরিচয় লৈয়া কোন প্রয়োজন॥
জগাতী বলেন তুমি পরম সুন্দরী।
যত কিছু বল তুমি কপট চাতুরী॥
কত রত্ন লৈয়া যাও কারে দিবে দান।
কেহ বলে ঝাঁপ দিয়া ধরে গিয়া আন॥
বেহুলা শুনিয়া বড় মনে পায় ভয়।
বিশেষ বচনে তারে দিল পরিচয়॥
অকারণে কেন তোরা ঝাঁপ দিবি জলে।
পাঁচ মাসের পচা মড়া প্র'ণনাথ কোলে॥
এত দিন ভাসিয়া যাই জীয়াবার আশে।
আর এক মাস যাব মন অভিলাষে॥
তবে পতি জীয়াইব দেবী অনুবন্ধে।
পূর্ব্বের সাধন যত লিখিল কপালে॥
বেহুলার কথা শুনি যতেক জগাতী।
করে যোড়ে বলে তুমি পতিব্রতা সতী॥

জলেতে ভাসিয়া যাও নাহি চাই দান।
বেহুলা বলেন তোদের হউক কল্যাণ ॥
হরিষে জগাতীঘাট ভাসিলা যুবতী।
ক্ষমানন্দ বিরচিল দেবীপদে গতি ॥

কান্ত কোলে করি বেহুলা সুন্দরী
জলেতে ভাসিয়া যায়।
ক্ষীণ ক্ষীণ বাস কলার মান্দাস
চলে মন্দ মন্দ বায় ॥
মাছী অনুক্ষণে প্রভুর সদনে
উড়ে বৈসে তাহে গিয়া।
বেহুলা নাচনী তাড়ান আপনি
নেতের অঞ্চল দিয়া ॥
বনে বনচারী শৃগাল কেশরী
ব্যাঘ্র হরিণ চরে।
বেহুলা ভাসিয়া যায় দেবীর কৃপায় তায়
দেখিতে না পায় তারে ॥
পাইয়া মড়ার ঘ্রাণ স্থির নহে মন প্রাণ
যতেক শৃগাল ধায়।
এ হেন সুন্দরী মড়া কোলে করি
জলেতে ভাসিয়া যায় ॥
হকাই মকাই তারা দুই ভাই
যতেক ছাগল ধরা।
যতেক শৃগাল হইয়া এক পাল
কূলে দাণ্ডাইয়া তারা ॥

যতেক শৃগাল হইয়া এক পাল
প্রকারে বেহুলায় ডাকে।
মড়া ফেলাইয়া যাহনা ফিরিয়া
প্রাণপাই তোর পাকে॥
সপ্ত দিবা নিশি আছি উপবাসী
যতেক শৃগাল গণে।
মড়া দিয়া মোরে তুমি যাহ ফিরে
সুখ্যাতি রাখ ভুবনে॥
উদর পূরিয়া খাই মড়া লৈয়া
যতেক শৃগাল মোরা।
দান ধর্ম্ম যত রাখিতে উচিত
তুমি ঘরে যাহ ফিরা॥
কান্দিয়া বেহুলা কহিতে লাগিলা
শুনরে শৃগাল যত।
সহজে বঞ্চক জাতি যে জম্বুক
তোমরা বুঝিবে কত॥
যত কর আশ সকল নৈরাশ
শুন বলি তোদের ঠাঁই।
প্রভু পুনর্ব্বার জীবেন আমার
ইথে কিছু দ্বিধা নাই॥
এত কথা শুনি যত শৃগালিনী
এ পড়ে উহার গায়।
অপূর্ব্ব কাহিনী কভু নাহি শুনি
মড়া নাকি প্রাণ পায়॥

শুন ধনি ওলো কুলেতে যে আলো
উদর পূরিয়া খাই।
তুমি নিজ ঘর যাহ পুনর্ব্বার
মোরা বনে যাই॥
এ নব-যৌবনে কিসের কারণে
মড়াটা লইয়া কোলে।
পতিহীনা নারী শুনলো সুন্দরী
ভেসে যাহ তুমি জলে॥
শৃগাল কথনে বেহুলার মনে
কিছু নাহি অভিমান।
এ সব বচন শুনিব তখন
প্রভু পাইলে প্রাণ॥
দেখিয়া শৃগালী বেহুলা যায় চলি
গেল বহু দূরান্তর।
মনসা চরণ পরম কারণ
ক্ষমানন্দ মাগে বর॥
যতেক শৃগাল তারা গেল বনে বনে।
বেহুলা ভাসিয়া যায় প্রাণনাথ সনে॥
বিষাদ ভাবিয়া রামা কান্দে নিরন্তর।
জলেতে হইল হারা সীঁতার সিন্দূর॥
অবিরত মনে কত গণিল হুতাশ।
বোয়ালিয়া দহে ভাসে কলার মান্দাস॥
বোয়ালিয়া দহে ভাসে বড় বড় মাছ।
দুষ্কর কুম্ভীর জলে যেন তালগাছ॥

শুশুক ভাসিয়া তারা ডুবে ঘন জলে।
বলুক কাছিম জোঁক ঢেউর হিল্লোলে॥
বায় বোয়ালিয়া তার কি কহিব কথা।
মুখতুলে ভাসে যেন কামারের জাঁতা॥
শরীর দোলায় ঘন অতিবড় কায়।
জলের ভিতরে থাকি মড়ার গন্ধপায়॥
মধ্যদহে রঘুবোয়ালি উঠিল ভাসিয়া।
বেহুলা মান্দাসে যায় সেই পথ দিয়া॥
বেহুলার মান্দাস যে ঢেউর হিল্লোলে।
হাঁটুর মালাই চাকি রঘুবোয়াল গেলে॥
হায় হায় বলিয়া তাড়ায়ে দিল মাছ।
দারুণ বোয়াল তবু নাহি ছাড়ে কাছ॥
অপূর্ব্ব লাগিল তারে আর খাইতে চায়।
বেহুলা প্রভুর অস্থি অঞ্চলে লুকায়॥
মনে বড় অনুতাপ করে শশীমুখী।
রঘুবোয়াল খাইল প্রভুর মালাই চাকি॥
তুই কাল জলে ছিলি দুরন্ত বোয়াল।
খাইলি প্রভুর অস্থি তোরে পাবে কাল॥
মনসার মন্ত্র যদি ভাবি একভাবে।
পাইব তোমার দেখা কোন্ দেশে যাবে
অবিরত মনে কত গণিল হুতাস।
বোয়াল ছাড়িয়া গেল মান্দাসের পাশ॥
হাসন হাটিতে যথা হাসনের হাট।
বেহুলা পশ্চাৎ কৈল হাসনের ঘাট॥

প্রত্যক্ষ উজান জল নারিকেল ডাঙ্গায়।
মৃণ্ময়ী বিষহরি ঠাকুরাণী তায়॥
কলার মান্দাস চাপি আইল তথায়।
বেহুলা দেবীরে পূজে নারিকেল ডাঙ্গায়॥
গলায় বসন দিয়া মনসার আগে।
প্রাণপতি জীয়াইব এই বর মাগে॥
মনেতে মনসা তারে করিল কল্যাণ।
ছাড়িয়া নারিকেল ডাঙ্গা বৈদ্যপুর যান॥
এক বৈদ্য স্নান করে সেই বান্ধাঘাটে।
কলার মান্দাস আইল তাহার নিকটে॥
সেই বৈদ্য কয় ধনী কেন ভেসে যাস।
আমি মড়া জীয়াইব রাখহ মান্দাস॥
মড়া জীয়াইব যদি এক সত্য রাখ।
তিন রাত্রি তিন দিন মোর সঙ্গে থাক॥
বেহুলা বলেন বৈদ্য তোর মুখে ছাই।
মনসা জপিয়া মনে জলে ভেসে যাই॥
বৈদ্যপুর ভাসিয়া পাইল পিড়তলী।
গহরপুর ভাসিয়া গঙ্গার জলে মিলি॥
পবিত্র গঙ্গার জল পুণ্য হেন জানি।
মড়ার অঙ্গে তুলে দিল বেহুলা নাচনী॥
গঙ্গাজল পেয়ে মড়া দিনে দিনে পচে।
কালিনী সর্পের বিষ তবু তাহে আছে॥
তিন দিনে ত্রিবেণী ত্রিধারা যথা রহে।
তথায় বেহুলা আইল ক্ষমানন্দ কহে॥

ত্রিবেণীর গাঙ্গে নেত দেবতার বস্ত্র যত
নিত্য কাচে সুবর্ণের ঘাটে।
বিধির লিখন ভালে ছয়মাস ভাসে জলে
বেহুলা আইল সেই ঘাটে॥
ধোপানী কাপড় কাচে কলার মান্দাস কাছে
ভাসিয়া লাগিল গিয়া তীরে।
বেহুলা মান্দাস যানে পোঁছাইল সেইখানে
স্নান কৈল জাহ্নবীর নীরে॥
মনে মনে মনসার জপে শত শত বার
পরম পবিত্র চিত্তপটে।
এক বস্ত্র লৈয়া নেত কাপড় কাচিতে রত
পুত্র আইল তাহার নিকটে।
মায়ে যত মানা করে তবু নাহি যায় ঘরে
মারে তারে নির্ঘাত চাপড়।
কি জানি মায়ের পাকে চাটে পুত্র মরে থাকে
নিজঞ্জালে কাচেন কাপড়॥
বেলা হৈল অবসান অমর নগরে যান
চাপড় মারিয়া তার পিঠে।
মহামুনি মন্ত্রবলে তখনি মায়ের কোলে
মরা পুত্র প্রাণে জীয়ে উঠে॥
কৃমিসূত্র বিরচিত বস্ত্র সব আনে নেত
সন্ধ্যাকালে সুরপুরে যায়।
যতেক দেবতাগণে বসে থাকে একাসনে
বস্ত্র দেয় দেবতা সভায়॥

মাথায় সোণার পাট নিত্য আইসে সেই ঘাট
কাচিবারে দেবতা বসন।
দুষ্ট সন্তানের পাকে তাহারে মারিয়া রাখে
পুনরপি জন্মায় জীবন॥
সেই পুত্র সঙ্গে করি রজকিনী সুরপুরী
চলি যায় আপনার সুখে।
বেহুলা দেবীর দাসী ওকড়া বনেতে বসি
এসব চরিত্র ভাব দেখে॥
মারিয়া জীয়ায় যদি এই সে পরম নিধি
পায় পড়ি করিব জিজ্ঞাসা।
এই সে আমার তরে বিশেষ কহিতে পারে
তথা পূর্ণ হবে মন আশা॥
বান্ধিয়া মান্দাস খানি যথা সেই রজকিনী
বেহুলা ধরিল তার পায়।
এ হেন সুন্দরী বড় কেন মোর পায় পড়
ধোপানী বলিছে হায় হায়॥
যতেক পাছান নেত বেহুলা চরণে তত
মাথার কুন্তল দিয়া কান্দে।
না কান্দ না কান্দ বলি নেত তারে ধরে তুলি
নিবেদয়ে শোক পরিবন্ধে।
বেহুলা বলেন সতি যদি কর অবগতি
নিবেদিব পূর্ব্বের কাহিনী।
অকথ্য আমার কথা সায় সদাগর পিতা
নাম মোর বেহুলা নাচনী॥

মঙ্গল বিভার রাতি কালসর্পে খাইল পতি
ছয় মাস ভেসে আসি জলে।
ভাগ্যেতে হইল সখা তোমার সঙ্গেতে দেখা
পতি পাব তোমা অনুবলে॥
তুমি গো পরম দেবী তোমার চরণ সেবি
আজি হতে তুমি আমার মাসী।
দুঃখ না ভাবিহ তুমি শিশুকাল হইতে আমি
কাপড় কাচিতে ভাল বাসি॥
নেত বলে সীমন্তিনী কাপড় কাচিতে তুমি
জানিবা যে উত্তম রূপেতে।
মনসা মঙ্গল গীত ক্ষমানন্দ বিরচিত
নায়কের কল্যাণ করিতে॥
ধরিয়া ধোপানী পায় বেহুলা নাচনী
বিস্তর বিনয় করি বলে স্তব বাণী॥
বেহুলা বলেন নেত তুমি আমার মাসী।
ছয় মাসের পথ আমি জলে ভেসে আসি॥
পুণ্যের কারণে পাইলাম দরশন।
জীয়াইবে মোর পতি এই নিবেদন॥
চরণে না পড় ধনী করে হায় হায়।
জাতি হীন ধোপা আমি কেন পড় পায়॥
বেহুলা বলেন মাসী তোরে করি গড়।
তোমার বদলে আমি কাচিব কাপড়॥
নেত বলে কাচি আমি দেবতা অম্বর।
তুমি সে কাচিলে যদি না হয় সুন্দর॥

তবেত দেবতাগণ দিবে শাপ গালি।
সহজে সুন্দর বস্ত্র যদি হয় কালি॥
বেহুলা বলেন মাসী আমি ভাল জানি।
কাপড় কাচিতে মোরে দেহ একখানি॥
চরণে পড়িয়া তার করিছে ক্রন্দন।
বেহুলারে দিল নেত কাচিতে বসন॥
ধোপানী সহিত রামা ত্রিবেণীর ঘাটে।
বেহুলা কাপড় কাচে সুবর্ণের পাটে॥
ধোপানী কাপড় কাছে ক্ষার আর বোলে।
বেহুলা কাপড় কাচে সুধু গঙ্গাজলে॥
ধোপানী বসন কাচে কাচড়ার ফুল।
বেহুলা যে বস্ত্র কাচে সূর্য্য সমতুল॥
দুই জনার কাচা বস্ত্র শুকাইতে দিল॥
বেহুলার বস্ত্রখানি উজ্জ্বল হইল॥
কাপড় কাচিয়া নেত অবসান বেলা।
বেহুলারে সঙ্গে করি সুরপুরে গেলা॥
বেহুলারে লুকাইয়া চিন্তিয়া উপায়।
বস্ত্র দিতে নেত গেল দেবতা আলয়॥
যেখানে দেবতাগণ করি দেব সভা।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আদি যত দেবা॥
কুবের বরুণ যম দশদিকপাল।
প্রবল প্রচণ্ড যত প্রবল বেতাল॥
রবি শশী হুতাশন দেবগণ যত।
দেবতা সভায় বস্ত্র যোগাইল নেত॥

সে দিন সুন্দর বস্ত্র দেখি দেবগণ।
ধোপানীরে জিজ্ঞাসেন দেব ত্রিলোচন॥
এতদিন কাচ তুমি দেবতা অম্বর।
আজি কেন দেখি সব পরম সুন্দর॥
রজকিনী বলে আমি নিবেদিব কি।
মোর বাড়ী আসিয়াছে মোর বহিন ঝি॥
খান কত বাস আজি কাচিয়াছে তিনি।
দেব সভায় এত কথা কহে রজকিনী॥
মহেশ বলেন নাহি দেখি এত দিন।
তোমার বোনঝি মোর হইল নাতিন॥
দেবতা সভায় আন দেখিব কেমন।
ধোপানী এ কথা শুনি করিল গমন॥
নেত বলে শুন বল্লি বেহুলা যুবতী।
ক্ষমানন্দ বিরচিল মধুর ভারতী॥

বেহুলার সুরপুরে গমন।

যেখানে বেহুলা রাঁড়ী তথা গেল নেত।
বেহুলারে শিখাইল উপদেশ কত॥
দেবতা সভায় যাবে বেহুলা নাচনী।
তুমি ভাল নাচিতে জান আমি ভাল জানি
দেবতা সভায় নৃত্য করিতে সুন্দরী।
মধুর মৃদঙ্গ তবে নিল কক্ষে করি॥
সুরপুরে নৃত্য করে বড়ই রসাল।
দেখিয়া সকল দেব বলে ভাল ভাল॥

বেহুলার নৃত্য গীতে দেবগণ মোহে।
মনসার পাদপদ্মে ক্ষমানন্দ কহে॥
দেবতা সভায় গিয়া মৃদঙ্গ মন্দিরা লৈয়া
নৃত্য করে বেহুলা নাচনী।
যতেক দেবতা দেখি যেন মত্ত হয় শিখী
গায় যেন কোকিলের ধ্বনি॥
ঘন ঘন তাল রাখে অঞ্চলে বয়ান ঢাকে
হাসি হাসি বদন দেখায়।
মুখে গায় মিস্ট বোল খদির কাষ্ঠের খোল
তাথই তাথই ঘন বায়॥
আগুতে পাছুতে গিয়া নাচে ঘন পাক দিয়া
চরণেতে বাজিছে ঘুমুর।
নবীন কোকিল যেন অহরহ ঘন ঘন
মুখে গায় বচন মধুর॥
এক পাশে থাকে নেত দেখে নৃত্য অবিরত
ভাল নাচে বেহুলা নাচনী।
মুখে মৃদু মৃদু হাসি ক্ষণে রহে উঠে বসি
যেন দেখি ইন্দ্রের নাচনী॥
করে কাংস করতাল বলে ধনী ভালে ভাল
কটিতে কিঙ্কিণী ঘন বাজে।
আসিয়া ইন্দ্রের কাছে বেহুলা নাচনী নাচে
প্রাণপতি জীয়াবার কাজে॥
থেকে থেকে পদ ফেলে মরালগমনে চলে
মুখ জিনি পূর্ণিমার শশী।

খদির কাষ্ঠের খোল বেহুলার মিষ্ট বোল
মোহ গেল যত স্বর্গবাসী ॥
এক দৃষ্টে দেবগণ সবে করে নিরীক্ষণ
বেহুলা নাচেন সুরপুরে।
নাহি হয় তাল ভঙ্গ মনে বাড়ে বড় রঙ্গ
প্রমত্ত ময়ূর যেন ফিরে ॥
রঙ্গে ভঙ্গে হস্ত নাড়ে ত্রিভঙ্গ হইয়া পড়ে
এইরূপে গায় বিনোদিনী।
নৃত্য গীতে মনমোহে যতেক দেবতা কহে
ভাল নাচে বেহুলা নাচনী ॥
দেবতা সভায় শিব জিজ্ঞাসেন দিয়া দিব্য
বেহুলার পূর্ব্ব বিবরণ।
কেন নাচ সীমন্তিনী কোন দেশে নিবাসিনী
সত্য কহ না করিহ ভয় ॥
এমতে শুনিয়া রামা নৃত্য গীতে দেয় ক্ষমা
দেবতা সভায় কহে কথা।
মনসা মঙ্গল গীত ক্ষমানন্দ বিরচিত
নায়কেরে হবে বরদাতা ॥
দেবতা সভায় বলে বেহুলা নাচনী।
শুন শুন দেবতা সব আমার কাহিনী ॥
যদি মোরে জিজ্ঞাসিলে ত্রিদেব ঠাকুর।
চাঁদ সদাগর বটে আমার শ্বশুর ॥
সনকা শ্বাশুড়ী মোর নখীন্দর পতি।
তাহা সনে বিভা হৈল পূর্ণিমার রাতি ॥

মনসা সহিত বাদ করে তার বাপ।
বিভা দিনে নাথেরে খাইল কালসাপ ॥
তখন মরিল প্রভু কালিনীর বিষে।
জলে ভাসি আসি তার জীবনের আশে ॥
যতেক দেবতা যদি করহ কল্যাণ।
পুনরপি মোর পতি পায় প্রাণদান ॥
যার সনে বিষহরি করেন বিবাদ।
কেবা তাঁরে দিতে পারে অভয় প্রসাদ ॥
মনসা বিহনে আর নাহি প্রতীকার।
মনে মঁনে মন্ত্র তুমি জপ মনসার ॥
হরের বচনে বলে দেবগণ যত।
মনসারে আনিবারে যাও তুমি নেত ॥
বেহুলার পূর্ণ কর মনঃ অভিলাষ।
জগাতীর পূজা হউক জগতে প্রকাশ ॥
এতেক শুনিয়া নেত করিল গমন।
সিজুয়াশিখরে গিয়া দিল দরশন ॥
অমর নগর তুল্য সিজুয়া অচল।
নির্জ্জনে আছিলা সেথা জগাতীমঙ্গল ॥
সেখানে যাইয়া নেত করে নিবেদন।
দেবতা সভায় তোমা ডাকে দেবগণ ॥
এত শুনি বলিলেন আস্তিকের মাতা।
কি কারণে ডাকিছেন যতেক দেবতা।
বিরচিল ক্ষমানন্দ মধুর ভারতী।
নায়কেরে রক্ষা কর জননী জগাতী ॥

দেবতা সভায় নাচে গায় রজকিনী।
কি কারণে নাচে গায় আমি নাহি জানি ॥
দেবতা সভায় গিয়া শুনিবে আপনি।
এই নিবেদন করি শুন গো ব্রাহ্মণী ॥
মনসা মনেতে জানে বেহুলার কথা।
মনসা বলেন আমি নাহি যাব তথা ॥
ধোপানী ধরিয়া কান্দে মনসার পায়।
অবশ্য যাইবে মাতা দেবতা সভায় ॥
সখীর বচন দেবী এড়াতে না পারে।
অমর সভায় মাতা চলিলা সত্বরে ॥
মনসা দেখিয়া সবে করিল আদর।
সিংহাসনে বসাইল সভার ভিতর ॥
হেনকালে বেহুলা দেবীর ধরে পায়।
ছয় মাস ভাসি আসি তোমার কৃপায় ॥
বেহুলা দেখিয়া দেবী হেঁট কৈল মাথা।
হাসিতে লাগিল দেখি যতেক দেবতা ॥
মহেশ তাহাকে তবে করেন জিজ্ঞাসা।
কি কারণে নখীন্দরে খেয়েছ মনসা॥
চাঁদের সহিত তোমার কিসের বিবাদ।
বিভা দিনে পুত্র মরে এ বড় প্রমাদ ॥
বিষম দারুণ শোক দিতে যুক্তি নয়।
তুমি যদি বাদী হৈলে কে হবে সদয় ॥
নখীন্দরে জীয়াইয়া দেহ পুনর্ব্বার।
জগতে তোমার পূজা হইবে প্রচার ॥

এতেক বলিল যদি দেব ত্রিপুরারি।
কপট চাতুরি করে জয় বিষহরি॥
কি কারণে দেব সভায় বল এত গুলা।
কেবা জানে চাঁদবেনে কে জানে বেহুলা॥
কোন কালে কার সঙ্গে নাহি করি হট।
বেহুলা বলেন মাতা না কর কপট॥
মঙ্গল বিভার রাতি লোহার বাসরে।
কাল সর্প খাইল মোর কান্ত নখীন্দরে॥
সাপের সাপুড়ে হাতে সুবর্ণের যাঁতি।
তিন নাগ বন্দী কৈলাম তিন প্রহর রাতি॥
নাগিনী দেবীর কাল তোমার আদেশে।
মোর প্রাণনাথ খাইল নিশি অবশেষে॥
সাপিনী পলাইতে মারি সুবর্ণের যাঁতি।
কালির পুচ্ছটি আছে আমার সংহতি॥
সাপের সাপুড়ে রামা দেবতা সভায়।
অঞ্চল খুলিয়া তাহা বেহুলা দেখায়॥
সবায় বঙ্করাজ উদয় মালদন্ত।
এ তিন ভুজঙ্গ তাহে বিষম দুরন্ত॥
সাপের সাপুড়ে দেখি দেবগণ কয়।
মনসা যে খাইয়াছে তার কি নিশ্চয়॥
মনসা বলেন ভাল আমি নাহি জানি।
সুন্দর নখার তরে খাইল কোন ফণী॥
বেহুলা ধরিয়া কান্দে মনসার পায়।
যতেক ভুজঙ্গ ডাকে দেবতা সভায়॥

কালিনীর কাটা পুচ্ছ যোড়া লাগে।
সেই সে খাইয়াছে পতি নিবেদন আগে ॥
এত শুনি বিষহরি ডাকিল ভুজঙ্গ।
বেহুলার মনে মনে বাড়ে বড় রঙ্গ ॥
আইল যতেক ফণী না আইল কালিনী।
বেহুলা বলেন আমি খণ্ডকপালিনী ॥
ছাড়িয়া কপট মাতা হওগো সদয়।
জীয়াইয়া দেহ দেবী সাধুর তনয় ॥
অবশেষে কালিনী ডাকিল মহামায়া।
কালিনীর কাটা পুচ্ছ যোড়া লাগে গিয়া ॥
বেহুলা বলেন শুন সর্ব্ব দেবগণ।
আমার প্রাণের পতি খাইল কোন জন ॥
চচিকা দেখিল এত মনসার কায।
ঈশ্বর সাক্ষাতে দেয় মনসারে লাজ ॥
তেঁই বল বিশ্বনাথ মোর কন্যা সতী।
বিবাহের রাত্রে কেন খাইল উহার পতি ॥
তোমার সেবক হয় চাঁদ সদাগর।
লোহার বাসরে তার পুত্র নখীন্দর ॥
তার মধ্যে খায় গিয়া মনসার নাগে।
হেঁট মুণ্ড করে আছ কোন অনুরাগে ॥
দেবতা সভায় দেবী পাইল অপমান।
বেহুলার তরে তবে করেন বাখান ॥
শুনহ বেণিয়া বেটি বেহুলা নাচনী।
তোর শ্বশুর বলে মোরে চেঙ্গমুড়ী কাণী ॥

আমার সনে বাদ করে রাখিয়াছে দাড়ি।
হাতে করে লইয়া ফেরে হেতালের বাড়ি॥
শাক রাখা ঢেলাফেলা দশহরা আর।
মনসার পূজা নানা প্রতি ঘরেঘর॥
না করে আমার পূজা চাঁদ সদাগরে।
সদাই দুর্ব্বাক্য কহে প্রাণে যত পারে॥
ছয় পুত্র খাইলাম ছয় বধূ রাঁড়ী।
কালিদহে করিলাম সাতডিঙ্গা বুড়ী॥
তবু নাহি মোর পূজা করে সদাগর।
অবশেষে খাইলাম পুত্র নখীন্দর॥
কেমনে আইলি তুই দেবতা সভায়।
তোর জন্যে আমি এত পড়িলাম লজ্জায়॥
যতেক দেবতা বলে শুন বিষহরি।
আর কেন কর মাতা কপট চাতুরী॥
যার সনে বাদ করি তাহে নাহি মারি।
কেমনে অন্যেরে বধ কর বিষহরি॥
বেহুলা বলেন মাতা কপট কর দূর।
করিবে তোমার পূজা আমার শ্বশুর॥
নখাই তোমার দাস আমি ব্রতদাসী।
ছয় মাসের পথ আমি জলে ভেসে আসি॥
প্রাণপতি জীয়াইয়া সাধিব কামনা।
মনসা করহ পূর্ণ মনের বাসনা॥
সুরপুরে ছিলেন যতেক সুরাসুর।
মনসার তরে বলেন কোপে কর দূর॥

দেবতা সভায় দেবী পাইয়া অপমান।
ক্ষমিয়া দাসীর দোষ নখাই জীয়ান॥
যতেক দেবতাগণ দেখে চারি ভিতে।
মনসা বসিলা মধ্যে নখাই বাঁচাইতে॥
নখিন্দর বেড়ি দিল কাপড় কাণ্ডার।
সন্মুখে রাখিল দেবী অস্থির ভাণ্ডার॥
যেখানে যে লাগে তার অস্থি খানি খানি।
পদ্ম হস্ত দিয়া দেবী যোড়েন আপনি॥
মুখ মণ্ডল নয়ন হইল দুই শ্রুতি।
হস্ত পদ হইল তার সুগঠন মূর্ত্তি॥
ছয় মাসের পচা মড়া জলে ভেসে গেছে।
কালিনী সর্পের বিষ তবু তাতে আছে॥
ধড়ে প্রাণ নাহি যেন চিত্রের পুতলী।
মনসা ঝাড়েনতারে মহামন্ত্র বলি॥
ঝিকর শিমুল ডালি ধুকড়িয়া বঙ্ক।
মোরপুত্রে হইয়াছে সাপিনীর ডঙ্ক॥
সাপিনী ধরিয়া খাও বিষহরি বলে।
কঙ্ক স্মরণে ধিকি ধিকি বিষ উলে॥
হাড় মাংস জয় বিষ হাতে কর বাসা।
খেদাড়িয়া দেহ বিষ দিলেন মনসা॥
বিষের বিষম ডাক দিল মত্তশিখী।
ময়ূর স্মরণে বিষ নামে ধিকি ধিকি॥
বেজীবলে আয় বিষ তোরে আমি কাটি।
কালিনীর কালকূট মোরে দেহ ভেটি॥

পাতিয়া যুগল কর মাগেন গরল।
মনসার মন্ত্রে বুক হইল জল॥
নখাই নির্ব্বিষ হৈল মনে হেন জানি।
তবে মন্ত্র মনে কৈল মৃত্যু সঞ্জীবনী॥
মৃত্যু সঞ্জীবনী মন্ত্রে প্রাণ সঞ্চারিল।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল যেন নখীন্দর জীল॥
জীবদান পাইয়া বৈসে মনসার কোলে।
কাপড় কাণ্ডার দেবী দূরে টেনে ফেলে॥
নখাই বাঁচিল দেখি যত দেবগণ।
মনসার মহিমা বাখান সর্ব্বজন॥
প্রাণনাথ জীল যদি দেখিয়া বেহুলা।
মনসা নিকটে স্তব করিতে লাগিলা॥
ক্ষমানন্দ বিরচিল দেবী পদে মতি।
হরি হরি বল ভাই মধুর ভারতী॥
যদি জীল প্রাণনাথ করিয়া যুগল হাত
দাণ্ডাইল দেবীর সম্মুখে।
বেহুলা বিনয়ে বলে মনসার পদতলে.
নিত্য মানে যত স্থরলোকে॥
আমি কি করিব স্তব তোমার সৃজন সব
জল স্থল স্থাবর আকাশ।
সত্ব রজস্তম গুণে মনরূপা মনে মনে
সৃজন পালন হেতু নাশ॥
বিধি হর পুরন্দর তব তীর্থ নিরন্তর
অনন্ত বৎসর ভাবি মনে।

গিরিশ তোমার রূপে মোহিল অনঙ্গ কূপে
যবে ছিলে সরসিজ বাণে ॥
তুমি গো পুরুষ নারী তুমি কাল সহচরী
সনাতনী সবাকার ঘাতা।
ফণীন্দ্র সহস্র মুখে স্তবন করিল যাকে
যার গুণ অগোচর ধাতা ॥
আস্তিক মুনির মাতা বাসুকি তোমার ভ্রাতা
বসুমতি যাহার মাথায়।
আকাশ পাতাল ভূমি নিস্তার কারণ তুমি
হয় লয় তোমার কথায় ॥
সুমতি কুমতি যত তোমার মহিমা সেত
চারি বেদে তোমার মহিমা।
মহামায়া মহামন্ত্র সকলি তোমার তন্ত্র
ত্রিলোক না দিতে পারে সীমা ॥
আমি অতি মূঢ়মতি না জানি ভকতি স্তুতি
কিবলিব তোমার চরণে।
কত জন্ম তপ ছিল আজি শুভ দিন হৈল
আমি ধন্য প্রভুব জীবনে ॥
দেবীপদে কভু স্তুতি বলে সতী ভাগ্যবতী
আজি হৈল জীবন সফল।
ছয় মাস মরেছিল আজি মোর প্রভু জীল
আপনি হরিলা হলাহল ॥
ব্রহ্ম মহেশের ঝি শুন তোমায় নিবেদি
বলিব তোমারে স্তুতি বাণী।

আপনার গুণে মায়া দিলে গো চরণ ছায়া
কৃপা কর ভুজঙ্গজননী ॥
তোমার কঠিন কর্ম্ম এক কায়া দুই জন্ম
প্রভু প্রাণ দেখি যে নয়নে ।
ছয় মাস ভাসি জলে আইলাম পদতলে
স্তুতি করি তোমার চরণে ॥
ছয় মাসের পচামড়া অস্থি যায় মাংস ছাড়া
ঘ্রাণে যার প্রাণ নহে স্থির ।
হেন মড়া নখীন্দরে দেবী মনসার বরে
পুনঃ হইল সুন্দর শরীর ॥
দেখিয়া দেবতা সব মনসারে করে স্তব
ধন্য ধন্য জয় বিষহরি ।
বেহুলা প্রভুর কাছে ভ্রুকুটি করিয়া নাচে
দেখি যেন স্বর্গ বিদ্যাধরী ॥
যেখানে নখাই ছিল তথা পুষ্পবৃষ্টি হইল
স্বরপুরে দুন্দুভি বাজনা ।
মনসা মঙ্গল গীত ক্ষমানন্দ বিরচিত
দেবী পূরাও মনের কামনা ॥

প্রাণপতি জীল যদি দেখিল বেহুলা ।
মৃদঙ্গ মন্দিরা লইয়া নাচিতে লাগিলা ॥
তাথেই তাথেই পদ ফেলিতে লাগিল ।
বলে লখির মালাইচাকি বোয়ালি খাইল ॥
তেকারণে প্রভু মোর দাণ্ডাইতে নারে ।
বিশ্বমাতা জিজ্ঞাসিল বেহুলার তরে ॥

রাঘব বোয়ালি মৎস্য চরে কোন জলে।
জেলে মালা দুই দাসে বিষহরি বলে॥
শুন শুন দুই দাস শুন দুই ভাই।
রাঘব বোয়াল ধরে আন মোর ঠাঁই॥
সদ্য শন বুন দিয়া সাজ হয়ে গাছ।
সাজ তায় জাল বুনে ধর গিয়া মাচ॥
বিষহরি আজ্ঞা তখন জেলে মালা শুনে।
তখনি লাঙ্গল যুড়ে সাজ শন বুনে॥
সাজ গাছ বাহির হৈল দেবীর কৃপায়।
সাজ সেই শন কাচে জলেতে পচায়॥
সাজ তার সুতা কাটে সাজ জাল বনে।
রঘু বোয়ালি ধরিতে চলিল দুই জনে॥
খণ্ডন না গেল তার বেহুলার গালি।
জেলিয়ার জালে বদ্ধ হইল বোয়ালি॥
রঘু বোয়ালি লইয়া চলে সুরপুরী।
বেহুলারে পরিতোষ যথা বিষহরি॥
নখার মালাইচাকি মৎস্যের উদরে।
সুবর্ণের বঁটি দিয়া তার পেট চেরে॥
লইয়া মালাইচাকি যোড়া দিল তায়।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নখাই উঠিয়া দাণ্ডায়॥
খর্জ্জুরের পত্র দিয়া বেহুলা নাচনী।
বোয়ালি মৎসের পেট সিঙ্গান আপনি॥
আর বার নাচে গায় মাগে আরবার।
বিরচিল ক্ষমানন্দ দেবীর কিঙ্কর॥

নখাই বাজায় খোল বেহুলা নাচনী।
মনসার কাছে রঙ্গে নাচেন আপনি॥
মনসার মনোমোহ বেহুলার গীতে।
পুনর্ব্বার সদয় হইল বর দিতে॥
আমি তোরে ভাল জানি সায় বেণের বেটি।
কিসের কারণে আর নাচ বেণে ঠেঁটি॥
বেহুলা বলেন মাতা কোপ কর দূর।
জীয়াইয়া দেহ মাতা ছয়টি ভাশুর॥
এত শুনি বিষহরি হইল সদয়।
তাহা সব উদ্ধারিতে গেলেন যমালয়॥
যমের পুরীতে তারা করে নানা খেলা।
হেনকালে বিষহরি যমালয়ে গেলা॥
মনসা দেখিয়া যম জিজ্ঞাসিল কথা।
কোন কার্য্যে মোর পুরী আইলে বিশ্বমাতা॥
মনসা বলেন যম শুন সাবধানে।
আমার বিবাদ ছিল চাঁদবেণে সনে॥
আমি তার ছয় পুত্র খেনু সর্পাঘাতে।
তোমার পুরীতে তারা আছে সেই হৈতে॥
আমি তার প্রাণ তবে করিব কল্যাণ।
মা বাপ সদনে যাউক পাইয়া প্রাণদান॥
যম বলে যারে বর দিলা বিষহরি।
কাহার শকতি তাহা খণ্ডাইতে পারি॥
লহ গো সাধুর পুত্র না করিব মানা।
বেহুলার পূর্ণ কর মনের কামনা॥

এতেক বলিয়া যমরাজা মহাশয়।
চাঁদবেণের ছয় পুত্র ছিল যমালয়॥
মনসা করিল তাহা সবার উদ্ধার।
ক্ষমানন্দ বিরচিল দেবীর কিঙ্কর॥
আরবার নাচে গায় বেহুলা নাচনী।
আর বার এক বর দিবে ঠাকুরাণী॥
সাত ডিঙ্গা শশুরের ডুবাইলে ভরা।
কালিদহে ছাড়ে দিলে দেবী খরতরা॥
এক নিবেদন করি তোমার চরণে।
চৌদ্দডিঙ্গা হয় মাতা এই নিবেদনে॥
মনসা বলেন আমি দিলাম এই বর।
সাত ডিঙ্গা ধন লয়ে চৌদ্দডিঙ্গা ভর॥
তোমার শশুর যদি বিপরীত বুঝে।
এত দুঃখ দিলাম তবু আমারে না পূজে॥
তোর পতি জীয়াইলাম সুন্দর নখাই।
তোমা হৈতে পূজা পাব চাঁদবেণের ঠাঁই
বাহির হইয়া বেহুলা যাও ঘরে।
কদাচিত মোর পূজা চাঁদবেণে করে॥
বেহুলা বলেন মাতা কর অবগতি।
ছয় ভাশুর জীয়াইলে নখীন্দর পতি॥
ক্ষমহ যতেক পূর্ব্বে কৈলাম অপরাধ।
সদয় হইয়া মোরে করিলা প্রসাদ॥
আমার শশুর অতি বিপরীত বুঝে।
এত বর পাইয়া যদি তোমারে না পূজে

তবেত করিব রক্ষা আপনার প্রাণ।
নিশ্চয় কহিলাম মাতা না করিব আন॥
সত্য সত্য তিন বার বলেন বিশ্বমাতা।
শুনহ দেবতাগণ বেহুলার কথা॥
করিবে আমার পূজা চাঁদ সদাগর।
সুখ্যাতি আমার যেন করে সুর নর॥
বেহুলা নাচনী বড় সানন্দিত মতি।
ছয় ভাশুর চড়ে ডিঙ্গায় নখীন্দর পতি॥
নৌকার সকল জীয়ে বহিত্র কাণ্ডারী।
পরিতোষ বর দান দিল বিষহরি॥
দেবতার কাছে রামা হইল বিদায়।
অষ্টাঙ্গে প্রণাম হৈল মনসার পায়॥

বেহুলার স্বদেশে আগমন।

চৌদ্দডিঙ্গায় চৌদ্দজন বসিল কাণ্ডারী।
এক ডিঙ্গায় নখীন্দর বেহুলা সুন্দরী॥
ছয় ডিঙ্গায় বেহুলার ছয়টি ভাশুর।
সাধুপুত্র সাধু যেন ডিঙ্গার ঠাকুর॥
আগে পাছে চৌদ্দ ডিঙ্গা ধরিল উজান।
ক্ষমানন্দ বলে সাধু বড় ভাগ্যবান॥
প্রথমে ত্রিবেণী যায় বহিয়া চৌদ্দডিঙ্গা।
গাঠ্যার গাবর গাজে বাজে রণশিঙ্গা॥
বাহ বাহ বলি ঘন ডাকিছে কাণ্ডারী।
অতি বেগে ত্রিবেণী পশ্চাৎ কৈল তরী॥

আগের ডিঙ্গায় তার ছয়টি ভাশুর।
তারা নিত্য বাহি ডিঙ্গা পাইল বৈদ্যপুর।
প্রত্যক্ষ উজান জল নারিকেল ডাঙ্গায়।
মৃণ্ময়ী বিষহরি ঠাকুরাণী তায়॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা লইয়া তথা বেহুলা নাচনী।
নারিকেল ডাঙ্গায় পূজে হরের নন্দিনী॥
কল্যাণ করিল তারে দেবী মহেশ্বরী।
হাসন হাটির ঘাটে উত্তরিল তরি॥
বেহুলার ডিঙ্গা ভাসে গাড়ুরের জলে।
পূর্ব্ব দুঃখ বেহুলা প্রভুর তরে বলে॥
বোয়ালিয়া বলিয়া তাহার বেহুলা থুইয়া
জাগুলে বাহিয়া যায় চৌদ্দ ডিঙ্গা লৈয়া।
তবে বাঁয়ে থুইল যত সিঁতার সিন্দূর।
বাহিয়া শৃগালঘাটা গেল বহু দূর॥
যে ঘাটে মড়ার অঙ্গে পড়িল মাছেতা।
প্রাণনাথে বেহুলা কহিল পূর্ব্বকথা॥
মাছেশ্বর বলিয়া তাহা নাম রাখিয়া।
পরে গেলা গোদাঘাটা বলিয়া বলিয়া॥
প্রভুরে কহিল পূর্ব্বে গোদার কাহিনী।
গোদাঘাটা তার নাম থুইল সীমন্তিনী॥
মৃণ্ময়ী বিষহরি কেয়ুয়ায় কমলা।
সে ঘাট বাহিয়া যায় সুন্দরী বেহুলা॥
জগাতী কুক্কুরঘাটা পশ্চাৎ করিয়া।
হরষিতে যায় রামা চৌদ্দ ডিঙ্গা লইয়া

বাহ বাহ বলি ডাকে বহিত্রের কাণ্ডারী।
বাহিয়া লইয়া চলে দেশেতে সুন্দরী॥
দিবানিশি বায়্যে যায় না করে বিশ্রাম।
গঙ্গাপুর পশ্চাৎ করি আইল বর্দ্ধমানি॥
বহিত্রের কাণ্ডারী বাহে বাঁকা দামোদর।
বেহুলা নাচনী বড় হরিষ অন্তর॥
বাহিয়া গোবিন্দপুর অতি বেগে যায়।
নখীন্দর বেহুলা বসিয়া এক নায়॥
রজনীতে বাহিয়া ডিঙ্গা গেল নবখণ্ড।
আইল যুবরাজপুরে বেলা দুই দণ্ড॥
নখার দ্বিগুণ রূপ দেবীর কৃপায়।
বেহুলা সাবিত্রী যায় মনসাতলায়॥
মনোনীত বর পায়ে জীয়াইল পতি।
হাসিয়া লইয়া আইল পতিব্রতা সতী॥
নগর নিকটে আইল ঘাট চাঁপাতলা।
হেনকালে প্রাণনাথে কহেন বেহুলা।
বলেন বেহুলা শুন সুন্দর নখাই।
তোমারে লইয়া যবে জলে ভেসে যাই॥
মেলানীর ভার লইয়া তিন সহোদর।
আমা লৈতে আসেছিল করিয়া আদর॥
ফিরিয়া গেলেন তারা আমার এ বোলে।
মেলানীর ভার পোতা আছে চাঁপাতলে॥
পূর্ব্ব কথা মনে ভাল হইল আমার।
আছে কি না আছে দেখি মেলানীর ভার॥

কোদালী করিয়া মাটী কাটিল কাণ্ডারী।
নানা দ্রব্য তোলে তার বেহুলা সুন্দরী॥
চিপীটক মুড়কী আর উত্তম সন্দেশ।
রসাল পানের বীড়া ভোগাদি বিশেষ॥
ডাগোর ঝালের লাড়ু চিনি চাঁপাকলা।
গর্ত্ত হৈতে নানা দ্রব্য তুলিল বেহুলা॥
সুবিচিত্র নানা দ্রব্য দিয়াছিল মায়।
প্রবাল মুক্তার ভার নানা দ্রব্য তায়॥
সুবর্ণ চিরুণি ভাল আচড়িবার চুলি।
রসগুবাক তাহে ছিল কতগুলি॥
ছয় মাস ছিল দ্রব্য মৃত্তিকা ভিতর।
নাহি পচে নাহি সড়ে পরম সুন্দর॥
বেহুলা কেবল মাত্র মনসার দাসী।
তেকারণে যত দ্রব্য ছিল অভিলাষী॥
তুলিয়া সে দ্রব্য সব স্নান দান করি।
নখাই বেহুলা পূজে জয় বিষহরি।
দেবীরে প্রণাম করে যুড়ি দুই কর।
তবে স্নান করাইল ছয়টি ভাশুর॥
সেই যে মেলানী ভার চিনি চাঁপাকলা।
সবাকারে কিছু কিছু দিলেন বেহুলা॥
চিপীটক মুড়কী তারা হরষিতে খায়।
ক্ষমানন্দ বিরচিল মনসার পায়॥
তুলিয়া মেলানী ভার যত দ্রব্য উপহার
বেহুলা দিলেন সবাকারে।

মা বাপ পড়িল মনে উচ্চৈঃস্বরে সেইখানে
বিস্তর কান্দেন শোকাতুরে ॥
বাড়ে বড় মনস্তাপ সায় সদাগর বাপ
জননী আমার সে অমলা।
বিভার দিবস দিনে নাহি দেখি ইহা বিনে
বড় অভাগিনী রে বেহুলা ॥
আছে মোর ছয় ভাই ছয়মাস দেখি নাই
শোকে প্রাণ ধরণে না যায়।
শুন হে প্রাণের পতি যদি দেহ অনুমতি
চলনা দেখিব গিয়া মায় ॥
যাইব তথা ছদ্মবেশে থাকিব তোমার পার্শে
ফিরে আমি দিব পরিচয় ॥
শ্বশুর পূজিবে বারি দেবী জয় বিষহরি
জিনি কৈল পালন প্রলয়।
কর ওহে অনুমতি কহিছে বেহুলা সতী
শুন প্রভু নখাই সুন্দর।
না দেখিয়া প্রাণ ফাটে বহিত্র রাখিয়া ঘাটে
আগে সে দেখিব বাপ মায়।
তথা হৈতে আসি তবে নিজ পরিজন সবে
পরিচয় চিন্তেন উপায় ॥
হরিষে পরম নিধি পুনর্ব্বার দিল বিধি
হরি হরি বিধাতার মায়া।
মরিয়া পাইলা প্রাণ পূর্ব্ব শাপ পরিত্রাণ
পুনরপি দেবী কৈল দয়া ॥

নখার ভাঙ্গিল ভ্রম পাইল সবে পুনর্জ্জন্ম
বেহুলারে প্রবোধিয়া কয়।
এরূপ যৌবন বেশে তোমার পিতার দেশে
গেলে যদি পায় পরিচয়॥
তবে সে আসিতে আর নাহি দেবে পুনর্ব্বার
তবে হইবে কেমন উপায়।
নিজ বেশ পরিহরি যোগিনীর বেশ ধরি
বিভূতি ভূষণ মাখ গায়॥
বেহুলা প্রভুর বোলে নানা অভরণ ফেলে
করে রামা যোগিনীর বেশ।
রক্তবস্ত্র কটি পরে শ্রবণে কুণ্ডল ধরে
জটা কৈল মস্তকের কেশ॥
ধবল দশনপাতি অঙ্গেতে শোভে বিভূতি
ত্যজিয়া গলার সাতনলী।
বিভূতি মাখিয়া গায় ছলিবারে বাপ মায়
যোগিনী হইলা যে সুন্দরী॥
যাইতে বাপের দেশ হইয়া যোগিনী বেশ
নখীন্দর যায় তার সাতে।
শঙ্খের কুণ্ডল কাণে যোগিনী হৈয়া দুই জনে
মায়া রূপে থাল কৈল হাতে।
চৌদ্দ ডিঙ্গা ঘাটে থুয়্যা যোগী যোগিনী হইয়া
চলিল বেহুলা নখীন্দর।
রূপে জিনি তিলোত্তমা রক্ত বস্ত্রেতে রামা
আচ্ছাদিত অঙ্গ মনোহর॥

গলায় রুদ্রাক্ষ মালা স্কন্ধে ঝুলি হাতে থালা
নখীন্দর চলে যায় আগে।
বেহুলা যায় পিছু পিছু লজ্জায় না বলে কিছু
মায়া রূপে দোঁহে ভিক্ষা মাগে॥
শঙ্খ মালা গলে দোলে মুখে শিব শিব বলে॥
ইহা বিনে অন্য নাহি কথা।
নগর নিছনী গ্রাম সায় সদাগর নাম
তিনিতো বেহুলার জন্ম দাতা॥
যোগী হইয়া দুইজনে প্রফুল্ল হইল মনে
দিতে নিজ পূর্ব্ব পরিচয়।
মনসা মঙ্গল গীত ক্ষমানন্দ বিরচিত
নায়কেরে হইবে সদয়॥

সত্য জাগরে মাই মাই।
মায়ারূপে ভিক্ষা মাগে বেহুলা নখাই।
নিছনী নগরে লোক কেহ চেনে নাই॥
বেহুলা নখাই দোঁহে যোগী আর যোগীনী।
ঘরে ঘরে মাগে ভিক্ষা হইয়া মায়াবিনী॥
সবাকার বাড়ী গিয়া শিঙ্গার ধ্বনি করে।
শিব শিব বলিয়া তাদের বচন নিঃসরে॥
বেহুলা নখাই ভিক্ষা মাগে বাড়ী বাড়ী।
থালের উপরে কেউ দেয় চাউল কৌড়ি॥
থাল দিতে চাউল কৌড়ি আচম্বিতে উড়ে।
বুঝিতে না পারে কেহ বলে নানা ভাবে॥

বেহুলার বাপ যিনি সায় সদাগর।
নগরের মধ্যস্থলে তার বটে ঘর
অপূর্ব্ব ঘরের দ্বার বিচিত্র আকার।
প্রাচীর প্রমাণ তার চারি দিকে ঘর॥
বাটীর ভিতরে ঘর সোণার নিছনী।
সায় সদাগর তাতে অমলা বেণেনী॥
বেহুলা নাচনী গেল মা বাপ দেখিতে।
মায়া বলে কেহ তারে না পারে চিনিতে॥
দুই প্রহর বেলা যখন গগনমণ্ডলে।
যোগী আর যোগিনী তারা প্রবেশে মহলে॥
সত্য জানি বলি হয় শিঙ্গার যে ধ্বনী।
ঘরে হৈতে শুনে তাহা অমলা বেণেনী॥
সুবর্ণের থালায় দিবেন চাউল কৌড়ি।
নখাই অন্তর হইল দেখিয়া শাশুড়ী॥
বিমুখ বণিক বলি পরম লজ্জায়।
বেহুলা ঈষৎ হাসে পীযুষের প্রায়॥
চাউল কৌড়ি দেয় রামা যোগিনীর থালে।
আচম্বিতে উড়ে তাহা দেবী অনুবলে।
অমলা বেণেনী তখন দেখি এত সব।
যোগিনীরে জিজ্ঞাসিল করি বহুস্তব॥
সত্য সত্য কহ মোরে শুন গো যোগিনী।
এ তিন ভুবনে আমি বড় অভাগিনী॥
তোমায় দেখিয়া শোকে কান্দে মম প্রাণ।
মোর এক কন্যা ছিল তোমার সমান॥

না জানি কোথায় গেল মড়া লৈয়া কোলে।
যোগিনী জাগালে শোক বেহুলা বদলে॥
বিশেষ করিয়া মোরে কহ আদ্য মূল।
থাকে দিতে নাহি কেন কৌড়ি আর তণ্ডুল॥
বেহুলা বলেন তুমি কি কর জিজ্ঞাসা।
যোগা যোগিনী মোরা তরুতলে বাসা॥
নগরে মাগিয়া খাই হাতে করি থাল॥
সন্ধ্যাকালে হৈলে মোরা যাই তরুতল॥
ইহা বিনা আর মোরা কিছু নাহি জানি।
ইথে কিবা বুঝ তুমি অমলা বেণেনী॥
অমলা বেহুলা মুখপদ্ম যে নেহালে।
দ্বিতীয় বেহুলা তুমি বেহুলা বদলে॥
তোমারে দেখিয়া মোর বিদরে হৃদয়।
বেহুলা নখাই বট দেহ পরিচয়॥
বেহুলা বলেন মা পরিচয় দিব কি।
যোগী তোর জামাই যোগিনী তোর ঝি॥
বেহুলা নখাই বটে না কান্দিহ আর।
প্রাণপতি জীয়াইয়া করি যে উদ্ধার॥
শুনিয়া অমলা কান্দে পাইয়া পূর্ব্বশোক।
ক্রন্দন শুনিয়া আইল নগরের লোক॥
কেন কান্দ শুন বলি অমলা বেণেনী।
কেহ বলে দেশে আইল বেহুলা নাচনী॥
দেখিয়া শুনিয়া লোকের লাগে চমৎকার।
মৃত নখীন্দর জীয়ে আইল পুনর্ব্বার॥

কোথাও না দেখি হেন কোথাও না শুনি।
মৃত পতি জীয়াইল বেহুলা নাচনী ॥
শুনিয়া হরিষে আইল সায় সদাগর।
বেহুলার ভাই আইল ছয় সহোদর ॥
বেহুলারে ধন্য ধন্য করে সর্ব্বলোক।
এত দিনে পিতা মাতার নিবারিল শোক ॥
অমলা বলে বেহুলা আইস নিজ ঘরে।
বেহুলা বলেন আমি যাব কোথাকারে ॥
শুন শুন জন্মদাতা শুন গো জননী।
মোর কান্তে খেয়েছিল দেবীর কালফণী ॥
আমার শ্বশুর তাঁর করে অপমান।
এত দিনে পূজিবেন হইয়া সাবধান ॥
আর কিছু মোর তরে না কর জিজ্ঞাসা।
পরিচয় শেষ আছে পূজিলে মনসা ॥
যাত্রাকালে প্রণাম করিল বাপ মায়।
হায় হায় বলি রামা ধূলায় লোটায় ॥
কাতর হইয়া কান্দে নগরের লোক।
কেন বা আইলে তবে জাগাইতে শোক ॥
বিনয় প্রণতি কৈল পিতার চরণে।
বিদায় হইলা পুরী কান্দয়ে সঘনে ॥
পুনর্ব্বার বেহুলা নখাই দুই জনে।
চাঁপাতলায় আইল বহিত্র যেই খানে ॥
বহিত্রের কাছে গিয়া বেহুলা নখাই।
পরিচয় বুঝিয়া মায়া সৃজিল তথাই ॥

বেহুলা দেবীর দাসী বুদ্ধির সাগর।
ডাক দিয়া আনাইল কামিলা সত্বর॥
কামিলারে পান দিয়া বেহুলা নাচনী।
আমারে গড়িয়া দেহ লক্ষের ব্যজনী॥
আমার শ্বশুর চাঁদ সনকা শ্বাশুড়ী।
পরিজন লিখ তাহে তব পায় পড়ি॥
বেহুলা নখাই লেখ সবাকার শেষে।
আর চিত্র কর সব নগর নিবাসে॥
কামিলারে আরতি দিলেন ফল পান।
ক্ষমানন্দ বলে দেবী করহ কল্যাণ॥

বেহুলা আদেশে কামিলা হরিষে
লক্ষের ব্যজনী গড়ে।
অতি সুগঠন কৈল বিচক্ষণ
হেরি শশী ভূমে পড়ে॥
রজত মুকুতা প্রবালাদি গাঁথা
পরশ পাথর তায়।
মকরন্দ লোভে অলিকুল সবে
সদাই গুঞ্জরে গায়॥
কামিলা আপনি গড়িছে ব্যজনী
সুধু সুবর্ণের ভাটি।
ব্যজনী দেখিয়া স্থির নহে হিয়া
পবন মানিল ভাটি॥
ব্যজনী বাতাসে চন্দ্রিকা প্রকাশে
ত্যজিল শীতল রশ্মি।

সোণার ছাটনি সহজে আটনি
বিশ্বকর্ম্মা গড়ে বসি ॥
ভাঙ্গে স্বর্ণ বিন্দু রচে বিন্দু বিন্দু
কনক কুসুম ফুল।
ভানু হেন দেখি করে ঝিকি মিকি
কিবা দিব সলতুল ॥
কনক গুণেতে তার চারিভিতে
বিনোদ বন্ধনে বান্ধে।
ভানু পৃথিবীতে ব্যজনী দেখিতে
যেমন ভূমে কান্দে ॥
দিয়া অপরূপ সোণার বিম্বুক
সাজে ব্যজনীর বুকে।
তাহে ঝলমল রতন কমল
ভাল শোভা চারিদিকে ॥
কিবা মনোহর দেখিতে সুন্দর
লক্ষের ব্যজনী খানি।
আর লিখে তায় বিশেষ উপায়
পূর্ব্ব পরিচয় বাণী ॥
চাঁদ সদাগরে সনকার তরে
চম্পক নগরে বাড়ী।
ছয় পুত্র তার চিত্র কৈল আর
ঘরে ছয় বধূ রাঁড়ী ॥
নগর নিবাসী এ পাড়া পড়সী
লিখে প্রতি জনে জনে।

সাতালি পর্ব্বতে লৌহ বাসরেতে
বেহুলা নখাই সনে॥
কঙ্কন কুবল লিখে অনুবল
আর লিখে বেজী শিখী।
নখাই পদেতে খাইল সর্পেতে
রবী শশী করে সাক্ষী॥
লিখে এত সব লোক কলরব
বেহুলা ভাসিয়া যায়।
লক্ষের ব্যজনী কামিলা আপনি
এক চিত্র কৈল তায়॥
চাঁদের দোসর নেড়াত নফর
আর লিখে ঝেউয়া চেড়ী।
কামিলা উল্লাস দেখিয়া বাতাস
ফিরায় সোণার দড়ী॥
এক রতি পতি ব্যজনী সংহতি
মিলিত বসন্ত সঙ্গে।
ব্যজনীর বায় তাপ দূরে যায়
শীতল লাগিছে অঙ্গে॥
বলিছে বিশাই বেহুলা নখাই
শুন তোরা এক ভাবে।
লক্ষের ব্যজনী গড়ে দিলাম আমি
ইহাতে সকলি পাবে॥
এত বলি কথা নিজ পুরী যথা
চলি গেল বিশ্বকর্ম্ম।

ভাবিয়া আপনি বেহুলা নাচনী
প্রাণনাথ কহি কর্ম্ম ॥
শুন প্রাণপতি কর অবগতি
কি হবে উপায় পিছে।
শুনি নখীন্দর করিল উত্তর
যে তোমার মনে আছে ॥
তোমার চরণে ভাবি মনে মনে
বেহুলা ডোমনী হইল।
ব্রাহ্মণি চরণে ক্ষমানন্দ ভণে
দেবী যারে কৃপা কৈল ॥

বেহুলার শ্বশুরালয়ে গমন।

লক্ষের ব্যজনী লইয়া বেহুলা নাচনী।
ডোমনীর বেশ রামা ধরিল আপনি ॥
রজত মাকড়ী কাণে ঘন ঘন দোলে।
ডাগর রসের কাঁটি গাঁথি দিল গলে ॥
নখীন্দর হইল ডোম বেহুলা ডোঁমনী।
সঘনে ফিরায় রামা লক্ষের ব্যজনী ॥
এইরূপে বেহুলা নখাই দুই জন।
চাঁদ বেণের বাটীর কিছু শুনহ কথন ॥
নখার ছয় মাসিক দেয় চাঁদ সদাগর।
হেথা জীয়ে আইল বেহুলা নখীন্দর ॥
হেনকালে চাঁদ বেণের বধূ ছয় জন।
জল আনিবারে তারা করিছে গমন ॥

ধীরে ধীরে যায় রাঁড়ী কুম্ভ করি কক্ষে।
চাঁপাতলার ঘাটে শোভা হেরিল স্বচক্ষে॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা ঘাটে ভাসে কাহার রমণী।
কেন ঘন ফিরাইছে লক্ষের ব্যজনী॥
জিজ্ঞাস না ওগো দিদি বেচে কি না বেচে।
এত বলি ছয় রাঁড়ী গেল তার কাছে॥
তারা ছয় জায় বলে শুনগো ডোমনী।
কত মূল্য হলে তুমি বেচিবে ব্যজনী॥
ডোমনী বলেন যদি লক্ষ তঙ্কা পাই।
লক্ষের ব্যজনী তবে বেচি তোর ঠাঁই॥
লক্ষের এক উন হইলে না বেচি ব্যজনী।
ছয় জায় এই কথা কহিল নাচনী॥
বেহুলা সবারে চিনে তারা নাহি চিনে।
তারা ছয় জায় অনুমান করে মনে॥
রঙ্গিনী ডোমনী তুমি লক্ষ তঙ্কা চাও।
কতধন উপার্জ্জিবে ব্যজনীর ব্যয়॥
বেহুলা বলেন তোরা নিষ্ঠুর সর্ব্বজন।
তেকারণে বিধবা হইয়াছ কেমন॥
যেজন সুজন হয় পরম রসিক।
ব্যজনী কিনিতে পারে লক্ষের অধিক॥
আম্মার ব্যজনীর উঠে সুশীতল বায়।
অমূল্য ব্যজনী লবে সাত পুত্রের মায়॥
তারা ছয় জায় বলে আইস মোর বাড়ী।
লক্ষের ব্যজনী লবেন আমার শাশুড়ি॥

বেহুলা বলেন তবে তথা যাব চল।
কার বাটী জল বহ মোর আগে বল॥
চাঁদ বেণের ছয় বধূ বড়ই রসিক।
বলে নখীন্দরের আজি হতেছে মাসিক॥
চাঁদ বেণের বধূ মোরা সর্ব্বলোকে জানে।
এত শুনি বেহুলা হাসিল মনে মনে॥
তারা ছয় জন চলে কাঁকে কুম্ভ লইয়া।
ডোমনী চলিল তার পশ্চাৎ হইয়া॥
কক্ষের কলসী তারা থুয়ে ভূমিতলে।
ডোমনীর কথা তারা শাশুড়ীকে বলে॥
এক কথা নিবেদন শুন ঠাকুরাণী।
ডোমনী এনেছে অতি বিচিত্র ব্যজনী॥
শুনিয়া সনকা আইল কিনিতে ব্যজনী।
বেহুলারে নাহি চিনে সনকা বেণেনী॥
সনকা কহিল তারে তোমার কি নাম।
কোথার ডোমনী তুমি থাক কোন গ্রাম॥
ডোমনী তাহারে কহে প্রবঞ্চনা কথা।
বেহুলা ডোমনী নাম সায় ডোম পিতা।
চাঁদ ডোম শ্বশুর নখাই ডোম পতি।
অতি হীন কুলে জন্ম মোরা ডোম জাতি॥
ধূচনি চুপড়ি বুনি আর বুনি কুলা।
শেঁচনী ব্যজনী বুনি আর বুনি ডালা॥
বুনিয়া নগরে বেচি জাতি অনুসারে।
নখাই আমার ডোম আছে নিজ ঘরে॥

আমার ব্যজনী খানি লক্ষ টাকা মূল্য।
চাঁদ ঝল মল করে কনকের ফুল ॥
বদনে বসন্ত আইল ব্যজনীর বায়।
নিদ্রার কালেতে লাগে সুশীতল গায় ॥
যে জন সুজন বড় হয়ত রসিক।
ব্যজনী কিনিবে দিয়া লক্ষের অধিক ॥
বেহুলা নখার নামে পূর্ব্ব শোক জাগে।
সনকা ক্রন্দন করে ডোমনীর আগে ॥
সজল নয়ন তাহে শোকাকুল হইল।
বেহুলা নখাই মোর কোথা তারা গেল ॥
পরম দারুণ শোক দিল মোরে যম।
শাপে বুঝি বেহুলা নখাই হৈল ডোম ॥
সনকা বলেন শুন হেদে গো ডোমনী।
হের আন দেখি কেমন লক্ষের ব্যজনী ॥
এত শুনি ডোমনী দাণ্ডায় এক ভীতে।
লক্ষের ব্যজনী দিল সবাকার হাতে ॥
লক্ষের ব্যজনী তবে সনকা বেণেনি।
ভালমতে নিরীক্ষণ করেন আপনি ॥
ব্যজনীর গাত্রে দেখে নিজ পরিজন।
মনসা মঙ্গল ক্ষমানন্দ বিরচন ॥

লক্ষের ব্যজনী সনকা আপনি
যদি কৈল নিরীক্ষণ।
তাহে সম্বলিত দেখে বিপরীত
আপনার পরিজন ॥

বেহুলা নখাই লিখিত তথাই
বিচিত্র ব্যজনীর পাতে।
পুত্র ছয় জন মঙ্গল কথন
চৌদ্দ ডিঙ্গা তার সাতে॥
দেখি এত সব ব্যজনী কিনিব
কে এত গঠন জানে।
ব্যজনী দেখিয়া স্থির নহে হিয়া
শোক জাগে পোড়া প্রাণে॥
কান্দিয়া বেণেনী বলিছে ডোমনী
মুখ তুলি কহ কথা।
দেখিয়া তোমায় আমার হৃদয়
জাগে পূর্ব্ব শোক ব্যথা॥
চিনিতে না পারি করো না চাতুরী
বেহুলা বটে গো তুমি।
দেহ পরিচয় যুড়াক হৃদয়
তোমার শ্বাশুড়ী আমি॥
বলেন ডোমনী শুন ঠাকুরাণী
মোরা ডোম জাতি হীন।
আমি যে তোমার বধূর আকার
কি পাইলে তার চিন॥
ধূচনী চুপড়ী বেচি বাড়ী বাড়ী
জেতের ব্যাভার হেন।
আমারে দেখিয়া তুমি কি লাগিয়া
রোদন করিছ কেন॥

সনকা বেণেনী সঘনে আপনি
নেহালে ডোমনীর মুখ।
বেহুলার শোকে দেখিয়া তোমাকে
বিদরে আমার বুক ॥
না দেখি না শুনি এ হেন ব্যজনী
কেবা দিল তোর হাতে।
পুত্র পরিজন ইথে কি কারণ
চিত্র ব্যজনীর পাতে ॥
বলেন ডোমনি লক্ষের ব্যজনী
আমরা গড়িতে জানি।
ক্ষমানন্দ কয় পূর্ব্ব পরিচয়
শুন সুমঙ্গল বাণী ॥

সনকা ব্যজনী দেখে মাগে পরিচয়।
পূর্ব্ব কথা বেহুলা যে শ্বাশুড়ীরে কয় ॥
শুন গো শ্বাশুড়ী বলি তব পদতলে।
সেই যে ভাসিয়া গেলাম মড়া লইয়া কোলে ॥
আমি ত বেহুলা বটে না কান্দিহ আর।
প্রাণপতি জীয়াইলাম পূর্ব্ব সমাচার ॥
সনকা বলেন বেহুলা কোথা হৈতে আইলে।
দুর্ল্লভ নখাই মোর না জানি কি কৈলে ॥
বেহুলা বলেন তুমি না হও কাতর।
কপাট ঘুচায়ে দেখ লোহার বাসর ॥
সেই হৈতে দ্বীপ যদি ছয় মাস জলে।
মরা পুত্র জীয়ন্ত এখনি পাবে কোলে ॥

এত শুনি সনকা যে হরষিতা হইয়া।
লোহার বাসরে দেখে কপাট ঘুচাইয়া॥
সিজান ধান্যের গাছ লোহার বাসরে।
কড়ার তৈলেতে দ্বীপ আছে আলো করে॥
সনকা দেখিয়া হৈল হৃদয়ে উল্লাস।
হাত বাড়াইয়া যেন পাইল আকাশ॥
বিষাদ ত্যজিয়া রামা আনন্দিত মনে।
বেহুলার গলা ধরি কান্দে পুরজনে॥
কহ গো সাবিত্রী সতী কুশল বারতা।
প্রাণপতি জীয়াইয়া রাখি আইলে কোথা॥
দেখাইয়া প্রাণ রাখ বেহুলা গো ধন্যা।
এ তিন ভুবনে তুমি পতিব্রতা কন্যা॥
বেহুলা বলেন মোর শ্বশুর পাগল।
মনসা সহিত কেন করে গণ্ডগোল॥
মনসার সনে তিনি ঘুচান বিবাদ।
পূর্ব্ব শাপ বিমোচন অভয় প্রসাদ॥
বেহুলা বলেন শুন সনকা শ্বাশুড়ী।
এক নিবেদন করি তব পায়ে পড়ি॥
মনসার পূজা করুন আমার শ্বশুর।
চৌদ্দ ডিঙ্গা আনি দিব ছয়টী ভাশুর॥
সনকা বলেন তবে আর কিবা চাই॥
চরণে পড়িয়া আগে সাধুরে বুঝাই॥
নেড়া গিয়া ধায়ে বলে শুন সদাগর।
পুনরপি জীয়ে আইল বেহুলা নখান্দর॥

শুনিয়া যে চাঁদবেণে হরষিত হইল।
স্কন্ধে হেতালের বাড়ি নাচিতে লাগিল॥
কোথা সে বেহুলা আইল কোথা সে নখাই।
মরা পুত্র জীয়ন্ত পুনশ্চ যদি পাই॥
তবে সে পূজিব আমি মনসার বারি।
শুনি আনন্দিত হইল পরিজন তারি॥
আপন শ্বশুরে রামা কহে প্রবোধিয়া।
চৌদ্দ ডিঙ্গা ভাসে জলে দেখনা আসিয়া॥
ছয় ভাই মোর ভাশুর নখীন্দর পতি।
বহিত্র দেখিবে যদি চল শীঘ্র গতি॥
এত শুনি চাঁদবেণে মহানন্দে ভুলে।
লম্ফ দিয়া তখনি উঠিল গিয়া দোলে॥
দোলায় উঠিয়া সাধু চৌদিকে নেহালে।
চৌদ্দ ডিঙ্গা দেখে সাধু গাঙ্গুড়ের জলে॥
দেখিয়া শুনিয়া তার বাড়িল উল্লাস।
হাত বাড়াইয়া যেন পাইল আকাশ॥
বেহুলারে ধন্য ধন্য সর্ব্বলোকে বলে।
মৃত পতি জীয়াইলে কোন্ পুণ্য ফলে॥
হেন মনসার সনে করহ বিবাদ।
এবে তাঁর পূজা কর না ভাব বিষাদ॥
হারাইলে পায় আর মরিলে বাহুড়ে।
হেন দেবের পূজা কর জন্ম জন্মান্তরে॥
চাঁদবেণে বলে আমি তবে পূজি তায়।
শুষ্ক ডাঙ্গায় চৌদ্দ ডিঙ্গা ঘরে যদি যায়॥

সর্ব্বলোকে বলে সাধু তুমি হে পাগল।
তরণী নাহিক চলে বিহনেতে জল॥
বেহুলা বলেন মাতা জয় বিষহরি।
আমি তোমার ব্রতদাসী বেহুলা সুন্দরী॥
আমার শ্বশুর চাঁদ বড়ই অবুঝ।
আপনি প্রচার কর আপনার পূজ॥
যেমন মোরে কৃপা কৈলে কৃপাময়ী হইয়া।
বহিত্র বাহিয়া দেহ ভুজঙ্গকে দিয়া॥
ক্ষমানন্দ বিরচিল সুমধুর বাণী।
মনসা চরণ স্মরে বেহুলা নাচনী॥

জানিয়া জগাতী রাখিবারে খ্যাতি
লইলা আপন পূজা।
আনন্দ বিশেষ করিলা আদেশ
শুন ফণী মহাতেজা॥
চাঁদ সদাগর বড় দুরাচার
নাহি করে মোর ধ্যান।
আমার বচনে যত ফণীগণে
বহ ডিঙ্গা চৌদ্দ খান॥
যদি সে জগাতী দিলেন আরতি
চলে চারি শত অহি।
বহিত্র লইয়া পৃষ্ঠে বসাইয়া
দিল চাঁদের বাটীতে বহি॥
চাঁদ ভাগ্যবান ডিঙ্গা চৌদ্দ খান
নাগেতে বহিয়া দিল।

উল্লাসিত হৈয়া পুত্রবধূ লৈয়া
ঘরেতে বসাইল ॥
জ্বালি ধুপ ধূনা বিয়াল্লিস বাজনা
বহিত্র অর্চ্চনা করে।
মঙ্গল শঙ্খধ্বনি ঘন ঘন শুনি
দেবী প্রসন্ন যারে ॥
পুণ্য অতিশয় সর্ব্বলোকে কয়
এ সব না দেখি কভু।
পাইয়া এত ধন দেবীর চরণ
সাধু নাহি পূজে তবু ॥
সনকা বেণেনী বলিছে আপনি
শুন সাধু সদাগর।
যেই বিষহরি ছিল তব অরি
তুমি তার পূজা কর ॥
তাহার কারণ পাইয়া প্রাণদান
ছয়টী পুত্র মোর জীল।
মড়া নখীন্দর জীয়ে আইল ঘর
চৌদ্দ ডিঙ্গা বাহড়িল ॥
শুন অধিকারী নিবেদন করি
এ ফল কাহার ঘটে।
ঘুচুক বিবাদ মাগহ প্রসাদ
কাজ নাহি আর হটে ॥
সৃজন পালন করে যেই জন
তারে তুমি নাহি চিন।

মরা পুত্রগণ পাইল জীবন
তব বড় শুভ দিন ॥
দেখিয়া নয়নে ওহে চাঁদবেণে
সাক্ষাৎ স্বরূপে পূজ ।
এই মম কথা না কর অন্যথা
যদি সবিশেষ বুঝ ॥
পাবে প্রতিকার তাহা বিনা আর
নাহি চতুর্দ্দশ মাঝে ।
বিষম বিবাদে এড়াবে প্রমাদে
যে তাঁর চরণ পূজে ॥
পড়ি তার পায় সনকা বুঝায়
সাধুর কুমতি নাশে ।
মনসা চরণ পরম কারণ
রচিল কেতকা দাসে ॥

সাধুর মনসা পূজা।

সনকা বলেন যত সাধু নাহি শুনে ।
চারি ভিতে বুঝান অমাত্য বন্ধুগণে ॥
মনসার সনে আর না কর বিবাদ ।
পূজহ তাঁহার পদ মাগহ প্রসাদ ॥
বিধবা আছিল তোর বধূ ছয় জনা ।
দেবীর প্রসাদে তারা পরে শঙ্খ সোণা
হেন মনসার পূজা কর সদাগর ।
দেবতা সহিত বাদ এ বড় দুষ্কর ॥

চাঁদবেণে বলে মম বড় অপমান।
কেমনে করিব মনে মনসার ধ্যান॥
বাদ বিসম্বাদ ছিল যাহার সনে কালি।
কোন লাজে তাহার লইব পদধূলী॥
চেঙ্গমুড়ী বলিয়া যাহারে দিলাম গালি।
কোন মুখে তার আগে হব পুটঞ্জলি॥
এই বড় অপমান হইল আমার।
কেমনে পুজিব পদ দেবী মনসার॥
যেই হাতে পূজি আমি সোণার গন্ধেশ্বরী।
কেমনে পূজিব তাহে জয় বিষহরি॥
সাবিত্রী সমান হৈল পুত্রবধূ মোর।
ঘরেতে পাইলাম চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর॥
হেন মনসার পূজা নাহি করি যদি।
বিপাকে হারাই যদি হাতে পাইয়া নিধি॥
এতেক ভাবিয়া সাধু হইল সুমতি।
বিবাদ ঘুচিল এবে পূজিল জগাতী॥
পরম হরিষ হইল চাঁদসদাগর।
দেবী পূজা আরম্ভিল পূরীর ভিতর॥
কুল পুরোহিতে আনে দ্বিজ জনার্দ্দন।
পূজা দেখিবারে আইল লক্ষ লক্ষ জন॥
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত হৈল শুবর্ণের ঝারি।
সিন্দুর মণ্ডিত কৈল দিয়া পুষ্পবারি॥
বসনাদি দিয়া আনে কুল পুরোহিতে।
আনন্দে বসিল সাধু জগাতী পূজিতে॥

কনকের ঘটে আরোপিলা সিজ ডালা।
কাঁচা দুগ্ধ দিল ঢালি আর পুষ্পমালা॥
সুবর্ণের থালে খুরী সুবর্ণের ঝারী।
নানা উপহারেতে নৈবেদ্য সারি সারি॥
আতপ তণ্ডুল কলা লুচি আর পক্কান্ন।
ঘৃত মধু ক্ষীরখণ্ড বিবিধ মিষ্টান্ন॥
নানাবিধ মিষ্টান্ন আর শাঁচা নবাত।
দেবী পূজা করে সাধু পূরে মনোরথ॥
পাকা অম্র তাল ফল উত্তম খর্জ্জুর।
কনকের থালে কৈল আমান্ন প্রচুর॥
ধুপ ধূনা আদি করি ঘৃতের প্রদীপ।
যেই রূপে সদাগর নিত্য পূজে শিব॥
নানা প্রকার বাদ্য বাজে কাড়া পড়া ঢোল
কায়ের মঙ্গল গান মধুর সুবোল॥
স্বপুরী সহিত সাধু করে দেবী পূজা।
উরগো উরগো দেবী সুরতর তেজা॥
পূর্ব্ব দুঃখ দোষ ক্ষম আপনার দাসে।
মনসার নাম জপে মনে ভয় বাসে॥
পুঁথি হাতে মন্ত্র জপ করে দ্বিজবর।
পূজে পঞ্চ দেবতায় চাঁদ সদাগর॥
মহোৎসব আনন্দ হইল বহুতর।
মনসাকে চিন্তা করে চাঁদ সদাগর॥
মনসা জগাতী হেতা জানিল অন্তরে।
অস্থির হইল দেবী সিজুয়া শিখরে॥

চাঁদ বেণে পূজে যদি মনসার বারি।
বর দিয়া আসি গিয়া বলেন খরতরী ॥
সাধুর ভবনে পড়ে জয় জয় ধ্বনি।
মনেতে জানিল বিষহরি ঠাকুরাণী ॥
লইতে চাঁদের পূজা জয় বিষহরি।
ঊন কোটি নাগ লইয়া উলে মর্ত্তপুরী ॥
অন্তরীক্ষে রহে দেবী চাঁদবেণের ভয়।
মনসা মঙ্গল গীত ক্ষমানন্দ কয়॥
চাঁদ বেণের শঙ্কা দেবীর আছয়ে হৃদয়।
তেকারণে বিষহরি না হয় সদয় ॥
বুঝিতে না পারি দুষ্ট চাঁদ বেণের কথা।
হেঁতাল-বাড়িতে পাছে ভাঙ্গে মম মাথা ॥
অন্তরীক্ষে ডাকি বলে জয় বিষহরি।
আমার বচন শুন চাঁদ অধিকারী ॥
এত দিন তোমার সনে আছিল বিবাদ।
সদয় হইলাম তোরে করিব প্রসাদ ॥
যদি পূজা আমারে করিবে চাঁদ বেণে।
হেঁতালের বাড়ি গাছি আগে ফেল টেনে ॥
একথা শুনিয়া হইল চাঁদ বেণের হাস।
হেঁতালের বাড়িতে আর নাহি কর ত্রাস ॥
হারা মরা পাইলাম তোমার প্রসাদ।
পূজিব তোমার পদ না করিব বাদ ॥
সুরহরতেজা সিদ্ধ বিপিনবাসিনী।
কত দিন পাপ চক্ষে তোমারে না চিনি ॥

বেহুলা বিনয় করে আপন শ্বশুরে।
হেঁতালের বাড়ি তুমি টেনে ফেল দূরে॥
শুনিয়া বধূর কথা চাঁদ সদাগর।
হেঁতালের বাড়ী টেনে ফেলে দূরতর॥
তবে সে মনসা তারে হইল পরিতোষ।
পূজা লইতে উত্তরিলা ক্ষমি সর্ব্ব দোষ॥
নিজরূপে অবতার মনসা কুমারী।
তব পাদপদ্ম ভাবে চাঁদ অধিকারী॥
উনকোটি ভুজঙ্গ মনসার অনুচর।
আগে সর্প পূজা করে চাঁদ সদাগর॥
এত দিনে সাঙ্গ চাঁদ মনসার বাদ।
ক্ষমানন্দ বলে দেবী কর গো প্রসাদ॥

মনসা বলেন বেণে শুন হয়ে এক মনে
আমি দেবী জয় বিষহরি।
মহেশ আমার বাপ অনুকুল যত সাপ
ইহার ভরসা মাত্র করি॥
ভুজঙ্গ জননী কয় আমার উচিত নয়
ভুজঙ্গ ছাড়িয়া লইতে পূজা।
তবে ঘুচে মনস্তাপ আগে পূজ যত সাপ
যদি সাধু তুমি হও বুঝা॥
মনসার বোল শুনে হরষিত চাঁদ বেণে
পূজা করে যতেক ভুজঙ্গ।
চাঁদ দেয় পুষ্প পাণি শুনিয়া যতেক ফণী
সবার অন্তরে বাড়ে রঙ্গ॥

বাসুকি ডাকিছে কোপে পাতালের নাগলোকে
চল যাই দেবী আছেন যথা।
কুল কুল শব্দ করি ছাড়িল পাতাল পুরী
কেন ডাকেন বিষহরি মাতা॥
আর যত অহি কুল হইল চাঁদের ফুল
গর্জ্জন করিয়া ঘোরতর।
বিষম দেবীর ফণী মোরে এসে খায় জানি
কান্দে চাঁদ হইয়া কাতর॥
মনসা বলেন চাঁদ অকারণে কেন কাঁদ
যত ফণী পূজ একবারে।
সকল সর্পের নামে পুষ্প দেহ এক স্থানে
হবে তারা সন্তোষ অন্তরে॥
একে একে পূজে যদি তিন লক্ষ মাসাবধি
তবু নাহি হবে অবশেষ।
আমার ভুজঙ্গ যত সংখ্যা নাহি হয় কত
সর্পেতে ভরিল তিন দেশ॥
দেবীর বচনে তার মনে লাগে চমৎকার
তুমি গো বিষম খরতরি।
সৃজন পালন তুমি আকাশ পাতাল ভূমি
তব গুণ কি বলিতে পারি॥
পূজিয়া যতেক ফণী তবে চাঁদ গুণমণি
দেবী পদ ধ্যান মনে করি।
তবে চাঁদ অধিকারী পূজে জয় বিষহরি
যার গুণে সীমা দিতে নারি॥

নানাবিধ উপহারে শত বলিদান করে
আনন্দিত নিজ পরিবারে।
ক্ষমানন্দ কহে মাতা শুন গো হরের সূতা
পদছায়া দেহগো আমারে ॥
গলায় বসন দিয়া চাঁদ বেণে দাণ্ডাইয়া
মনসারে কহে স্তুতি বাণী।
দেবের দেবতা শিব নিস্তার কারণ জীব
তব স্তুতি কি বলিতে জানি ॥
দেবাসুর নাগ নর পশু পক্ষী জলচর
তুমি সরাকার পরিত্রাণ।
বলে চাঁদ অধিকারী আমি মূল মন্ত্র ধরি
কি বলিব দেবী তব ধ্যান ॥
তুমি দেবী ভগবতী অযোনিসম্ভবা সতী
অনন্তাদি পাতালবাসিনী।
রামের ভাবিনী সীতা লক্ষ্মী স্বরূপিনী মাতা
মহাকাল রাত্রি তমস্বিনী ॥
তুমি ভুজঙ্গের মাতা আকাশ পাতাল যথা
ত্রিভুবনে তোমার গমন।
জগতে তোমার মায়া তুমি গতি গঙ্গা গয়া
স্তুতি নাহি জানে দেবগণ ॥
ক্ষীরোদ মন্থন কালে দেবতা অসুর মিলে
বিষ খায়ে ঢলে পঞ্চমুখে।
শত শত মুণ্ড ধর আর চন্দ্র পুরন্দর
ধ্যানেতে বলিতে নারে যাঁকে ॥

পাতালের নাগ লোক তুমি তার হর শোক
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব দাতা দেবী।
কনক পুরীর মাঝে রাবণ হইল রাজে
যাহার জনক পদ সেবী॥
আদ্যাশক্তি সনাতনী তুমি মুক্তি প্রদায়িনী
জগতের গৌরী মহামায়া।
যার সৃষ্টি ত্রিভুবন হর মহেশের মন
আর কি বুঝিব তাঁর মায়া॥
অযোনিসম্ভবা হইয়া মন্থনেতে জন্মাইয়া
লক্ষ্মীরূপা হৈলা নারায়ণী।
প্রলয় যুগান্তকালে বিষ্ণুনাভি সুকোমলে
বিধি মুখে হইলে বেদ বাণী॥
মহামুনি জরৎকার তুমি গো গৃহিণী তাঁর
আস্তিক মুনির হও মাতা।
ফণীন্দ্র সহস্র মুখে স্তবন করিল যাঁকে
যাঁর গুণ অগোচর ধাতা॥
তুমি গো জগতের মাই বাসুকি তোমার ভাই
সুমতি দেবতা ঋষি মুনি।
সকল মঙ্গল কর তুমি সর্ব্ব অগোচর
শক্তিরূপা শিব প্রদায়িনী॥
কর মাতা শুভদৃষ্টি সৃজন পালন সৃষ্টি
সংহারকারিণী বিষহরি।
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল তুমি স্থল তুমি জল
মনোরূপা মনসা কুমারী॥

হারায়ে পাইলাম ধন মৃত পুত্র সাত জন
তোমার প্রসাদে আইল জীয়ে।
সংসারে রাখিলে যশ নহে ধন পরিতোষ
তোমারে তুষিব কিবা দিয়ে॥
ঘুচুক পূর্ব্বের বাদ যত কৈলাম অপরাধ
সেবকের কত লবে দোষ।
চাঁদ কহে স্তুতি বাণী হরের নন্দিনী শুনি
মনসা মনেতে পরিতোষ॥
শুন চাঁদ অধিকারী তুমি মম ছিলে অরি
আজি হৈতে ঘুচিল বিবাদ।
পূজিলে আমার পদ তব অভিলাষ সিদ্ধ
লহ মম মাল্য প্রসাদ॥
বিবাদ ঘুচিল যত তোর পূর্ণ হৈল ব্রত
কল্যাণ করেন বিষহরি।
নিভাইল যত শোক ধন্য ধন্য বলে লোক
লক্ষ্মী রূপা বেহুলা সুন্দরী॥
বেহুলা ভাসিয়া গেল দুকুল করিল আল
ধন্য ধন্য বেহুলা সুন্দরী।
বিসম্বাদ যত ছিল আজি সব দূর হৈল
সর্ব্ব লোক বল হরি হরি॥
সমুদ্র মাতায় জল হয় যেন উরু তল
সনকার তেমন বিধান।
পুত্র বধূ আগে পাছে মধ্যখানে বুড়ি নাচে
হরি বল আমি ভাগ্যবান॥

চম্পক নগর মাঝে নানারূপে বাদ্য বাজে
ঘরে ঘরে মনসার পূজা।
মহোৎসব কোলাহল বাজায় খমক ঢোল
সর্প খেলে ঝাঁপানিয়া ওঝা॥
আনন্দিত গীত নাটে কেহ বা ছাগল কাটে
করে তখন জয় জয় ধ্বনি।
অমূল্য সিজের ডাল আরোপিয়া পুষ্পমাল
পূজিল দেবতা ঋষি মুনি॥
সেই অবধি মনসার পূজা হইল প্রচার
যে দিন পূজিল চাঁদবেণে।
মনসা মঙ্গল গীত ক্ষমানন্দ বিরচিত
হরি বল পুণ্য কথা শুনে॥

অষ্টমঙ্গলা।

বলে দেবী বিশ্বমাতা শুন সুমঙ্গল কথা
আমার পূজার ইতিহাস।
যেই জন এক মনে এ সব কাহিনী শুনে
তাহার বিপদ হয় নাশ॥
যখন না ছিল মহী তার পূর্ব্ব কথা কহি
ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান।
প্রলয় যুগান্ত কালে পৃথিবী ডুবিল জলে
একমাত্র ছিলেন ভগবান॥
আদ্যরূপ সনাতন সৃজিলেন ত্রিভুবন
শক্তিরূপা আর মহাশয়।

প্রলয় পদ্মের ফুলে মহেশের বীর্য্য টলে
অধোমুখে পদ্মনাভ রয়॥
জন্মিয়া পাতালপুরী পরাপর নাম ধরি
মন রূপে মনসা কুমারী।
বাপে ঝিয়ে পরিচয় শুনি হর মৃত্যুঞ্জয়
আমা লৈয়া গেলা নিজ পুরী॥
সতাই সহিত দ্বন্দ লোচন হইল অন্ধ
বাপ থুইল নিজ বসবাসে।
বলে দেবী ঠাকুরাণী সিজবননিবাসিনী
চিরকাল ছিলাম হুতাশে॥
কামধেনু সত্যযুগে থাকিতেন সুরলোকে
পালন করিল সুরপতি।
বিধি বিড়ম্বিল তায় কৈলাসে চরিতে যায়
তথায় হরগৌরীর বসতি॥
শ্রীরামতুলসী তথা অতি সুকোমল পাতা
কপিলা খাইল অতি লোভে।
তুলসী ছেদন দেখি মহাদেব হৈল দুঃখী
কপিলারে শাপ দিল কোপে॥
কামধেনু গোলোকের শাপ হইল মহেশের
এই হেতু আইল ভূমণ্ডলে।
মনোমত মহাকায় বনে হারাইয়া মায়
তৃষ্ণায় শোষিল জলনিধি।
পুনঃ কপিলায় পায় সমুদ্র পূরণ হয়
তথা গেলেন হরিহর বিধি॥

মন্দির করিয়া দণ্ড কুম্ভ করিয়া ভাণ্ড
তাহাতে বাসুকী হৈল ডোর।
দেব দৈত্য সর্ব্বজনে মন্থনের দড়ি টানে
মহাশব্দ হইল সঘোর॥
ক্ষীরোদ মন্থন করে উপজে নানা প্রকারে
যেই যাহা করিল সমর্পণ।
এ তিন ভুবন জিনি উঠে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী
তাহে মত্ত হইল নারায়ণ॥
চন্দ্র গেলেন চন্দ্রলোক ধন্বন্তরি হয়ে শোক
দেবতা করিল সুধা পান।
ঐরাবত পারিজাত হর্ষে নিলা শচীনাথ
বিষ পাইয়া চলিল ঈশান॥
দেবী মনে মহেশ্বরী মহেশের বিষহরি
অহিকুলে দিল হলাহল।
মন্থন করিল নিধি মনসার পূজা বিধি
চাঁদবেণের বাড়ব অনল॥
কর্ম্মমাত্র সদাগর বিল্বপত্রে পূজে হর
সাগরে ডুবিল ধনঞ্জয়।
সৃষ্টিকর্ত্তা মহাশয় যার যেই মনে হয়
সেই কালে করিল নির্ণয়॥
মহামুনি জরৎকার পতি হইল মনসার
তাঁর পুত্র হন আস্তিক মুনি।
আস্তিক মুনির মাই পাতালে বাসুকী ভাই
নাম দেবীর ত্রৈলোক্যতারিণী॥

রাখাল পূজিল বনে দূত মুখে তাহা শুনে
কোপে জ্বলে-হাসন হোসন।
মজাতে হাসেন পুরী কোপে জ্বলে বিষহরি
পলাইল সকল যবন॥
নিছনীর ঝালু রাজা করে মনসার পূজা
তাহা দেখি চাঁদ অধিকারী।
কোপে জ্বলে অধিকারী ভাঙ্গিল মনসার বারি
দেবী সনে বিসম্বাদ করি॥
বেশ্যার রূপ হইয়া সাধুর ভবনে গিয়া
হরিয়া লইল মহী জ্ঞান।
পুনঃ গিয়া ত্বরাত্বরি জ্ঞান দিল বিষহরি
পুনর্ব্বার সাধু হৈল সিয়ান॥
মনসা পুরাণ কথা শ্রীহরি বংশেতে গাঁথা
ইতিহাস বলিব তাহার।
ঊষা অনিরুদ্ধ গিয়া বেহুল্যা নখাই হৈয়া
ব্রত কথা করিহ প্রচার॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ ছিল দুই জনে বিভা হইল
বাসরে শুইল নখীন্দর।
মনসার মনস্তাপে তারে খাইল কালসাপে
বেহুলা ভাসিল দেশান্তর॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা লয়ে দেবতা সভায় গিয়ে
নাচে কন্যা বেহুলা নাচনী।
দেবী হৈলা পরিতোষ ক্ষমিয়া সকল দোষ
নখীন্দর পাইল পরাণী॥

সাত ডিঙ্গা ডুবে ছিল তাহে চৌদ্দ ডিঙ্গা হৈল
আর জীল ছয়টি ভাশুর।
এত দিনে অধিকারী পূজে মনসার বারি
চাঁদবেণে বেহুলা শ্বশুর॥
ভূজঙ্গজননী কয় কিবা দিব পরিচয়
অবশেষে দেখান যেরূপে।
মোর পিতা স্থরহর অখিল ভুবনেশ্বর
ব্রহ্মাণ্ড যাহার লোমকূপে॥
আকাশ পাতাল ভূমী নিস্তার কারণ তুমি
সতীরূপে সবাকার মাতা।
মহেশ্বর মহেশ্বরী মনোরূপা স্থকুমারী
লক্ষ্মীরূপে নারায়ণ যথা॥
তুমি দেবী আদ্যাশক্তি পূজা লইতে নানা মূর্ত্তি
নাম গুণ করি নানা ভেদ।
ব্রহ্মা বিহঙ্গম পৃষ্ঠে বিধাতার সন্নিকটে
যেখানে পড়েন চারি বেদ॥
স্থরপুরী আমি আছি হইয়া ইন্দ্রের শচী
মহিমা কারিণী মায়াধরী!
স্বত্ব রজ তমোগুণে বিধাতার গুণ জানে
কালেক বৈ নাহি দুই নারী॥
উড়িয়া হাসনহাটি মিলিবেক বৈদ্যবাটি
বহে জল প্রত্যক্ষ উজান।
স্বর্গ হৈতে পৃথিবীতে মনুষ্যের পূজা হৈতে
নারিকেল ডাঙ্গায় অধিষ্ঠান॥

সহজে উত্তর দেশে মনসা কুমারী বৈসে
কমলপুরে আমার বিশ্রাম।
সর্পাঘাতে যত মরে তাহা জীয়াইতে পারে
মহিমা বাড়াই বড় মান॥
রম্যস্থলে সেজুয়া তথা মৃণ্ময়ী পূজিয়া
তথায় আমার অধিষ্ঠান।
দ্বারিকানিবাসী গ্রাম গঙ্গার নিকটে ধাম
তথা থাকি করি গঙ্গাস্নান॥
মঙ্গলগ্রামে অবতরি সেবি জয় বিষহরি
ভক্তিভাবে পূজে সুরপুরে।
সকল ভুবন মাঝে মনসা কুমারী পূজে
অদ্য পূজা চম্পকনগরে॥
সর্ব্বলোকে জয়যুক্ত পূর্ণ হৈল তার ব্রত
কল্যাণ করিল বিষহরি।
অষ্টমঙ্গলা সায় ক্ষমানন্দ দাসে কয়
সর্ব্বলোকে বল হরি হরি॥

কলির উপাখ্যান।

শুনরে বেহুলা ঝিয়ে ছয় মাস মরি জীয়ে
তোর পতি দুর্ল্লভ নখাই।
করিলে আমার সেবা তোর তুল্য আছে কেবা
পুষ্পরথে চল স্বর্গে যাই॥
শুনি নখীন্দর হেতু তার বাপ মীনকেতু
পূর্ব্বে ছিল গোবিন্দের নাতি।

বাণের নন্দিনী উষা   আরাধিয়া কীর্ত্তিবাসা
এই হেতু ছিলেন উষাপতি ॥
বেহুলা নখাই হৈয়া   পৃথিবীতে জন্ম লইয়া
মোর পূজা করিলে প্রচার।
সর্ব্বলোক হর্ষযুক্ত   পূর্ণ হইল তোর ব্রত
এই কীর্ত্তি ঘুষিবে সংসারে ॥
চল সঙ্গে স্বর্গবাসে   কলিযুগ প্রবেশে
পুণ্যের শরীরে হবে পাপ।
অধর্ম্মে করিয়া জব্দ   ধর্ম্ম রহিবেন স্তব্ধ
পরিণামে পাবে মনস্তাপ ॥
কলির চরিত্র শুনে   করযোড়ে চাঁদবেণে
মনসার পদে করে স্তুতি।
কলির অধর্ম্ম পাকে   পৃথিবীর নরলোকে
বল দেখি কি হইবে গতি ॥
দেবী বলে সদাগর   পরিণামে হরি হর
কোথায় পাইত এই নাম।
ক্ষমানন্দ বলে বাণী   ভগবতী নারায়ণী
ভক্ত জনে না হইও বাম ॥

নখীন্দর বেহুলার স্বর্গে গমন।

শুনিয়া সকল কথা মনসার মুখে।
বেহুলা বলেন মাতা রব কোন সুখে ॥
সকল সম্পদ মম তোমার চরণ।
তোমার বিহনে মম অসার জীবন ॥

যদি জগতের মাতা হবে স্বর্গবাসী।
সঙ্গে করি লহ আপনার দাস দাসী ॥
এত শুনি মনসা দোঁহারে দিল জ্ঞান।
হেনকালে অন্তরীক্ষে আইল বিমান ॥
চাঁদ সদাগর কান্দে পুত্রবধূ মোহে।
বদন তিতিল দুটি নয়নের লোহে ॥
বিষম তোমার মায়া বুঝি বিপরীত।
সকল সম্পদ দিয়া করিলে বঞ্চিত ॥
বেহুলা নখাই লৈয়া যাও সুরপুরী।
কেমনে ধরিবে প্রাণ চাঁদ অধিকারী ॥
হেনকালে বিষহরি চাঁদেরে বুঝান।
অকারণে তুমি কেন কর অভিমান ॥
যত কিছু দেখ সাধু মায়ার কারণ।
স্থির হৈতে নারে যাহে দেব ত্রিলোচন ॥
মায়ার কারণ সব মোহ বলে লোক।
আপনি মরিয়া যাবে পর লাগি শোক ॥
এতেক বলিয়া দেবী দুইজনে লৈয়া।
সুরপুরী গেল মাতা শুভদৃষ্টি দিয়া ॥
ক্ষমানন্দ বিরচিল যোড়হাত করি।
অন্তে পার কর মাতা জয় বিষহরি ॥

মনসার ভাসান সমাপ্ত।

সূচিপত্র।

সমালোচন।

মনসার ভাসান কবে, কোন্ সনে রচিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। কবিকঙ্কণ, রামেশ্বর, রায়গুণাকর - ইহাঁরা সকলেই স্বরচিত গ্রন্থে ভণিতায় কাল নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু মনসার ভাসানরচয়িতা সেরূপ কোন ভণিতা রাখিয়া যান নাই।

ভাসানের গ্রন্থকর্ত্তা দুই জন। দুইজন কবি ভাগাভাগি করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন। একের নাম কেতকা দাস, অপরের নাম ক্ষেমানন্দ। এক পরিচ্ছেদ অথবা উপরি উপরি দুই তিন পরিচ্ছেদ কেতকা লিখিলেন, তার পর ক্ষেমানন্দ আবার দুই তিন পরিচ্ছেদ লিখিলেন। পরিচ্ছেদ শেষে ভণিতায় গ্রন্থকারগণ রচনায় আপনাপন পরিচয় দিয়া গিয়াছেন,—

জয় জয় মনসা, তুমি মা ভরসা,
রচিল কেতকা দাস।
ক্ষেমানন্দ কহে কবি রাঙ্গাবে রাখিবে দেবি।

ইংরেজ কবি বোমাণ্ট এবং ফ্লেচার এইরূপ একযোগে একত্র বসিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

ভাসানের কালনির্ণয়ের কি কোন উপায় নাই? আছে বৈকি? - ভাসানের "ভাষাই" আমাদের পথপ্রদর্শক। কাল-নিশ্বাসে পাষাণের রেখা মুছিয়া যাইতে পারে, কালে নদীর মুখ অন্য দিকে ধাবিত হইতে পারে, কিন্তু ভাষা-দেহ খাটিভাবে বজায় থাকিলে অনন্তকালেও তাহার কাল নির্ণয়ে ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারে না, মুখ দেখিলেই লোক চেনা যায়, জাতি চেনা যায়; ভাষা দেখিলেই, কোন কালের কবি বুঝা যায়। ভাষা, অন্ধকারে আলো।

ভাষা দেখিলেই বুঝা যায়, মনসার ভাসানরচয়িতাগণ, বাঙ্গালার অতি প্রাচীন কালের কবি। প্রাচীন কবি ছন্দে অক্ষর গণনার দিকে তত দৃষ্টি রাখিতেন না। তখন পয়ারে ১৪ অক্ষর ঠিক বজায় রাখা

একান্ত বিধেয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। মিত্রাক্ষরের দিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল না। প্রথম চণ্ডীদাস দেখুন ;—

তোমার প্রেমে বন্দী হইলাম শুন বিনোদ রায়।
তোমার বিনা মোর চিতে কিছু নাহি ভায়॥

* * * * * *

নিশি দিশি বন্ধু তোমায় পাসরিতে নারি।
চণ্ডীদাস কহে হিয়ায় রাথ স্থির করি॥

চণ্ডীদাসের কিছুকাল পরেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করেন। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে আজ প্রায় তিন শত বৎসর হইল, চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। কৃষ্ণদাসের ভাষা দেখুন।

এইরূপ কর্ণপূর লিখে স্থানে স্থানে।
প্রভু কৃপা কৈল যৈছে রূপ সনাতনে॥
মহাপ্রভুর যত বড় বড় ভক্ত মাত্র।

রূপ সনাতন সবার কৃপা গৌরব পাত্র॥
যদি কেহ দেশ যায় দেখি বৃন্দাবন।
তারে প্রশ্ন করেন প্রভুর পারিষদগণ॥

চৈতন্যচরিতামৃতের পরই কৃত্তিবাসের রামায়ণ জনসমাজে প্রচারিত হইল। মহাকবি কৃত্তিবাসও অক্ষর গণনার জন্য এক দিনও ভাবেন নাই। একটী কথা এখানে বলা উচিত। বাজারে এখন যে রামায়ণ কৃত্তিবাসের রচিত বলিয়া বিক্রীত হয়, বস্তুত তাহা কৃত্তিবাসের সম্পূর্ণ নহে। খাঁটী সোণায় বাট্টা চালান হইয়াছে। দুধে জল ঢালিলে পরিমাণে অধিক হয় বটে, কিন্তু তাহাতে দুধের ইহকাল-পরকাল নষ্ট হয়। এরূপ শুনা যায়, কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের পূর্ব্বতন অধ্যাপক ৺ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় কৃত্তিবাসের রামায়ণকে সংশোধন করেন। এখন বাজারে যে রামায়ণ পাওয়া যায়, তাহা তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক সংশোধিত। বোধ হয় তিনি কৃত্তিবাসের অক্ষর সাম্যের ব্যতিক্রম দেখিয়া, বুঝিয়াছিলেন, কৃত্তিবাস ভুল লিখিয়াছেন। তাই তিনি ১৪ অক্ষররূপ কলে

ফেলিয়া কৃত্তিবাসকে পেষিত করিয়াছেন।—হাড় গোড় চূর্ণ হইয়াছে, কবিত্বকুসুম শুকাইয়াছে। প্রাচীন হাতের রামায়ণ দেখ, আর ছাপার কেতাব দেখ—অনেক তফাৎ। ৺ জয়গোপাল কেবল বাদ দিয়াছেন, "অঙ্গদ রায়বার" টুকু। কৃত্তিবাসের রচনার কেমন তেজ দেখুন। রাম, বানর-সৈন্যে লঙ্কা বেষ্টন করিয়াছেন। লঙ্কাপতি ভীত, চমকিত। এমন সময়, যুবরাজ অঙ্গদ, মহাদম্ভে রাবণের রাজসভায় গিয়া উপস্থিত। রাবণ কতকটা ভয়ে, কতকটা ছলিবার জন্য অঙ্গদ সমক্ষে মায়াবলে সমগ্র সভাসদ সহ দশানন মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, কেবল পুত্র ইন্দ্রজিত পিতার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন না। অঙ্গদ, প্রকৃত রাবণকে চিনিতে না পারিয়া ভাবিয়াই আকুল। শেষে ইন্দ্রজিতকে দেখিয়া

অঙ্গদ বলে সত্য করে কওরে ইন্দ্রজিতা।
এই যত বসে আছে সবাই কি তোর পিতা॥
ধন্য রাণী মন্দোদরী ধন্য তোর মাকে।
এক যুবতী শতেক পতির ভাব কেমনে রাখে॥
কোন্ বাপ্ তোর চেড়ীর অন্ন খাইল পাতালে।
কোন্ বাপ্ তোর বাঁধা ছিল অর্জ্জুনের অশ্বশালে॥
কোন্ বাপ্ তোর ধনুক ভাঙ্গ্তে গেছিল মিথিলা।
কোন্ বাপ্ তোর কৈলাস তুলিতে গিয়াছিলা।
কোন্ বাপ্ তোর জব্দ হলো জামদগ্নের তেজে।
মোর বাপ্ তোর কোন্ বাপ্কে বেঁধেছিল লেজে॥
একে একে কহিলাম তোর সকল বাপের কথা।
এ সবাকে কাজ নাই তোর যোগী বাপ্টী কোথা॥
সুর্পণখা রাণ্ডী যারে করাইল দীক্ষা।
দণ্ডক কাননে যেবা মাগিয়া খায় ভিক্ষা॥

আর এক স্থলে প্রাচীন হস্ত লিখিত রামায়ণের ভাষা দেখুন;—

তারা বলে রাম তুমি জন্মিলা উত্তম কূলে।
আমার পতি কাটিলে তুমি প্যইয়া কোন্ ছলে॥

দেখাদেখি যুঝিতে যদি বুঝিতে প্রতাপ।
অদেখা মারিলে প্রভু বড় পাইলাম তাপ॥
প্রভু মোর শাপ না দিলেও করুণ হৃদয়।
আমি শাপ দিব যেন হয়ত নিশ্চয়॥
সীতা উদ্ধারিবে তুমি আপন বিক্রমে।
সীতা ঘরে আসিবেন, অনেক পরিশ্রমে॥
সীতা লইয়া ঘর করিবে হেন মনে আশ।
কতো দিন রহি সীতা ছাড়িবেন তোমা পাশ॥
তুমি যেমন কাঁদাইলে বানরের নারী।
তোমা কাঁদাইয়া সীতা যাবেন পাতালপুরী॥

পাঠক! কৃত্তিবাসের লেখার সহিত মুদ্রিত রামায়ণের ঐ অংশ টুকু মিলাইয়া দেখিলে বুঝিবেন উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কত! তর্কালঙ্কার মহাশয় কেবল যে ছন্দ বদলাইয়াছেন, এমন নহে,—মধ্যে মধ্যে নিজ রচনাও সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ফল কথা কৃত্তিবাসী মাটী হইয়াছেন।

বুঝিলাম, কৃত্তিবাসও অক্ষর গণনার দিকে দৃষ্টি দেন নাই। কবিকঙ্কণের সময় ভাষার একটু অধিক জমাট বাঁধিয়াছে, তথাচ তিনি অক্ষর গণিতে শিখেন নাই। মিত্রাক্ষরে ভাল মিল রাখিতেও তিনি জানেন না। তবে তাঁহার পূর্ব্বজন্মের এই সুকৃতি ছিল যে, তিনি জয়গোপালের সু-নজরে পড়েন নাই।

কেহ যেন না মনে করেন সুকবি না হইলে বুঝি অক্ষর গণিতে পারেন না। বলা বাহুল্য, প্রাচীন কবিদের মত সুকবি, বড় দরের কবি—আজ কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা আঙ্গুল-পাঁজি করিয়া এক-দুই-তিন করিয়া, পাবে পাবে অক্ষর গণিতেন না কাণের দ্বারা অক্ষর গণনা করিতেন। মনের দড়ী দিয়া ছন্দের দৈর্ঘ্য মাপিতেন। শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের মনের যাহা সুখকর, তাই ছন্দ। কবিকঙ্কণের কেমন মিষ্ট ছন্দ দেখুন দেখি—

করে বীর বেনের জোহার।
বেণে বলে ভাইপো এবে নাহি দেখি তো
এ তোর কেমন ব্যবহার॥
খুড়া! উঠিয়া প্রভাত কালে কাননে এড়িয়া জালে
হাতে শর চারি প্রহর ভ্রমি।
ফুল্লরা পসরা করে সন্ধ্যাকালে যাই ঘরে
এই হেতু নাহি দেখ তুমি॥

অন্য স্থানে—

চণ্ডীর কপালে ছিল বেদিয়ার পো।
কপালে তিলক দিতে সাপে মারে ছোঁ॥

ঘনরাম, রামেশ্বর, রামপ্রসাদ ;— ইহাঁরা ছন্দের পরিপাট্যের দিকে মন দেন ; ভারতচন্দ্র-ছন্দ চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়।

মনসার ভাসান গ্রন্থ সমগ্র পাঠ করিলে বিশেষ উপলব্ধি হইবে যে, কবিকঙ্কণ এবং কৃত্তিবাসের অব্যবহিত পরেই এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কেতকা দাস এবং ক্ষেমানন্দ দুই জন,— ঘনরাম, রামেশ্বর, রামপ্রসাদ এবং ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি। এস্থলে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম,— পাঠক স্বয়ং বিচার করিবেন। চাঁদবেণে মনসাদেবীর মায়ায়, সর্ব্বস্বহৃত হইয়া, ভিখারীর বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন। চাঁদবেণের নেড়া মাথা, মলিন কাপড়, অঙ্গ তৈলবিহীন এইরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া তিনি ঘরে ফিরিলেন। লোকলাজে দিবসে গৃহে প্রবেশ না করিয়া, রাত্রে আসাই স্থির হইল। ইত্যবসরে তিনি কলাবনে লুকাইয়া রহিলেন। কবি কেতকা দাস লিখিতেছেন ;—

দেবীর মায়ায় দুঃখ পাইয়া বিস্তর।
সাত ডিঙ্গা বাইয়া সাধু আইল ঘর॥
দিবসে না আইল সাধু লজ্জার কারণে।
লুকাইয়া চাঁদ বেণে রহে কলাবনে॥

হেনকালে বিষহরি জানিল মনেতে।
দৈবজ্ঞ হইয়া নিল পাঁজি পুঁথি হাতে॥
কপালে কাটিয়া ফোঁটা কক্ষতলে পুঁথি।
সাধুর বাটীতে তখন চলিল জগাতী॥
দৈবজ্ঞ দেখিয়া দিল বসিতে আসন।
ভূমে খড়ি পাতি করে গণনপঠন॥
গণক বলেন শুন সনকা সুন্দরী।
সম্প্রতি তোমার বাটী আজি হবে চুরী॥
মাথায় নাহিক চুল পরিধানে টেনা।
সাবধানে থাকিবে আসিবে এক জনা॥
ধরিয়া তাহার তরে মারিও মারণ।
গণক এতেক বলি করিল গমন॥
নিজ বেশে নিজালয় গেলেন কমলা।
চাঁদবেণে বনে বনে আইসে হেন বেলা॥
লজ্জায় না গেল সাধু দিবসের পাকে।
কলাবনে চাঁদবেণে লুকাইয়া থাকে॥
কলাবন হৈতে বেণে উঁকি দিয়া চায়।
বাহির উঠানে দেখে নথাই খেলায়॥
হেনকালে ঝেইরা চেড়ী গেল কলাবনে।
চোরের আকৃতি তথা দেখে একজনে॥
ধাইয়া গিয়া ঝেউরা চেড়ী সনকারে কয়।
কলাবনে কেটা নড়ে দেখে লাগে ভয়॥
শুনিয়া ধাইল তথা সনকা বেণেনী।
কলাবনে কেটা নড়ে কর্ণপাতি শুনি॥
কলাবনে চাঁদবেণে খুস্থুর খুস্থুর নড়ে।
লম্ফ দিয়া নেড়া গিয়া তার ঘাড়ে পড়ে॥
চোর চোর বলিয়া মারিল চড় লাথি।
বিনা পরিচয় নাহি অন্ধকার রাতি॥

মার খাইয়া সাধুবেণে হইল কাতর।
আর না মারিও নেড়া আমি সদাগর॥
এতেক শুনিয়া তারা রাখিল মারণ।
প্রদীপ আনিয়া মুখ করে নিরীক্ষণ॥
পরিচয় পাইয়া মনেতে লজ্জিত।
কেতকায় বিরচিল মনসার গীত॥

শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ও, অনেক বিবেচনার পর লিখিয়াছেন,—"কবি কঙ্কণের চণ্ডীরচনার কিছুকাল পরেই বোধ হয় ক্ষেমানন্দ ও কেতকাদাস দুইজনে মিলিত হইয়া মনসার ভাসান রচনা করেন।" কবিকঙ্কণ ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে চণ্ডীগ্রন্থের রচনা আরম্ভ করেন। এরূপ অনুমান হয়, ষোড়শ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই মনসার ভাসান প্রচার হইয়াছিল, সুতরাং আজ ভাসানের বয়ঃক্রম ২৫০ শত বৎসরেরও অধিক। দুঃখ এই, এরূপ প্রাচীন গ্রন্থের সম্যক আদর নাই; অন্তত প্রবীণত্বের যে গৌরবটুকু থাকা উচিত, তাহাও নাই।

মনসার ভাসান গানের প্রাদুর্ভাব নদীয়া জেলায় খুব। দু তিন টাকা নগদ খরচ করিলেই গায়কদল পাওয়া যায়। নদে জেলার একজন বাবু একবার বলিয়াছিলেন,—"হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের দেশে মনসার গান আছে বটে, উহা ছোটলোকেই গায়, আর ছোট লোকেই শোনে।" মনসার ভাসানে সতীর সতীধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে, অতএব ভদ্রলোকে শুনিবে কেন? কেবল যে ছোট লোকেই শোনে,—এ কথাটা তত ঠিক নয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ এবার বিলাত ফিরিয়া আসিয়া, বাসভূমি কৃষ্ণনগরে পৌঁছিয়া, নিজগৃহে মনসার ভাসানের গান দেন, নিজে শোনেন এবং নিজ পরিবারবর্গকে শোনান।

মনসার ভাসানের উপাখ্যান অতি মনোহর। সবিত্রী পতিপরায়ণা, পতি অনুগামিনী, পতি-ময়-প্রাণা বটেন, কিন্তু বেহুলার পতিসেবায় যে একটু উচ্চ নিগূঢ়, অনির্ব্বচনীয় ভাব আছে, সাবিত্রীতে বুঝি তাহা নাই! সংক্ষিপ্ত উপাখ্যান এইরূপ, "চম্পাই নগরনিবাসী চাঁদ

সওদাগর নামক একজন গন্ধবণিক মনসাদেবীর প্রতি অত্যন্ত দ্বেষ করিতেন। এজন্য মনসার কোপে তাঁহার ছয় পুত্র বিনষ্ট হয় এবং তিনিও নিজে বাণিজ্যে গমন করিয়া সমুদায় পণ্যদ্রব্য হারাইয়া বহুবিধ ক্লেশ পান। তথাপি তিনি মনসাদেবীকে গালি দিতে নিবৃত্ত হন না। পরিশেষে নখীন্দর নামে সওদাগরের এক পুত্র জন্মে এবং নিছনি-নগরনিবাসী সায় বেণের কন্যা রূপবতী বেহুলার সেই পুত্রের সহিত বিবাহ হয়। মনসাদেবীর কোপে বিবাহ রাত্রিতেই সর্পাঘাতে নখীন্দরের মৃত্যু হইবে, ইহা পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া চাঁদ সওদাগর সাতাই পর্ব্বতের উপরিভাগে তাহার নিমিত্ত লৌহময় বাসর ঘর প্রস্তুত করিয়া রাখেন।” বেহুলা নখীন্দর স্ত্রী পুরুষ, পর্ব্বোতপরি লৌহময় ঘরে সুবর্ণের খাটে সুখে শয়ন করিলেন। ওদিকে ভুজঙ্গজননী দেবী মনসা, পৃথিবীর যাবতীয় সর্পকে একত্র করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে ক্ষমতাবান আছে যে, লৌহবাসরস্থ নখীন্দরকে দংশন করিতে পারে? প্রথম প্রহরে বঙ্করাজ সর্প লোহার বাসরে প্রবেশ করিল; কিন্তু সতী বেহুলার মধুর সম্ভাষণে পরিতুষ্ট হইয়া নখীন্দরকে কামড়াইতে পারিল না। মনসাদেবী দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রহরে যে সকল ভীষণ সাপকে পাঠাইলেন, তাহারাও বিফলমনোরথ হইল। শেষে ভয়ঙ্করী কালনাগিণী সর্প প্রেরিত হইলেন।—

বাসরে প্রবেশ কৈল এ কালনাগিনী।
বেহুলা নখীর রূপ দেখিল আপনি॥
বেহুলা নখার কোলে যেন কলানিধি।
যেমন কন্যা তেমনি বর মিলাইল বিধি॥
এ হেন সুন্দর গায় কোনখানে খাইব।
দেবী জিজ্ঞাসিলে তাঁরে কি বোল বলিব॥
বিষম আরতি দেবী কেন দিলা মোরে।
নখীন্দরে খাইতে মোর শক্তি নাই পুরে॥
ডুকুড়ি নাগের মাতা এ কালনাগিনী।
শোক দুঃখের বার্ত্তা আমি ভাল মতে জানি॥

আপনি তিতিল কালী নয়নের জলে।
ঝরিতে বিদরে বুক গেল পদতলে॥
হেনকালে পাশমোড়া দিতে নখীন্দর।
পদাঘাত বাজে কালী মস্তক উপর॥
দুঃখিত হইয়া কালী তখন কহে কথা :
চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী হও সকল দেবতা॥
মোর দোষ নাহি দেবী দিলেন আরতি।
বিনা অপরাধে মোর মুণ্ডে মারে লাথি॥
বিষদন্ত দিয়া কালী খাইল তার পায়।
দুর্ল্লভ নখাই জাগে বিষের জ্বালায়॥
জাগহ ওরে বেহুলা সাযবেণের ঝি।
তোরে পাইল কাল নিদ্রা মোরে খাইল কি॥

তখন স্বামীর মৃত দেহ কোলে লইয়া বেহুলা কাঁদিতে লাগিলেন। গৃহে আর্ত্তনাদ উঠিল। নখীন্দরের মাতা শোকবিহ্বল হইলেন। বেহুলা বলিলেন, যদি আমি সতী হই, যদি দেবতায় আমার ঐকান্তিক ভক্তি থাকে, তবে আমি মৃত পতিকে বাঁচাইব। আমি কলার ভেলা করিয়া, নদী বাহিয়া, ছয় মাস যাইব; শেষে দেবী-অনুগ্রহে মৃতপতি প্রাণ পাইবেন। শ্বশুর শ্বাশুড়ী, প্রতিবেশী অনেকেই বেহুলাকে একাজ হইতে বিরত করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সতী, কাহারও নিষেধ বাক্য শুনিলেন না।

তখন নানারূপ বন্দ করি বাঁশের গজাল মারি
সাজাইলা কলার মান্দাসে।

গাঙ্গুর নদী দিয়া মৃতপতি কোলে লইয়া বেহুলা মান্দাসে ভাসিয়া চলিলেন।

বেহুলার ভাই বুঝাইতে আসিল;—
সুবল সুন্দর বলে ভগিনী গো শুন।
মড়াটা লইয়া তুমিজলেভাস কেন॥

বাহুড়িয়া আইস ঘরে ফিরাও মান্দাস।
পিতা মাতা নাহি জীবে গণিয়া হুতাশ॥
ভেয়ের কথায় তবে রামা বলে শুন।
কূলে দাণ্ডাইয়া ভাই আর কান্দ কেন॥
তিন ভাই বলে ভগিনী তোর অল্পজ্ঞান।
সর্পাঘাতে মরিলে কি পায় প্রাণ দান॥
ছাওয়াল বহিনী তুমি বুঝ বিপরীত।
তোর পতি প্রাণ দান পায় কদাচিত॥
দুকূলের লোক যত অশেষ বুঝায়।
মড়াটা লইয়া কেন জলে ভেসে যায়॥
তুমি শিষ্ট সামন্তিনী লহরি যৌবনে।
কেমনে ভাসিয়া যাবে ছমাসের গণে॥
জল জন্তু আছে যত হাঙ্গর কুম্ভীর।
দেখিলে হইবে তুমি প্রাণেতে অস্থির॥
অরণ্য গহন বনে চরে সিংহ ব্যাঘ্র।
প্রলয় মহিষ আছে গণ্ডার লক্ষ লক্ষ॥
অবলা আকৃতি তুমি কুলের কামিনী।
দেখিয়া তোমার রূপ মোহে মহামুনি॥
যেজন ব্যথিত হয়ে প্রবোধিয়া কয়।
কেমনে ভাসিয়া যাবে মনে নাহি ভয়॥
বেহুলার মনে তাহা প্রবোধ না মানে।
নিমিষে মিলায় তার বদনে বদনে॥

বেহুলা কাহারও কথা না শুনিয়া দেশদেশান্তরে ভাসিয়া চলিলেন আদমপুরে একজন গোদার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।—

গোদা যথা মৎস্য ধরে ঘাটেতে বসিয়া।
বেহুলা আইল তথা ভাসিয়া ভাসিয়া॥
দুইপদ ফোলা তার চারি নারী ঘরে।
শুধু ভাত খাইতে নারে নিত্য মৎস্য ধরে॥

গলায় শঙ্খের মালা কর্ণে রামকড়ি।
আসে পাশে ফেলিয়াছে বড়শির দড়ি॥
ঘন ঘন মারে খেচ বড় মৎস্য উঠে।
কলার মন্দাস ভেসে আইল সেই ঘাটে॥
বেহুলার রূপে গোদা হইল মূর্চ্ছিত।
কাকুতি মিনতি করে কথা বিপরীত॥
নিবসহ কোন গ্রামে কাহার রমণী।
কলার মান্দাসে জলে ভাস কেন ধনী॥
এ নব যৌবনে তোর নাহি যোগ্য জন।
জলেতে ভাসিয়া যাহ কিসের কারণ॥
আমার মন্দিরে আইস শুন সিমন্তিনী।
তোমারে করিব আমি প্রধানা গৃহিণী॥
প্রবোধ শুনিয়া হাসে বেহুলা যুবতী।
ক্ষ মানন্দ বিরচিল মধুর ভারতী॥

বেহুলা বলিলেন ;—

গোদা তোমার জীবন।
দারুণ গোদের ভরে নড়িতে চড়িতে নারে
অবলা আশ্বাস কি কারণ॥
সারাদিন বঁড়শি বও ছবুড়ি নবুড়ি পাও
বড়শী বহিলে তোর ভাত।
বামন বংক্ষুর হৈয়া উচ্চদ্বীপে দাণ্ডাইয়া
চাঁদেরে বাড়াতে চাহ হাত॥
পরিধান ছেঁড়াটেনা ঘরে নাই সম্ভাবনা
গোদে তোর ঘন উড়ে মাছি।
দারুণ গোদের ঘ্রাণে স্থির নহে তার প্রাণে
যে ধনী তোমার ঘরে আছি॥
আপনি নাগর বুড়া কাণে তোমার রামকড়া
সুন্দর দেখিব ইহা লাগি।

কিবা গুণ তোঁর আছে বলহ আমার কাছে
তবে সে তোমার কাছে থাকি ॥

গোদার উক্তি —

গোদা বলে সীমন্তিনী শুন লো আমার বাণী
অবজ্ঞা করোনা দেখে গোদ।
আমার চরিত্র যত তোমায় বুঝাব কত
অবলা তোমার অল্প বোধ ॥
চারি নারী মোর ঘরে অনেক বিলাস করে
খাসা গুয়া খায় সাচী পান ॥
সিঁতায় সিন্দূর ভরা সুখে ঘর করে তারা
জঞ্জাল গোদের মাত্র প্রাণ ॥
তুমি হৈলে পাঁচ নারী সুখে লইয়া ঘর করি
উপদেশ মিলাইয়া আনি।
এই নিবেদন রাখ আমার মন্দিরে থাক
জলে ভেসে কেন যাবে ধনি॥
মধুর বচন তোর স্থির নহে প্রাণে মোর
চঞ্চল চরিত্র হৈল বড়।
মান্দাস রাখিয়া জলে আইসহ আমার বোলে
তোমার চরণে করি গড় ॥

বেহুলার উক্তি —

বেহুলা নাচনী কয় ক্রোধী হইয়া অতিশয়
অবলা অসতী দেখ মোরে।
যদি কর বিড়ম্বনা দেখ মোর সতীপনা
শাপে ভস্ম করিব তোমারে ॥

গোদার উক্তি —

গোদা বলে ভাল তবে কতদূর ভেসে যাবে
সাতারিয়া ধরিব এখন ॥

কূলটা কামিনী ধনী তুমি বড় সিমন্তিনী
গোদা বলে তোমার বর্জ্জন ॥
গৌরব রাখিয়া মনে ভেলা থুয়ে ঐ খানে
আমার বচনে উঠ তটে।
পরিণামে হবে ভাল আমার মন্দিরে চল
কি কার্য্য বিরোধ করি হাটে ॥

তখন ;—

বেহুলা ভাসিয়া যায় কোন দিকে নাহি চায়
ব্যগ্র হইয়া জলে দিল ঝাঁপ।
দারুণ গোদের ভরে নড়িতে চড়িতে নারে
বেহুলা তাহারে দিল শাপ ॥
বেহুলা শাপিল তাকে গোদা পরিত্রাহি ডাকে
গোদ লইয়া নড়িতে না পারে।
নাকে মুখে জল যায় গোদা ডাকে পরিত্রায়
ত্রাণ কর সতী হে সুন্দরী।
গোদার বিনয় ভাষে বেহুলা নাচনী হাসে
কাতর দেখিয়া দিল বর ॥

সে স্থান ছাড়িয়া বেহুলা আপন মনে চলিলেন। ক্রমে স্বামীর মৃত দেহ পচিয়া উঠিল।

মড়া মাংস জলে গলে বিপরীত ঘ্রাণ।
চকিত চঞ্চল নহে বেহুলার প্রাণ ॥
ঘ্রাণেতে দ্বিগুণ প্রেম বেহুলার বাড়ে।
মড়া অঙ্গে বৈসে মাছি ঘন ঘন তাড়ে ॥
দিবসে দিবসে তাহে কীট কৃমি বাছে।
ঘন ঘন বৈসে ঘন মড়া অঙ্গ কাছে ॥
বেহুলা তাড়ান যত নহে নিবারণ।
পুলকে প্রবেশে তাহে মশক নন্দন ॥

এইরূপ নানা স্থান বেড়াইয়া, বেহুলা ত্রিবেণীর ঘাটে আসিলেন। তথায় নেতে ধোবানীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ধোবানী শাপভ্রষ্টা রমণী। তাঁহার সাহায্যে দেব সভায় গিয়া, নাচে দেবগণকে পরিতুষ্ট করিয়া, বেহুলা দেবতার বরে পতির প্রাণদান দিলেন। শেষে পতি সঙ্গে ঘরে আসিলেন। সুখসৌভাগ্যের অবধি রহিল না। অন্তিমে উভয়ে স্বর্গে গেলেন। দেশে তাঁহাদের সাহায্যে মনসা পূজার প্রচার হইল।

মনসার ভাসানের ইহাই সংক্ষিপ্ত উপাখ্যান। উপাখ্যানভাগে নানা শাখা প্রশাখা আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না। "শিক্ষিত বাবুর" এ গল্প ভাল লাগিবে কি না, জানি না; কিন্তু হিন্দু রমণী এ গ্রন্থপাঠে অনেক সৎশিক্ষা লাভ করিতে পারেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন;—"ইহাতে বেহুলার চরিত্র যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা পতির নিমিত্ত সতীর দুঃখভোগ বর্ণনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। স্ফীত গলিত কীটাকুলিত পূতিগন্ধি মৃত পতিকে ক্রোড়ে লইয়া নির্ব্বিকার চিত্তে ও নির্ভয় মনে বেহুলার মান্দাসে যাত্রা ভাবিতে গেলে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সতীগণের পতি নিমিত্তক সেই সেই ক্লেশভোগও সামান্য বলিয়া বোধ হয়, এবং বেহুলাকে পতিব্রতার পতাকা বলিতে ইচ্ছা হয়।" যথার্থ কথা! বেহুলার কথা হিন্দুর গৃহে গৃহে পঠিত হউক।

উপাখ্যান সম্বন্ধে ন্যায়রত্ন মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল;—

"এই উপাখ্যানের প্রকৃত মূল্য কি? তাহা বলিতে পারা যায় না, কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে, অদ্যাপি ত্রিবেণীর বান্ধাঘাটের কিঞ্চিৎ উত্তরে "নেত ধোবানীর পুকুর" নামে একটী প্রাচীনপুষ্করিণী আছে— পূর্ব্বোক্ত বৈদ্যপুর হাসনহাটী নারিকেলডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামগুলির নিম্নদিয়া যে সামান্য নদীটী আছে, তাহাকে লোকে "বেহুলা নদী" বলে এবং বর্দ্ধমানের প্রায় ১৬ ক্রোশ পশ্চিমে চম্পাইনগর নামক পরগণার মধ্যে চম্পাইনগর নামক একটী গ্রামও আছে। ঐ গ্রামে চাঁদসও-

দাগরের বাটী ছিল, একথা তত্রত্য লোকে বলিয়া থাকে। ঐ গ্রামের নিকটে তৃণগুল্মাচ্ছন্ন একটী উচ্চভূমি আছে; ঐ ভূমি নখিন্দরের লোহার বাসর বলিয়া প্রসিদ্ধ। অদ্যাপি তত্রত্য লোকদিগের মনে এরূপ বিশ্বাস আছে যে, তথায় কোন গন্ধবণিক্ পাক করিয়া খাইতে পারে না। পাকের জন্য চুল্লী খনন করিতে যাইলেই সর্প বহির্গত হইয়া তাহাকে দংশন করে। ফল কথা, ঐ স্থানে একজাতীয় সর্পও প্রচুর পরিমাণে আছে। তাহাদের চক্র নাই—বোধ হয় বিষও নাই। উনানের ভিতর জলের কলসীর তলায়, বিছানার মধ্যে পাদুকার অভ্যন্তরে সর্ব্বদাই তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা পার্য্যমাণে কাহাকেও দংশন করে না,—করিলে দষ্টব্যক্তির হস্ত পদ বন্ধন করিয়া সমীপস্থ মনসার বাটীতে কিয়ৎক্ষণ ফেলিয়া রাখিলেই সে আরোগ্যলাভ করে—নচেৎ মরিয়া যায়, ইহাই তত্রত্য লোকের বিশ্বাস।

বেহুলার উপাখ্যান কবিদিগের স্ব-কপোলকল্পিত বলিয়া বোধ হয় না। বোধহয় প্রাচীপরম্পরাগত কোন মূল ছিল।

"ক্ষেমানন্দ ও কেতকা দাস দুইজনেই কায়স্থকুলোদ্ভব ছিলেন, কিন্তু কোথায় ইহাঁদের নিবাস ছিল, বা কোন্ সময়ে ইহাঁরা গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন, তাহার স্থিরনিশ্চয় নাই। কিন্তু ইহাঁরা বেহুলাকে গাঙ্গুরের জলে ভাসাইয়া ত্রিবেণীপর্য্যন্ত পাঠাইবার সময়ে গোবিন্দপুর, বর্দ্ধমান, গঙ্গাপুর, হাসনহাটী, নারিকেলডাঙ্গা, বৈদ্যপুর, গহরপুর প্রভৃতি বর্দ্ধমান জিলাস্থ গ্রাম সকলের যেরূপ নামোল্লেখ করিরাছেন, অন্য জিলাস্থ গ্রামের সেরূপ নাম করিতে পারেন নাই। ইহাতে বোধ হয় বর্দ্ধমান জিলার মধ্যস্থ কোন গ্রামেই ইহাঁদের বাস ছিল। ইহাঁদের গ্রন্থ পুরাতন ও বহুজন প্রসিদ্ধ এবং সেই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া মনসার গান রচিত হইয়াছে এবং গায়কেরা নায়কের বাটীতে চামরমন্দিরাসহযোগে তাহা গান করিয়া থাকে, এই জন্যই ইহার বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক।"

আজিকার বাজারে যে, মনসার ভাসানের কবিত্বের আদর হইবে, সে বিশ্বাস আমাদের নাই। কয়টা লোকের কবিত্বের জ্ঞান আছে? একজন পাড়াগেঁয়ে লোক, কলিকাতার ভাল কাঁচাগোল্লায় মিষ্ট কম বলিয়া তাহা থুথু করিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। কোন এক স্ত্রীলোকের নিকট একবার ১০০৲ টাকা মূল্যের সাদা ঢাকাই, এবং দশ টাকা মূল্যে রাঙ্গা গুল বসান খুব ঝক্‌মকে ঢাকাই—এই দুই খানি কাপড় পাঠান হয়। বলা ছিল,তাহার মধ্যে যে খানি তাঁহার ভাল বোধ হইবে, সে খানিই পছন্দ করিয়া লইতে পারেন। স্ত্রীলোক, বাহ্যদৃশ্যে ভুলিয়া দশ টাকার ঢাকাইটী লয়। একজন ওস্তাদ গায়ক আসিয়া ইমনকল্যাণে আলাপ করিল; নবা বাবু বিরক্ত হইলেন। তার পর একজন মেঠো-গাইয়ে আসিয়া বসন্তবাহারে তান ধরিল,—

"যা, রে কোকিলে মোর পতি আছে যে দেশে?"

বাবু পুলকে পূর্ণ হইয়া তাহাকে বাহোবা দিলেন। সংসারের এইরূপই বিচিত্র গতি।

আড়ম্বর ব্যতীত বাজে লোকের মন মোহিত হয় না। লিখুন দেখি,—

দেখিয়াছি ভাগীরথী ভাদ্র মাসে ভরা,
পূর্ণ জোয়ারের জল মন্থর যখন;
দেখিয়াছি সুখস্বপ্ন নন্দনে অপ্সরা,
কিন্তু হেন চারু চিত্র দেখিনে কখন।

অমনি ঢাক্ ঢোল বাজিবে; অথচ কবিতাটা মোটেই ভিত্তিশূন্য কেহ কিছুই দেখেন নাই—ফাঁকা তোপ দাগা হইল। ঘোর ঘটা ছন্দের কবিতা দেখুন—

গুড়ুম গুড়ুম গর্জ্জে গম্ভীর গর্জ্জনে,
সম্বর্ত্তাদি চারি মেঘ ভীষণ তর্জ্জনে।
হুড়ুম হুড়ুম হয় শিলার বর্ষণ,
হুড়ুম হুড়ুম হয় গৃহের পতন॥

—এ সব গিল্টী করা গহনা। তা, অবুঝ লোকে এত নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝে কি? চকচকে পাথর, আর হীরক—তাহাদের চোখে দুই সমান।

মনসার ভাসানের কবিতা, বার্ণিস মাথাইয়া চিকে চিকে করা হয় নাই। কবিতা-সুন্দরী ধীর, গম্ভীর, স্থির। সুন্দরী যৌবনের হাত ছাড়াইয়া যেন প্রবীণত্বের দিকে চলিয়াছেন। সুন্দরীর পাছাপেড়ে কাপড়ের প্রতি দৃক্‌পাত নাই, মুখে বিলাসিতার চিহ্নমাত্র নাই, —কাঁচলি কসন, বেণীর দোলন, নিতম্ব-হেলন, গজেন্দ্রগমন—এ সব রঙ্গভঙ্গ কিছুই নাই; আছে কেবল এলোথেলো বেশ, এলো-থেলো কেশ, সরল চাহনি, আর ভাঙ্গাভাঙ্গা, আধ আধ, মধুর মধুর কথা! ঘটনাগুলি ঠিক যেন সম্মুখে ঘটিতেছে,—টেনেবুনে আনিতে হয় না,—

শুনিয়া ধাইল তথা সনকা বেণেনী।
কলাবনে কেটা নড়ে কাণ পাতি শুনি॥
কলাবনে চাঁদবেণে খুসুর খুসুর নড়ে।
লম্ফ দিয়া নেড়া গিয়া তার ঘাড়ে পড়ে॥
চোর চোর বলিয়া মারিল বড় লাথি।
পরিচয় নাহি তাহে অন্ধকার রাতি॥

নেত ধোপানী দেবসভায় গমন করিলে, দেবগণের সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তা হয়;—

সেদিন সুন্দর বস্ত্র দেখি দেবগণ।
ধোপানীরে জিজ্ঞাসেন দেব ত্রিলোচন॥
এত দিন কাচ তুমি দেবতা অম্বর।
আজ কেন দেখি সব পরম সুন্দর॥
রজকিনী বলে আমি নিবেদিব কি।
মোর বাড়ী আসিয়াছে মোর বহিন ঝী॥
কতখান বাস আজ কাচিয়াছে তিনি।
দেবসভায় এত কথা কহে রজকিনী॥

মহেশ বলেন নাহি দেখি এতদিন।
তোমার বোন্‌ঝী মোর হইল নাতিন॥
দেবতা সভায় আন দেখিব কেমন।
ধোপানী এ কথা শুনি করিল গমন॥

আড়াইশত বৎসরের পূর্ব্বের কবিতা রস, হালরুচিতে একটু ঝাল লাগিতে পারে!—কিন্তু এরূপ সরল, সহজ বর্ণন আজি কালিকার কবিতাতে নাই। গোদার সহিত বেহুলার কথোপকথন চাপা পরিহাস-রসিকতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। যখন লৌহবাসরে সর্পগণ নখীন্দরকে দংশন করিতে আইসে, তখন প্রাণ যেন চমকাইয়া উঠে। সেই ঘোর অন্ধকার রাত্রি;—সর্পগণ কপাটের আড়ে থাকিয়া উঁকি দিয়া নখীন্দরকে দেখিতেছে, সতীবেহুলা জাগিয়া নিশা যাপন করিতেছেন, নখীন্দর বিহ্বল হইয়া ঘুমাইতেছেন,—এ দৃশ্য বড়ই ভীষণ! মনে হয়, এমন স্বভাব বর্ণন বুঝি আর কোন কবি করিতে সক্ষম হন নাই। পতির প্রাণত্যাগের পর বেহুলার খেদ উক্তি, পতি-ভক্তি, ভেলায় আরোহণ—এ সমস্তই অতি অপূর্ব্ব সামগ্রী। পতিময়-প্রাণা হিন্দু রমণীর পক্ষে সে সামগ্রী—সেই অমর-ফল আস্বাদনের জিনিস বটে।

কেহ কেহ বলেন, "মনসার ভাসান গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট। আমরা এ কথার কোন অর্থ খুঁজিয়া পাই না। তখনকার ভাষা এক রকম, এখনকার ভাষা অন্য রকম। ২৫০ বৎসরের পূর্ব্বের ভাষার সহিত এখনকার ভাষার তারতম্য থাকিবেই ত! "কাণী," "চেঙ্গমুড়ী," "মান্দাস," "সাতগেঁটে টেনা" "হটে," "ইটাল," "গাঠের গাবর," "কাঠুয়া," "আক্ষুটী" "সীজাল,"—ইত্যাদি কথা এখন তত প্রচলিত নাই বটে, কিন্তু তখন ছিল।

মহাকবি ঘনরাম, মনসার ভাসান হইতে একস্থান অনুকরণ করিয়াছেন। ধূমসীর রণে অবমানিত ও পরাজিত হইয়া, মহামদ পাত্র বাটী আসিলেন।

লোকলাজে কাজে পাত্র দিন রয় বনে।
নিশাভাগ রাত্রে গেল আপন ভবনে॥
নিদ্রায় কাতর কারো মুখে নাই রা।
ঘন ডাকে উঠ উঠ কামদেবের মা॥
কপাটে মারিতে লাথি শুনি দামদুম।
চীৎকার শব্দে উঠে ঘুচে কালঘুম॥
চোর চোর বলে মাগা লাগাইল লেঠা।
ডাকাডাকি করিতে উঠিল পাঁচ বেটা॥
কামদেব কুপিয়া ধরিতে যায় জুটে।
মাথা নেড়া দেখে তেড়ে ধরে ঘাড়ে পিঠে॥
আমি আমি বলিতে বচন নাহি বুঝে।
লাথালাথি কুনুই ওঁতা কীল পড়ে কুঁজে॥
দেখিতে বিকট মূর্ত্তি তায় ঘোর রাতি।
চোর বুদ্ধে মাগী তার মুখে মারে লাথি॥
আমি মহামদপাত্র না মার না মার।
দারুণ দৈবের দোষে এদশা আমার॥
এত যদি পাত্তর কাতর হয়ে কয়।
আলোজ্বেলে দেখে তবে সকলি নিশ্চয়॥
দেখিয়া বিস্ময় কারো মুখে নাই রা।
মড়ার অধিক হলো কামদেবের মা॥

কেতকাদাস কবিকঙ্কণের অনুকরণে লক্ষ্মীর বন্দনা করিয়াছেন। কবিকঙ্কণের বন্দনা এইরূপ ;—

লক্ষ্মী-বন্দনা।

অজিত-বল্লভা দেবী ব্রহ্মার জননী।
তোমার চরণ বন্দি যোড় করি পানি॥
যখন প্রলয়ে হরি অনন্ত শয়নে।
তাঁহার উদরে ছিল এ তিন ভুবনে॥

জন্ম জরা মৃত্যু লক্ষ্মী নাহি কোন কালে।
সেই কালে ছিলা তুমি হরি-পদ-তলে॥
অনল গরল আদি কুম্ভীর মকর।
কত কত জন্তু আছে সমুদ্র ভিতর॥
তুমি গো পরম রত্ন সকল সংসারে।
তুমি লক্ষ্মী হইতে রত্নাকর বলি তারে॥
ধন কুল যৌবন নগর নিকেতন।
পদাতি বারণ বাজি রথ সিংহাসন॥
তার অহঙ্কার তাবৎ শোভা করে।
কৃপাময়ী লক্ষ্মী যাবৎ থাকেন ঘরে॥
সে জনার প্রশংসা সে জয়তি রাম।
সেইজন কুলীন সেজন গুণধাম॥
তুমি গো বল্লভা কৃপা নাহি কর যারে।
আছুক অন্যের কাজ দারা মন্দ বলে তারে॥
লক্ষ্মী চঞ্চলা মাতা বলে যেবা জনে।
লক্ষ্মীর মহিমা সেই কিছু নাহি জানে॥
ছাড়হ সেজনে মাতা তার দোষ দেখি।
অদোষ পুরুষে কর চিরকাল সুখী॥
লক্ষ্মী থাকিলে, মান সকল সংসারে।
লক্ষ্মী বাম হইলে ভাই কেহ না আদরে॥
সেই জন পণ্ডিত মাতা সেই জন ধীর।
যাহার মন্দিরে মাতা তুমি হও স্থির॥
লক্ষ্মীর মহিমা সেই কিছু কবিকঙ্কণে, গায়।
ভক্ত নায়কেরে মাতা হও গো সদয়॥

কেতকাদাস এবং ক্ষমানন্দ ইহাঁরা দুইজন, কবিকঙ্কণ- রামেশ্বর, ঘনরাম, রামপ্রসাদ এবং ভারতচন্দ্র অপেক্ষা নিম্নদরের কবি। কিন্তু মনসার ভাসানের লক্ষ্য অতি উচ্চ দরের। এরূপ প্রাচীন গ্রন্থের গৌরব হইবার সময় উপস্থিত হয় নাই কি?

মনসার ভাসান।

শ্রীকেতকা দাস
ও
শ্রীক্ষমানন্দ দাস কর্ত্তৃক
বিরচিত।

কলিকাতা।

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টীমমেসিনপ্রেসে
শ্রীবিহারীলাল সরকার কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯২ সাল।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।